চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 142 Monday, 22 April, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৪২ সংখ্যা ❋ ৯ বৈশাখ , ১৪৩১ সোমবার, ২২ এপ্রিল, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

আজ জাতীয় সিভিল সার্ভিস দিবস। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ...বিস্তারিত পাতা ২

তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্লেক্স ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ তুলল তৃণমূল। অভিযোগ জানানো হয়েছে পুলিশের কাছে। ..বিস্তারিত পাতা ৩

আগামী ২৬ এপ্রিল বালুরঘাটে ভোট,তার আগে জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচার। বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের কেন্দ্রে প্রচারে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী।..বিস্তারিত পাতা ৫

ট্রেবল জয়ের সম্ভাবনা আগেই হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। সেই সম্ভাবনার সীমানা এখন ’ডাবলস’ এ সীমাবদ্ধ হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

সংক্ষিপ্ত খবর

আচমকাই অসুস্থ রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের মধ্যেই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়লেন রাহুল গান্ধী। ফলে বেশ কয়েকটি কর্মসূচি থেকেও সরে দাঁড়াতে হল তাঁকে। জানা গিয়েছে, রবিবার ইন্ডিয়া জোটের মহাসভাতেও বক্তৃতা দিতে পারবেন না কংগ্রেস সাংসদ। এছাড়াও মধ্যপ্রদেশ ও ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনী প্রচারেও থাকবেন না তিনি। দেশজুড়ে জোর কদমে চলছে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার। রবিবার মধ্যপ্রদেশের সাতনায় একটি সভায় যোগ দেওয়ার কথা ছিল রাহুলের। সেখান থেকে রাঁচিতে ইন্ডিয়া

জোটের সভায় বক্তৃতা দেওয়ারও পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু রবিবার কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ জানান, আচমকাই অসুস্থ হয়ে প।ছেন রাহুল গান্ধী। তাঁর পক্ষে দিল্লি ছেড়ে বেরনো আপাতত অসম্ভব। তাঁর পরিবর্তে ইন্ডিয়া জোটের সভায় যোগ দেবেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনিই সভায় বক্তৃতা দেবেন। কিন্তু রাহুলের ঠিক কী সমস্যা রয়েছে সেই নিয়ে বিস্তারিত খবর মেলেনি। উল্লেখ্য, ইন্ডিয়া জোটের সভার আগে বিরোধী নেতাদের পোস্টারে কার্যত ছেয়ে গিয়েছে রাঁচি। জেলবন্দি হেমন্ত সোরেন-অরবিন্দ কেজরিওয়াল ছাড়াও সোনিয়া গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর পোস্টারও রয়েছে সেখানে। তবে এদিনের সম্মেলনে সোনিয়া-প্রিয়াঙ্কা থাকবেন না। সূত্রের খবর, হেমন্ত ও অরবিন্দের স্ত্রীরা এদিন বক্তৃতা দেবেন। তাছাড়াও থাকবেন লালু প্রসাদ যাদব, অখিলেশ যাদবরা।

এবার ৬৫ বছরের পরও করানো যাবে স্বাস্থ্যবিমা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ স্বাস্থ্যবিমা পরিষেবার নিয়মাবলিতে আমূল বদল। আমজনতার কথা মাথায় রেখে এবার ৬৫ উর্ধ্বদেরও বিমা পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ইন্সুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথারিটি অব ইন্ডিয়া। আগের নিয়ম অনুযায়ী ৬৫ বছর পেরিয়ে গেলে আর স্বাস্থ্যবিমা করা যেত না। এবার থেকে ৬৫ বছরের বেশি বয়সি বৃদ্ধরাও স্বাস্থ্য বিমা করাতে পারবেন। বয়স কোনও বাধা হবে না। বিমা নিয়ামক সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, বিমাকারী সংস্থাগুলি বয়সের কারণ দেখিয়ে কারও স্বাস্থ্যবিমা করা আটকাতে পারবে না। তবে প্রবীণ নাগরিক, পড়ুয়া, গর্ভবতীদের জন্য বিমা সংস্থাগুলি চাইলে আলাদা আলাদা পলিসি তৈরি করতে পারে। অর্থা প্রবীণ নাগরিকদের বিমা পরিষেবা কেনার ক্ষেত্রে হয়তো খরচ বেশি হবে। কিন্তু প্রবীণরাও বিমা কিনতে পারবেন। শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্যবিমা পরিষেবার ক্ষেত্রে আরও একাধিক ব। স্বস্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইআরডিএআই। স্বাস্থ্যবিমার ওয়েটিং পিরিয়ড আগে ছিল ৪৮ মাস। সেটাকে কমিয়ে ৩৬ মাস করা হয়েছে। অর্থা এবার থেকে বিমা করানোর তিন বছর পর থেকেই চিকিসায় বিমা কভারেজ পাওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে আগে থেকে শরীরে কোনও রোগ বাসা বেঁধে থাকলে বিমা সংস্থাকে জানাতে হবে। সেটাও চিকিসা কভারেজের অন্তর্ভুক্ত হবে।

‘দেশ ক্রুদ্ধ, পাপের শাস্তি দিচ্ছে কংগ্রেসকে’, ভোট প্রচারে তোপ মোদির

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিলঃ ৭০ বছরের অতীত তুলে ধরে কংগ্রেসকে আক্রমণ করা নতুন কিছু নয়। সেই ধারা বজায় রেখেই এবার ভোট বাজারে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নয়া সুর তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজস্থানে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বললেন, শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস দলের উপর ক্রুদ্ধ গোটা দেশ। নিজেদের পাপের শাস্তি পাচ্ছে কংগ্রেস দল। পাশাপাশি তাঁর দাবি, একটা সময়ে ৪০০ আসন জেতা কংগ্রেস আজ ৩০০ আসনে প্রার্থী দিতে ব্যর্থ। রবিবার রাজস্থানের ঝালোর জেলায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানেই নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রথম দফার নির্বাচনে অর্ধেক রাজস্থান কংগ্রেসকে শাস্তি দিয়েছে। গোটা রাজস্থানবাসী দেশভক্ত। তাঁরা জানেন কংগ্রেস দলটা কখনও দেশকে শক্তিশালী করতে পারবে না। হাত শিবিরকে আক্রমণ শানাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের আগে ভারত যে অবস্থায় ছিল দেশবাসী এখন সেটা চায় না। কংগ্রেস পরিবারবাদ ও দুর্নীতির উইপোকা ছড়িয়ে দেশকে ফাঁকা করে দিয়েছে। আজ গোটা দেশ কংগ্রেসের উপর ক্ষুব্ধ এবং তাদেরকে পাপের শাস্তি দিচ্ছে। একটা সময় যে দল ৪০০ আসন জিতেছিল আজ তারা ৩০০ আসনে প্রার্থী দিতে অক্ষম। একদিকে ধর্মের জিগির তোলার পাশাপাশি ভোটের বাজারে বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে বিজেপির অস্ত্র পরিবারবাদ থেকে দুর্নীতি। যদিও পালটা বিজেপির পরিবারবাদের উদাহরণ তুলে ধরে শাসক শিবিরকে আগেই জবাব দিয়েছিল বিরোধীরা। পাশাপাশি সাম্প্রতিক নির্বাচনী বন্ড ইস্যুতে একাধিক সংস্থা থেকে তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। বিরোধীদের কোণঠাসা করতে এজেন্সির অপব্যবহারের অভিযোগও নতুন কিছু নয়। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, সাম্প্রতিক সময়ে এই সকল ইস্যু জনমানসে গুরুতর আকার ধারণ করার আগেই অতীতের পুরানো অস্ত্র কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ফের প্রয়োগ করলেন মোদি।

ইন্ডি জোট সরকার গঠন করলে সিএএ প্রত্যাহার করা হবে ঃ চিদাম্বরম

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ ইন্ডি জোটের সরকার গঠিত হলে সিএএ প্রত্যাহার করা হবে, এই মন্তব্য করেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরম। তিনি রবিবার তিরুবন্তপুরমে সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের সরকার গঠিত হলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) প্রত্যাহার করা হবে। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরম রবিবার সাংবাদিকদের আরও বলেছেন যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) প্রত্যাহার করা প্রসঙ্গে কংগ্রেস তাঁদের ইস্তেহারে কোনও কথা উল্লেখ করেনি। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সংসদের প্রথম অধিবেশনে সিএএ প্রত্যাহার করা হবে। তিনি ইস্তেহার কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি বলেন, দলটি সংসদেও এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুর সংসদে এর বিরুদ্ধে দলের অবস্থান তুলে ধরেছিলেন।

ভারতে রাজনীতির সংজ্ঞাই বদলে দিয়েছেন মোদীজি ঃ জে পি নাড্ডা

বুলধানা, ২১ এপ্রিল ঃ ভারতে রাজনীতির সংজ্ঞাই বদলে দিয়েছেন মোদীজি। জোর দিয়ে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। রবিবার মহারাষ্ট্রের বুলধানায় এক জনসভায় নাড্ডা বলেছেন, আগে রাজনীতি হত ভুয়ো প্রতিশ্রুতি ও ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে! কিন্তু এখন, প্রধানমন্ত্রী মোদীজির নেতৃত্বে রাজনীতি হল ভোটারদের প্রতি দায়বদ্ধতা। এটা ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি নয়, এখন রিপোর্ট কার্ডের রাজনীতি! নাড্ডা এদিন জনতার উদ্দেশ্যে বলেছেন, আপনারা দেশে একটি স্থিতিশীল সরকার দিয়েছেন, যার ফলস্বরূপ আমরা পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে ভারতে আসা শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য সিএএ বাস্তবায়ন করেছি। ইউপিএ সরকারের আমলে কী ছিল... দুর্নীতি করুন, পরিবারতন্ত্র বাড়ান, মজা করুন এবং জনসাধারণকে ভুলে যান। নাড্ডা আরও বলেছেন, আমরা দেশের জনগণের জন্য মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দরিদ্র, মহিলা, দলিত, ওবিসি, কৃষক এবং যুবকদের কল্যাণ নিশ্চিত করা আমাদের অগ্রাধিকার। আমাদের সরকার ঘোষণা করেছে, দেশের দরিদ্রদের জন্য ৩ কোটি নতুন পাকা বাড়ি নির্মাণ করবে। এছাড়াও, মোদীজির দুর্দান্ত নেতৃত্বে আয়ুস্মান ভারত যোজনা দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচাতে থাকবে।

শুভেন্দু অধিকারীর বোমা বিস্ফোরণ হুঁশিয়ারির জবাবে

বালুরঘাটের জনসভায় পাল্টা ‘কালীপটকা’ চ্যালেঞ্জ মমতার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ এপ্রিল ঃ ‘বোমার জবাব হবে ’ শনিবার প্রার্থী বিপ্লব মিত্রর সমর্থনে জনসভা থেকে শুভেন্দুর হুঁশিয়ারির জবাব

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বোমা বিস্ফোরণ হুঁশিয়ারির পাল্টা জবাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চ্যালেঞ্জ, বোমা কোথায় ফাটাবে? ওরা বোমা ফাটালে আমরা ফাটাব কালীপটকা। আগে ওরা কালীপটকা ফাটিয়ে দেখাক। রবিবার বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কুমারগ্রামের চকরাম মাঠে দলীয় দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফের শুভেন্দুকে ‘গদ্দার বলে আক্রমণ করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বললেন, এবারের ভোটে গদ্দারদের জবাব দিন। ওদের কোনওদিন আমরা মেনে নেব না। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের আগে শনিবার মালদহের রতুয়ায় সভা করেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই মঞ্চ থেকেই তাঁর দাবি, আগামী সপ্তাহের শুরুতেই একটা বোমা পা.বে। আগাম বলে রাখলাম। তবে সেটা কী, সেটা বিস্তারিত বলব না। সেই বোমায় একেবারে বেসামাল হয়ে যাবে তৃণমূল। রবিবার কুমারগ্রাম থেকে তারই জবাব দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘ সম্বোধন করে বললেন, তৃণমূলের খেয়ে-পরে তার পর টাকা বাঁচাতে বিজেপিতে গিয়েছে। ইডি, সিবিআই থেকে বাঁচতে বিজেপিতে গিয়েছে। আর দিল্লি গিয়ে গদ্দাররা বলছে, বাংলাকে টাকা দেবেন না। মানুষ ওদের বিশ্বাস করে না, করবেও না। আর গদ্দার বোমা ফাটানোর কথা কাকে বলছে? ওরা বোমা ফাটালে আমরা কালীপটকায় জবাব দেব। এদিনের সভা থেকে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বিজেপিকেও কড়া আক্রমণ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা ভোট ও লোকসভা ভোটের পার্থক্য বুঝিয়ে তিনি বলেন, দিল্লির সরকার কী কাজ করেছে গত ১০ বছরে? সেই কৈফিয়ত তো দিতে হবে। এই ভোট দিল্লির। রাজ্যের ভোট নয়। রাজ্যের ভোট হলে কাজের কৈফিয়ত আমি দেব। কিন্তু এখানে আমার জবাব দেওয়ার কিছু নেই। মানুষকে জবাব দিতে হবে দিল্লির বাবুদের। কুমারগ্রামের চকরাম মাঠে জনসভার পরই তৃণমূল নেত্রী চলে যান বালুরঘাটে। সেখানে বিপ্লব মিত্রর সমর্থনে দ্বিতীয় জনসভা করেন।

‘কেজরি খুনের’ তত্ত্বে অনড় আপ, আপের অভিযোগের পাল্টা দিয়েছে জেল কর্তৃপক্ষও

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ জেলের মধ্যেই ধীরে ধীরে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হত্যার চেষ্টা চলছে! চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনে তিহা। জেল কর্তৃপক্ষের একটি চিঠি প্রকাশ করেছে আপ। তবে এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পরেই জেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আপাতত সুস্থ। এইমসের এক চিকিসক তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করেছেন। শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, জেলের ভিতরে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। ডাক্তারদের তরফে বারবার বলা হচ্ছে কেজরিওয়ালকে ইনসুলিন দেওয়ার জন্য। জেল প্রশাসন তা দিতে অস্বীকার করায় আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। এই অভিযোগ আনার পরের দিনই তিহা। জেল কর্তৃপক্ষের একটি চিঠি প্রকাশ্যে আনে আপ নেতৃত্ব। এইমস হাসপাতালের ডিরেক্টর এম শ্রীনিবাসকে ওই চিঠি লিখেছিলেন দিল্লির কারা ডিজি সঞ্জয় বানিওয়াল। কেজরিওয়ালের জন্য একজন ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা করুন, এই মর্মে এইমসের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন দিল্লির জেল কর্তৃপক্ষ। সেই চিঠিকে হাতিয়ার করেই আপের তোপ, জেল কর্তৃপক্ষ বারবার বলেছেন, সেখানে নাকি পর্যাপ্ত ওষুধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এই চিঠি থেকেই সাফ বোঝা যায় সেই দাবি একেবারে ভিত্তিহীন।

কড়া নিরাপত্তার পরও পুরোপুরি এড়ানো যায়নি হিংসা, মণিপুরে পুনর্নির্বাচন ঘোষণা কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এমনকী একটি লোকসভা কেন্দ্র ভেঙে দুবারে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তাতেও এড়ানো যায়নি অশান্তি। হিংসাদীর্ণ মণিপুরে এবার পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিল কমিশন। মোট ১১টি বুথে পুনর্নির্বাচন হবে ২২ এপ্রিল অর্থাৎ সোমবার। শুক্রবার প্রথম দফার ভোটের দিন মণিপুরের একাধিক বুথ থেকে উত্তেজনার খবর আসে। উত্তেজনার জেরে একাধিক বুথে বন্ধ করে দেওয়া হয় ভোটগ্রহণ। তেমনই ১১টি বুঝে সোমবার পুনর্নির্বাচন হবে। এমনটাই জানিয়েছেন সে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। তাপর্যপূর্ণভাবে ওই ১১টি বুথই ইনার মণিপুর লোকসভা কেন্দ্রের।

ভোটের দিন সকালেই মণিপুরের ৫ বুথে থমকে যায় ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। পূর্ব ইম্ফলের ২টি এবং পশ্চিম ইম্ফলের ৩টি বুথে স্থগিত রাখা হয় ভোটগ্রহণ। নির্বাচনে বেনিয়মের অভিযোগ তুলে বুথ তছনছ করে কয়েকজন দুষ্কৃতী। এর পরই ওই বুথে ভোটগ্রহণ স্থগিত করে দেয় কমিশন। এছাড়াও ইম্ফলের কয়েকটি বুথে অশান্তির খবর পাওয়া যায়। সেগুলিতেই পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হল। গত বছরের ৩ মে। কুকি-মেতেই জাতি সংঘর্ষে জ্বলে হতে মণিপুর। প্রাণ হারান দুশোর উপর মানুষ। ঘরছাড়া লক্ষাধিক। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেও রক্ত ঝরার খবর মিলেছিল সেরাজ্যের রাজধানী ইম্ফল থেকে। সেই আবহে প্রথম দফার ভোটে বড় অশান্তি এড়ানো গিয়েছে। অল্প কয়েকটি বুথে অশান্তি হলেও মোটের উপর ভোট পড়েছে প্রায় ৭০ শতাংশ।

‘সিএএকে সমর্থন করবো’, রানাঘাট থেকে ঘোষণা অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, রাণাঘাট, ২১ এপ্রিল ঃ মোদী সরকারের আচ্ছে দিন নিয়ে ফের একবার আসরে নামলেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ রবিবাসরীয় বিকেলে রানাঘাটে লোকসভা ভোটের প্রচার করলেন অভিষেক। ভোট বাক্সে বিজেপিকে জবাব দেওয়ার আহ্বান জানালেন ডায়মন্ড হারবারের এই তৃণমূল প্রার্থী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন চিফ। রানাঘাটের সভা থেকে অভিষেক বলেন, ‘সিএএ বিজেপির আরও একটা জুমলা। তৃণমূল যা বলে তাই করে। ১০০ দিনের টাকা, বাড়ি রাস্তার টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। আপনাদের ভোট নিয়ে আপনাদের টাকাই আটকে রেখেছে বিজেপি। নিজের অধিকার বুঝে ভোট দিন। এনআরসি করে ডিটেনশন ক্যাম্প করতে চায় বিজেপি। আসামের মতো বাংলাতেও প্রথমে সিএএ করে পরিস্থিতি বুঝে এনআরসি করতে চায় বিজেপি। আগে আসামে এনআরসি করে ১২ লক্ষ মানুষকে ডিটেশন ক্যাম্পে পাঠিয়েছে।’ অভিষেক আরও বলেন, ‘কেন্দ্র যদি বলে এনআরসি করবে না তাহলে সিএএকে সমর্থন করবো। সিএএ, এনআরসির নামে বাংলার মানুষকে বঞ্চিত হতে দেবো না।’

হারলে রাজনীতি থেকে ‘ছুটি’ ঘোষণা অধীরের

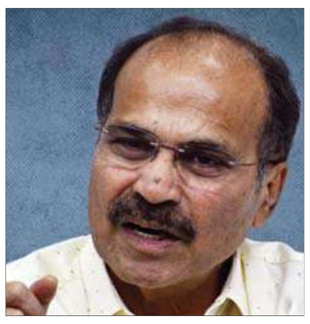

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ ষষ্ঠবার সাংসদ হওয়ার লক্ষ্যে চব্বিশের লোকসভা ভোটে ফের বহরমপুর থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন অধীররঞ্জন চৌধুরী। সেই আসনে তাঁকে সমর্থন করেছে বামফ্রন্ট। রবিবার কলকাতার প্রেস ক্লাবে তাই যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করলেন অধীররঞ্জন চৌধুরী ও বিমান বসু। আর সেখান থেকেই একযোগে আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতীশ কুমারকে। এও জানালেন, বহরমপুর থেকে এবার হারলে রাজনীতি থেকে ছুটি নিয়ে নেবেন। লোকসভা ভোটের আগে আচমকাই দলবদল করে এনডিএ শিবিরে যোগ দিয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। অবশ্য জেডিইউ সুপ্রিমোর এই দলবদলের ‘ আছেই। হাওয়া বুঝে সমঝোতা এবং বিদ্রোহ - দুইই করে থাকেন তিনি। রবিবার কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করে সেই নীতীশ কুমারের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক সারিতে বসালেন অধীররঞ্জন চৌধুরী। বললেন, আমি একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি। কী এমন ঘটল যে জোটের নামকরণ করেছেন বলে গর্ব করার পরও হঠ্যা পাল্টি খেলেন মমতা? বিহারে নীতীশ কুমার যেমন পল্টুকুমার হলেন, আপনি কেন পাল্টিকুমারী হলেন, জানতে চাই। আপনি বলেছিলেন,ইন্ডিয়া জোটই বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে, নামকরণও আপনি করেছিলেন। তাহলে পালালেন কেন বলুন। বহরমপুরে নিজের কেন্দ্রে প্রচারে নেমে বারবার বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন অধীর চৌধুরী। তবে কি এবার জনসমর্থন তাঁর পক্ষে নেই? নিজের গড়েই দুর্বল হয়ে পড়ছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের অধীর একেবারে চ্যালেঞ্জের সুরে জানালেন, ‘ আমি হারলে রাজনীতি থেকে ছুট্টি নিয়ে নেব। এত বড় কথা বলে দিলাম আজকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বলতে পারবেন যে, বহরমপুর জিতলে তাঁর জয় হবে কিংবা হারলে তাঁর হার হবে?’’

নামেই মমতা, জনতার দুঃখ-কষ্ট দেখতে পান না ঃ রাজনাথ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২১ এপ্রিল ঃ রবিবার মুর্শিদাবাদের এক জনসভায় বক্তব্য পেশ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। দ্বিতীয় দফার লোকসভা ভোটের মুখে রাজনাথ সিং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্যত তুলোধনা করলেন। বলেন, আপনি শুধু নামেই মমতা, জনতার দুঃখ-কষ্ট দেখতে পান না। মমতা দিদি আপনার নামেই মমতা আছে। মমতা তো মায়ের স্বভাব। তাহলে কেন আপনি জনগণের দুঃখ দেখতে পান না! রাজনাথ সিং এও বলেন, মমতা দিদি আপনাদের সরকারের পাপের ভান্ডার পূরণ হয়ে গেছে। গরিবদের বঞ্চিত করে আবাস যোজনার বাড়ি তৃণমূলের নেতাদের দিচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি। সন্দেশখালির প্রসঙ্গ টেনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, বাংলায় এখন আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। সন্দেশখালির ঘটনা মানবতার জন্য লজ্জার। তিনি আরও বলেন যে, মমতা দিদি খাদি পরেন, কিন্তু তার আড়ালে লুঠ করেন। দেশ জানে বাংলার গর্বের ইতিহাস আছে। কিন্তু এখন পুরো বাংলাজুড়ে অরাজকতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, চৈতন্যদেব, সুভাষচন্দ্রের বাংলা মমতার জমানায় কী হল। মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে রাজনাথ সিং বলেন, আজ সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গ অপরাধের জন্য পরিচিত। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় দফার লোকসভা ভোটের আগে রবিবার বাংলায় ছুটির দিনে হাইভোল্টেজ একাধিক জনসভা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর।

খারাপ আবহাওয়ায় কপ্টার অবতরণে সমস্যা, বাতিল হল শাহি সভা!

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২১ এপ্রিল ঃ দার্জিলিংয়ের শাহি সভা ‘ খারাপ আবহাওয়ার জেরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কপ্টার অবতরণে সমস্যা। আর তাই শেষ মুহূর্তে রাজু বিস্তার সমর্থনে লেবংয়ের সভায় পৌঁছতে পারলেন না তিনি। তবে সভার জন্য একটি ভিডিও বার্তা দিয়ে গিয়েছেন। ইতিমধ্যে কাটিহারের জন্য রওনা দিয়ে দিয়েছেন বিজেপির তারকা প্রচারক। সেখান থেকে অবশ্য রাজু বিস্তাকে ফোন করে সভায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বার্তাও দেন। দক্ষিণবঙ্গ রোদে পুড়লেও বৃষ্টিতে ভিজছে উত্তর। মাঝেমধ্যে কালো মেঘে মুখ ঢাকছে উত্তরের আকাশ। এর মাঝেই জোরকদমে চলছে ভোটপ্রচার। রবিবার বিজেপির দুই হেভিওয়েটের সভা ছিল উত্তরে। একদিকে দার্জিলিংয়ে সভা করার কথা ছিল অমিত শাহের, অন্যদিকে শিলিগুড়ি ও মালদহে সভা করবেন রাজনাথ সিং। দ্বিতীয়জন সঠিক সময় সভায় পৌঁছতে পারলেও অমিত শাহের সভা বাতিল হল। এদিন দলীয় প্রার্থী রাজু বিস্তার সমর্থনে দার্জিলিং শহরের লেবং গোর্খা ময়দানে জনসভা করার কথা ছিল তাঁর।

৪৫ ডিগ্রি পার পানাগড়ে, বাড়ছে সানস্ট্রোকও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ দক্ষিণবঙ্গে চব্বিশের গ্রীষ্মকে বর্ণনা করতে গিয়ে সব বিশেষণের ভাঁড়ার ফুরিয়ে যাওয়ার জোগাড়। পূর্বাভাস সত্যি করে পারদের উর্ধ্বগতি শনিবারও অব্যাহত, এবং আগামী অন্তত চারদিন কোথাও তীব্র, কোথাও অতিতীব্র তাপপ্রবাহ চলবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আগামী সপ্তাহের শুরুতে সামান্য ঝড়জলের সম্ভাবনা থাকলেও স্বস্তির আশা দুরাশাই। ইতিমধ্যে হিট স্ট্রোকে কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। হিট স্ট্রোক থেকে কীভাবে বাঁচতে হবে তার একটি গাইডলাইন কেঃদ্রীয় মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে মারাত্মক দহনে তামাম গাঙ্গেয় বঙ্গ ছারখার, রাঢ়ভূমিতে কোথাও কোথাও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা শনিবার ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস টপকে

গিয়েছে। খাস মহানগর কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৪১ ডিগ্রি ছুঁইছুঁই। আদ্রর্তাবিহীন শুখা গরমের আগুনের হলকায় মরুরাজ্য রাজস্থানকেও টেক্কা দিচ্ছে দক্ষিণবঙ্গ। জয়সলমেঢ়ের থেকেও কলকাতার পারদ বেশি ছিল এদিন। জয়সলমেরে এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬ ডিগ্রি। সেখানে কলকাতায় ছিল ৪০.২ ডিগ্রি। সবচেয়ে বেশি গরম ছিল পানাগড়ে। পারদ এখানে ৪৫.১ ডিগ্রিতে পৌঁছে যায়। যা স্বাভাবিকের থেকে ৮.৩ ডিগ্রি বেশি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাঁকুড়া। এদিন বাঁকুড়ার তাপমাত্রা ছিল ৪৪.৬ ডিগ্রি। মেদিনীপুর ওবাঁকুড়ার তাপমাত্রা এদিন প্রায় এক ছিল। বুধবার পর্যন্ত অতিতীব্র তাপপ্রবাহের লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে।তাপপ্রবাহে হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। হিট স্ট্রোকে মোকাবিলা করতে একটি গাইডলাইন কেঃদ্রীয় মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এই মারাত্মক তাপপ্রবাহ মোকাবিলা করতে রাজ্য সরকারও প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। হিট স্ট্রোক রোগীদের যাতে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় সেজন্য প্রতিটি হাসপাতালে দুটি করে শয্যা রাখা হয়েছে। এছাড়া জরুরি বিভাগেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা করে রাখা হচ্ছে। ভ্যাপসা গরমের মাঝেই বাংলায় তাপমাত্রা কমবে বলে পূর্বাভাস দিল আইএমডি। আজ রবিবার আইএমডি দিল্লির সিনিয়র বিজ্ঞানী নরেশ কুমার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বড় দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, পূর্ব ভারতে বর্তমানে তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং মনে হচ্ছে যে আগামী ৪-৫ দিনের মধ্যে কয়েকটি রাজ্যে তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবেঃ যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২১ এপ্রিল ঃবিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবে। জোর দিয়ে বললেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি রবিবার বলেছেন, লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফা শেষ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর ১০ বছরের শাসনকাল নিয়ে দেশবাসীর মধ্যে যে উসাহ ছিল, তা এখন ভোটে রূপান্তরিত হচ্ছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই এবং আমি মনে করি বিরোধীদের মিথ্যাও জনগণের দ্বারা উন্মোচিত হচ্ছে।কিছু রাজ্যে হিংসাত্মক ঘটনা প্রসঙ্গে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, এটি তোষণ নীতির বিরূপ প্রভাব। তা রাম নবমী উপলক্ষ্যে হোক অথবা হোলির আগে, পশ্চিমবঙ্গে যে দাঙ্গা হয়েছিল। পাশাপাশি অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে তোষণের নামে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের অনুভূতি এবং ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির উদাহরণ, রাম নবমী উপলক্ষ্যে আবারও পশ্চিমবঙ্গে রাম নবমীর মিছিলে হামলার ঘটনা ঘটেছে, এটা উদ্বেগের বিষয় এবং দেশের জনগণের জন্য একটি বার্তাও যে, এই লোকজন যখন শান্তিপূর্ণ মিছিলকে রক্ষা করবে না, তখন তারা কীভাবে আমাদের বোন-মেয়ে এবং সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে পারবে।

সময় বদলালো ঝাড়খণ্ড সরকার

রাঁচি, ২১ এপ্রিল ঃবেশ কয়েকদিন ধরে তাপপ্রবাহ চলছে ঝাড়খণ্ডে। এই পরিস্থিতিতে যাতে শিশুদের স্কুলে যেতে কষ্ট না হয, আবার পড়াশোনারও ক্ষতি না হয়, দুদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিলো ঝাড়খণ্ড সরকার। ছুটির পরিবর্তে গরমের সময় ছোটদের স্কুলে ক্লাসের সময়সূচি বদলে দিল ঝাড়খণ্ড সরকার। ঝাড়খণ্ড সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে স্কুলের সময়সূচি বদলে সোমবার থেকে সব স্কুলে ক্লাস শুরু হবে সকাল ৭টা থেকে। চলবে বেলা ১১টা পর্যন্ত। ঝাড়খণ্ডের শিক্ষা দফতরের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ২২ এপ্রিল থেকে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে ছোটদের ক্লাসের সময় এগিয়ে আনা হচ্ছে।নির্দেশিকায় রয়েছে, নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস হবে সকাল ৭টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত। একইভাবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস চলবে সকাল ৭টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত। তবে স্কুল চলাকালীন রোদের মধ্যে প্রার্থনা বা খেলাধূলার আয়োজন না করার ব্যাপারে স্কুলগুলোকে সতর্ক করা হয়েছে নির্দেশিকায়। আগের মতোই পড়ুয়াদের স্কুল থেকে মিড ডে মিল দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে ঝাড়খণ্ড সরকার।

জাতীয় সিভিল সার্ভিস দিবসে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী যাদবের

ভোপাল, ২১ এপ্রিল ঃরবিবার জাতীয় সিভিল সার্ভিস দিবস। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এই দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এবং দেশ গঠনে সরকারি কর্মচারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। সিভিল সার্ভিস দিবসে সকল সরকারি কর্মচারীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই দিবস উপলক্ষে আমি সেই সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের অভিবাদন

উটিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড একটি বাড়িতে

উটি, ২১ এপ্রিল ঃ তামিলনাড়ুর উটিতে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি বাড়িতে। শনিবার গভীর রাতে উটির আপার বাজার এলাকায় অবস্থিত একটি বাড়িতে আগুন লাগে। বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের কারণেই ওই বাড়িতে আগুন লাগে বলে মনে করা হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। আগুন লাগা মাত্রই দমকলে খবর দেওয়া হয়।কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছয় দমকলের কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের প্রায় দুই ঘন্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। ওই বাড়ির ভিতরে কয়েকটি সিলিন্ডার ছিল, সেগুলি ফাটলে আগুন আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারত। দমকল কর্মীরা জানিয়েছে, এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।

ক্রিপটো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের চ্যালেঞ্জকে সঠিকভাবে বোঝা প্রয়োজন

নয়াদিল্লি,২১এপ্রিলঃক্রিপ্টো কারেন্সিভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সঠিক অর্থে এখন আন্তর্জাতিক। আর এটা জরুরি নয় যে, যে দেশেই এটা লেনদেন হোক না কেন সেই দেশে এর সঞ্চালন বা নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে হচ্ছে। যদিও মুদ্রা লিস্টিং এবং ট্রেডিং এক্সচেঞ্জগুলি স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে এবং এর যাতে বেআইনী ব্যবহার না হয় তারজন্য নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোর করছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট চেনে ক্রিপ্টো টোকেন এবং এরসঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন লেনদেনের অপব্যবহার হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। কিছু টোকেন আরও বেশি গোপনীয়তা রক্ষা ও নাম না জানানোর সুবিধা দেয়। এই কারণে এই ধরনের টোকেন স্বাভাবিকভাবেই অপরাধীদের আকৃষ্ট করে। রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ২০ শতাংশ মারাত্মক অপরাধমূলক হামলা এখন ক্রিপ্টো কারেন্সির ফান্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত।সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের থেকে সংবেদনশীল সংবাদ গোপন করতে একটি গোপন নেটওয়ার্ক তৈরি করার প্রয়াস যা একসময় শুরু হয়েছিল সেগুলি এখন এক সম্পূর্ণ ডার্কনেটের রূপ নিয়েছে। এটা মোটামুটি অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি ওই গোপন নেটওয়ার্ককে দিয়ে দেয় যেখানে সাধারণ ব্রাউজারের মাধ্যমে পৌঁছোনো যায় না এবং এর সূচিকরণ সার্চ ইঞ্জিনের দ্বারা করা যায়না। এরজন্য বিভিন্ন প্রকারের ফোরাম, চ্যাটরুম, ফাইল এবং পিকচার হোস্টের মাধ্যমে সংযোগ করা হয়। এটা এমন একটি বাণিজ্যিক সুবিধার সৃষ্টি করে যাতে বেআইনী কাজকারবারের জন্য নতুন নতুন বাজার তৈরি হয়। ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের মাধ্যমে যোগসাজস থাকার পরিণামস্বরুপ এই সন্দেহজনক লেনদেন এক নতুন স্তরে পৌঁছে যায়। বিশাল পরিমাণে ক্রিপ্টো কারেন্সি চুরি বা ক্রিপ্টো কারেন্সির অর্থ দিয়ে অন্য কাজ করার প্রয়াসের জন্য সাইবার অপরাধীরা দ্রুততার সঙ্গে ডার্কওয়েবকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করে থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতে অপরাধের অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই ডার্কনেট সাম্রাজ্যে ওয়েবহোস্টিংপ্রদাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে, ক্ষেত্রিয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রাধিকরণগুলির মাধ্যমে কাজ করতে, আদালতের নির্দেশ পালন করতে এবং এর অনুশাসনগুলি সুনিশ্চিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির দূরীকরণের আদেশের মতো অবশ্য পালনীয় কর্তব্য করা হয়না। ইউএনওডিসি-র ডার্কনেটে আশঙ্কা সমীক্ষার রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী অবৈধ ডার্কনেট বাজারে সাইবার স্পেস এবং ক্রিপ্টো কারেন্সি ব্যবহার করা মোটামুটি আইনকানুন মেনে চলার রাস্তায় একটা বড় সংকট। এই রিপোর্ট অনুযায়ী টোর নেটওয়ার্কে বাজারের সংখ্যা ২০১১-র মাত্র ১-এর তুলনায় ২০১৯-এ ১১৮ হয়ে গেছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যের বৈচিত্র্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ালহল্লা, যা একটি ডার্কওয়েব বাজার, ২০১৫-র ৫০০০ থেকে বেড়ে ২০১৮-তে ১৩০০০ হয়ে গেছে। মাদকদ্রব্য (টোকেন, হেরোইন এবং ব্যথা কমানোর ওষুধ) আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ, হ্যাকিংয়ের উপকরণ এবং পরিষেবা এবং আরও অন্যান্য বস্তু বিক্রি হয় ওখানে। কয়েকটি অনলাইন বাজারে তো এমনকি ক্রেডিট কার্ডের তথ্য এবং নকল নথিপত্রও কেনাবেচা হয়। এরজন্য পছন্দের আর্থিক বিকল্প ক্রিপ্টো কারেন্সি ছাড়া আর কিছু নেই। এমনিতে বিট কয়েনই এখনও পর্যন্ত এদের জন্য প্রধান মুদ্রা কিন্তু আরও অধিক গোপনীয়তা এবং নাম গোপন রাখা সুনিশ্চিত করতে উপযোগী যেসব টোকেনের চলন আছে তা তার জনপ্রিয়তা এখন দ্রুত গতিতে বাড়ছে। কোভিডের প্রকোপ বাড়ার পর টোর ব্যবহারকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।প্রধান প্রধান ডার্কনেটে প্রায়শই ডেটাগুলিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে এনক্রিপ্ট করতে এবং আবার সমভাবাপন্ন নোডস-এর মধ্যে সেগুলিকে বিতরণ করবার বিকেন্দ্রীকৃত বিতরণবিধির ব্যবহার করা হয়। কেবল ইচ্ছুক ব্যবহারকারীই তা ব্যবহার করতে পারে তাকেই শুধুমাত্র দেওয়া গোপন চাবির মাধ্যমে। এদের মধ্যে যে এগিয়ে যেতে পারে সে একতরফা টানেলের ওপর নির্ভর করে যেকিনা কোনও গন্তব্যে ট্রাফিক পাঠানোর জন্য প্রকাশ করে এবং অগ্রসর হতে পারে বা ট্রাফিক স্বীকার করার জন্য ভেতরের দিকে আরও অগ্রসর হতে পারে। অন্যদিকে টোর ব্রাউজার টোর সার্কিট নামে নেটওয়ার্ক চালায় যেখানে ওয়েবসাইট ব্রাউজিংয়ের সময় ব্যবহারকারীদের নাম গোপন রাখা যায়। এই বিতরিত নেটওয়ার্ক রিলের মাধ্যমে ব্যবহারকারী ট্রাফিক পাঠায় যার ব্যবস্থা করে স্বেচ্ছাপরিসেবাদানকারীরা নিজেই যাদের টোর নেটওয়ার্ক নামেও জানা যায়। ডিস্ক ফরেন্সিক, মেমোরি ফরেন্সিক এবং নেটওয়ার্ক ফরেন্সিকে যখন ডার্কওয়েবের মনিটোরিংয়ে যুক্ত করা হয় তখন ওই সমস্ত কার্যকলাপকে নিষ্কাষণ, এমবেডেড অ্যান্টি ফরেন্সিক তত্বের খোঁজে টোর ব্রাউজারের রাস্তা জানতে সম্বন্ধিত ট্রাফিকে অবরোধ তৈরি করতে ফাইল সিস্টেমের ম্যাপিং করতে এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে যথেষ্ট উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলি এই সমস্যার মোকাবিলা করার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করছে। ক্রিপ্টো টোকেনের সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধমূলক তদন্ত এবং ওই সংক্রান্ত পরিচালন কাজগুলি ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। দেশীয় সবকটি সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা দেশের ভিতরের পাশাপাশি দেশের বাইরে আরও অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। ক্রিপ্টো কারেন্সির বাজারের পৃষ্ঠপোষকরা বিশেষ করে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি বেআইনী কাজ রুখতে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে। দায়িত্ববান অংশ স্বক্রিয়তার সঙ্গে আইনপ্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত। ব্লকচেনের বিশ্লেষণ এবং ক্রিপ্টো অনুসন্ধানের অনেক প্রকার পদ্ধতি তৈরি হচ্ছে। এই প্রয়াসে সহায়তা করার জন্য এখন বিশেষ উপকরণ ক্ষমতা এবং পরিষেবা তৈরি করা হয়েছে।সারা পৃথিবীর বেশ কিছু আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির মিলিত প্রয়াসে কিছু সাফল্য পাওয়া গেছে। বেশকিছু মামলায় একজন ব্যক্তি অথবা বাজারগুলিকে চিহ্নিত করতে তারা সক্ষম হয়েছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। ভৌগোলিক সীমার জন্য বাধা তৈরি হয়। কার অধিকার কতটুকু সেই সম্পর্কেও টানা-পোড়েন বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গোয়েন্দা তদন্ত আদান-প্রদানের জন্য অনুকূল নিয়ম না থাকায় যেকোন অনুসন্ধানই বেলাইন হতে পারে এবং আইনী সংস্থান না থাকায় অপরাধমূলক কাজকর্ম বন্ধ করা মুশকিল হয়ে পড়ে।সুসংগত পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্যের অভাব এখনও একটা সমস্যা। যা আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির জন্য বিপদের গন্ধ শোঁকার ক্ষমতা, প্রাথমিক কি কাজ সেটা নির্ধারিত করা এবং উপায় বের করার পথগুলি সীমিত করে দেয়। কারণ ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স (ওএসআইএনটি) ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি মেলাতে ডেটা বিশ্লেষণ বিশেষ উপকরণের উদ্ভাবন এবং বিশেষ কৌশলের ব্যবহার করতে আকচার ক্রিপ্টো এবং ডার্ক ওয়েবের সঙ্গে যুক্ত অপরাধের অনুসন্ধানের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। আইন প্রবর্তনকারী আধিকারিকদের নিজ নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে বিভিন্ন কৌশল শিখতে হবে, বিভিন্ন উপকরণ এবং উপায় সম্পর্কে অবগত হতে হবে এবং বেসরকারী ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত দক্ষতাকে ব্যবহার করতে হবে। এরসঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যগুলিকে বোঝাপড়ার মাধ্যমে যুক্ত করার ডার্কনেটে থাকা বিভিন্ন গতিবিধি প্রকাশ এবং এই নেটওয়ার্কের বিরোধী অভিযানে স্বক্রিয় রূপে সামিল হওয়ার উপায় ও পদ্ধতি খুঁজতে হবে। পরিষেবা, ক্রিপ্টো কারেন্সি তদন্ত এবং তথ্য একত্র করা বিশেষ রাজনৈতিক নীতিগত এবং পরিচালনা বোঝা সাফল্যের প্রধান উপায়। এমনই পরামর্শ দিয়েছে ইউএনওডিসি। এনএফটি, এআই এবং মেটাভার্সের এই যুগে ১৩ এবং ১৪-ই জুলাই রাজধানী সংলগ্ন অঞ্চলে অপরাধ এবং সুরক্ষা বিষয়ে আসন্ন জি-২০ সম্মলনে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে যাতে একটি সমাজ রূপে আমরা ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ডার্ক নেটের বর্তমান যুগে আইনকানুন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে কীভাবে সাফল্য পেতে পারি।

আরজেডি-তে যোগ দিলেন মেহবুব আলি কাসের, স্বাগত জানালেন তেজস্বী যাদব

পাটনা, ২১ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের আবহে রবিবার লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-তে যোগ দিলেন লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)-র প্রাক্তন নেতা এবং খাগারিয়ার সাংসদ মেহবুব আলি কাসের। রবিবার সকালে পাটনায় বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের উপস্থিতিতে আরজেডি-তে যোগ দিয়েছেন তিনি। নিজ দলে কাসের-কে স্বাগত জানিয়েছেন তেজস্বী যাদব।এদিকে, একটি জনসভায় লালু প্রসাদ যাদব সম্পর্কে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের মন্তব্যের বিষয়ে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব এদিন বলেছেন, আমি গতকালও এই কথা বলেছি, নীতীশ কুমারের প্রতি আমাদের সকলের শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি আমাদের পরিবারের জন্য যাই বলুন না কেন, আমরা তা আশীর্বাদ হিসাবে দেখি। কিন্তু এগুলি ব্যক্তিগত বিষয় এবং তাতে জনগণের উপকার হবে না, এখন পরিস্থিতি এমন যে ৪-৫ জন মানুষ তাকে (নীতীশ কুমার) হাইজ্যাক করেছে এবং যখন সময় আসবে এবং আমি একটি বই লিখব, আমি এই সমস্ত বিষয় ব্যাখ্যা করব।

কেন্দ্রীয় সরকার অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছেঃসৌরভ ভরদ্বাজ

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ কেজরিওয়ালের সুগার বাড়ুক এমনটাই চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি সরকার। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন আম আদমি পার্টির নেতা ও দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ। রবিবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সৌরভ ভরদ্বাজ বলেছেন, বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর সরকার চায় কেজরিওয়ালের রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যাক, তাঁকে ইনসুলিন যেন না দেওয়া হয়। বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার চায় সুগার বাড়ার কারণে তাঁর কিডনি, লিভার, হার্ট ও চোখ নষ্ট হয়ে মারা যাক।সৌরভ ভরদ্বাজ আরও বলেছেন, শুধু ভারতেই নয়, অনেক আন্তর্জাতিক মিডিয়াও দেখছে কীভাবে একটি কেন্দ্রীয় সরকার একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে পারে। গতকাল তিহার জেলের ডিজি এইমস-কে লিখেছিল, আমাদের একজন ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ দরকার, এটি বিজেপিকে উন্মোচিত করেছে, কারণ তাঁরা গতকাল পর্যন্ত বলছেন তাঁদের সব বিশেষজ্ঞ আছে, জেলে ইনসুলিন পাওয়া যায় এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল মিথ্যা কথা বলছেন। একজন সাধারণ ডাক্তার, আমি জানি না তিনি কারাগারে কীভাবে আছেন, তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে এই সমস্ত কারসাজি করা হচ্ছে এবং দিল্লির নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে ইনসুলিন দিতে অস্বীকার করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিবর্তিত অপরিশোধিত তেলের দাম

কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি রবিবার। এদিন সকালে ডব্লিউটিআই ক্রুড অয়েল বিক্রি হয়েছে ব্যারেল প্রতি ৮৩ দশমিক ১৪ ডলারে। বেন্ট ক্রুড অয়েল ব্যারেল প্রতি ৮৭ দশমিক ২৯ ডলারে লেনদেন হয়েছে।রবিবার দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৭.৬২ টাকা। মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা এবং ডিজেল ৯২.১৫ টাকা প্রতি লিটার। কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০৩.৯৪ টাকা এবং ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা প্রতি লিটার। চেন্নাইতে পেট্রোলের দাম ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.৩৪ টাকা।

পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তিতে পরিনত হয়েছে

নয়াদিল্লি,২১এপ্রিল ঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স(এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও

ভারত বিশ্বের প্রাচীনতম জীবন্ত সভ্যতাই নয়, মানবতার নিরাপদ আশ্রয়স্থলওঃপ্রধানমন্ত্রী

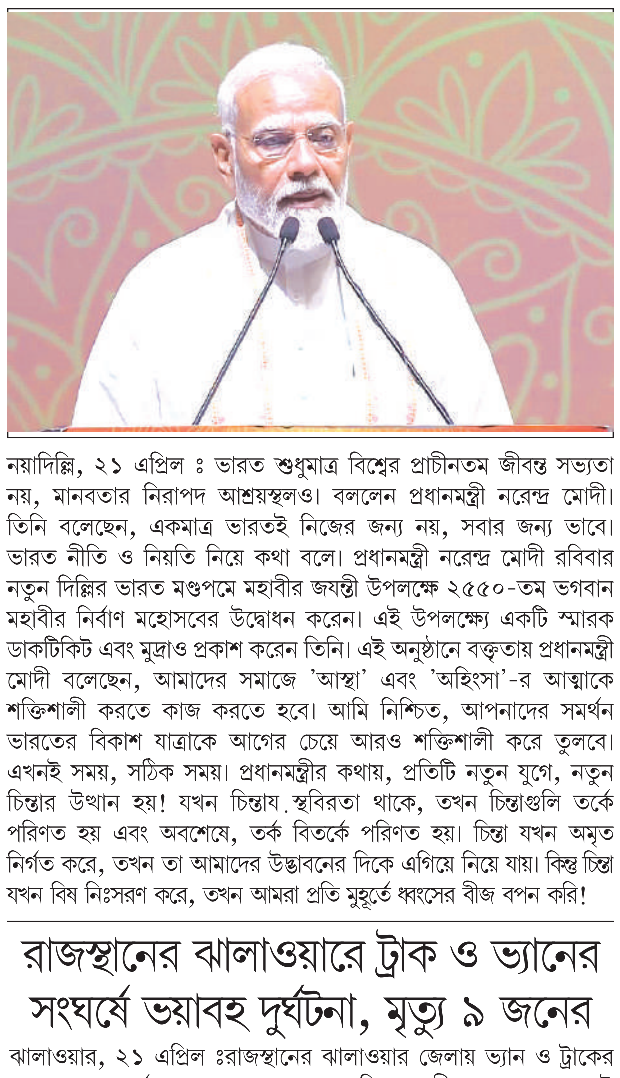

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ ভারত শুধুমাত্র বিশ্বের প্রাচীনতম জীবন্ত সভ্যতা নয়, মানবতার নিরাপদ আশ্রয়স্থলও। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, একমাত্র ভারতই নিজের জন্য নয়, সবার জন্য ভাবে। ভারত নীতি ও নিয়তি নিয়ে কথা বলে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে ২৫৫০-তম ভগবান মহাবীর নির্বাণ মহোসবের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মারক ডাকটিকিট এবং মুদ্রাও প্রকাশ করেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমাদের সমাজে 'আস্থা' এবং 'অহিংসা'-র আত্মাকে শক্তিশালী করতে কাজ করতে হবে। আমি নিশ্চিত, আপনাদের সমর্থন ভারতের বিকাশ যাত্রাকে আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। এখনই সময়, সঠিক সময়। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, প্রতিটি নতুন যুগে, নতুন চিন্তার উত্থান হয়! যখন চিন্তায় স্থবিরতা থাকে, তখন চিন্তাগুলি তর্কে পরিণত হয় এবং অবশেষে, তর্ক বিতর্কে পরিণত হয়। চিন্তা যখন অমৃত নির্গত করে, তখন তা আমাদের উদ্ভাবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু চিন্তা যখন বিষ নিঃসরণ করে, তখন আমরা প্রতি মুহূর্তে ধ্বংসের বীজ বপন করি!

রাজস্থানের ঝালাওয়ারে ট্রাক ও ভ্যানের সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত্যু ৯ জনের

ঝালাওয়ার, ২১ এপ্রিল ঃরাজস্থানের ঝালাওয়ার জেলায় ভ্যান ও ট্রাকের জোরালো সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৯ জন। শনিবার গভীর রাতে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ঝালাওয়ার জেলার আকলেরা থানার অধীনে পাঞ্চলায়, ৫২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর। ভ্যানে চেপে বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন সবাই, সেই সময় একটি ট্রাক ওই ভ্যানে ধাক্কা মারলে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের।আকলেরা থানার ইনচার্জ সন্দীপ বিশ্নোই জানিয়েছেন, নিহতরা দুঙ্গার গ্রামের বাগরি সম্প্রদায়ের এবং শনিবার মধ্যপ্রদেশে এক আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। সেই বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ঝালাওয়ার পুলিশ সুপার রিচা তোমার বলেছেন, ঘাতক ট্রাকের চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অযোধ্যা জংশনের কাছে লাইনচ্যুত মালগাড়ির একাধিক বগি, প্রভাবিত রেল পরিষেবা

অযোধ্যা, ২১ এপ্রিল ঃ উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা জংশন রেল স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল মালগাড়ির একাধিক বগি। শনিবার সন্ধ্যায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, মালগাড়ির একাধিক বগি লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেললাইন। রবিবার সকালেও রেললাইন মেরামত করতে

বিশ্ব মানের কবি লেখক সনেট শিল্পী উমাকিরণ শংকর ইতালিতে যাবার যোগ্য হয়েও তারপর...

নিজস্ব সংবাদদাতা,২১এপ্রিল ঃ এক একটা জীবনী আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য লাগে। বলা ভালো মহাপুরুষের মতো। অবস্থা সম্পন্ন পরিবারে জন্মেও পারিবারিক নানা কারণে সমস্যায় বিপন্ন হয় আজকের বিখ্যাত কবি উপন্যাসিক উমাকিরণ শংকরের জীবন। এগারো মাস বয়সে পিতৃহারা, তারপর মা তাঁর এক বছরের শিশুপুত্রকে নিয়ে লোকের বাড়িতে কাজে নিযুক্ত হন জীবন বাঁচানোর জন্য। শিশুর বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন মা তাকে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় কিনে দিয়েছিলেন পাঁচ আনা পয়সা দিয়ে। সেই পাঁচ আনা সেই অসহায় মা আয় করেছিলেন লোকের বাড়িতে কাঁথা কেচে। এরপর সেই মা দুরারোগ্য রোগে মারা যান সাড়ে পাঁচ বছরের শিশুপুত্রকে ফেলে। তারপর অনাথ শিশুটি লোকের বাড়িতে বারমেসে হয়ে কাজ করতো। এইভাবে জীবন শুরু। ছেলেটির বয়স যখন মাত্র সাত বছরের মতো, তখন একবার গোয়াল থেকে গরু বের করতে দেরি হবার জন্য মালিক রাগে ভাঙা ইটের টুকরো ছুঁড়ে দেয় শিশুটির দিকে। শিশুটি আচমকা মাথা সরাতে তখন সেই ইট ধাক্কা দেয় পিছনের দরজায়। ছোঁড়া ইটের গতি এত দ্রুত ছিল যে সেই দরজা ফেটে গিয়েছিল সামান্য। তাহলে সেটা শিশুটির মাথায় লাগলে আজকের এই উমাকিরণ শংকরকে পেতাম না। কী হতো ভাবুন সেই দৃশ্যটা। মালিক রাগে শিশুর বই নিয়ে গোবর জমা গর্তে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তবুও এইভাবে বড় হয়ে ওঠা। নানা লোকের দেওয়া ছেঁড়া পোষাক পরে স্কুল কলেজে পড়াশুনা করতে হয়েছে। পরে দুধ ও খবরের কাগজ পায়ে হেঁটে বাড়ি-বাড়ি বিক্রি করে অর্থ আয় করে পড়াশুনা ও পেট চালানো। পলিটেকনিকে ভর্তি হয়েও কাকার মৃত্যুর পরে মানসিক বিপন্নতায় পড়াশুনা বন্ধ করেন। ফুটবল খেলোয়াড় হবার স্বপ্ন নিয়ে দুরন্ত খেলতেন। ছাত্র জীবনে কলকাতার আই-এফ-এ থার্ড ডিভিশন ও দক্ষিন চব্বিশ পরগনার বারুইপুর এসোসিয়েশনে ফার্স্ট ডিভিশনে খেলতেন। পারিবারিক বিপন্নতায় সেই স্বপ্ন পূর্ণ রূপ পায়নি। তবে খেলোয়াড় হবার স্বপ্ন পূর্ণতা পেল লেখায়। তারপর বিভিন্ন কাজ ও বিপন্নতা অতিক্রম করে হলেন লেখক। একজন গীতিকার, কবি, সনেট লেখক, উপন্যাসিক। এই অবধি বাংলা ও হিন্দিতে চৌদ্দটি গান বেরিয়েছে। দুটি ভাষাতে সঙ্গীত লেখেন। অনেকগুলি গ্রন্থ বেরিয়েছে। বিস্ময়কর হাতের কাজ প্রথম প্রকাশ পেলো তৃতীয় পান্ডব কাব্যগ্রন্থ থেকে। কলকাতা বইমেলা উপলক্ষে এটি গ্রন্থরশ্মি প্রকাশনী থেকে বেরোয় ২০০৫ সালে। বিরাশি পৃষ্ঠা। পরেপরে অক্ষরবৃত্ত ৩৬ মাত্রার ৫৬টি সনেট। চৌষট্টি পৃষ্ঠা। সমীক্ষা প্রকাশন থেকে। এটি দুর্গাপূজা ২০১২, অক্টোবর মাসে বেরোয়। উপন্যাস জল তরঙ্গ, প্রথম খন্ড, নভেম্বর ২০১৪ সালে সমীক্ষা প্রকাশন থেকে। একশত সাত পৃষ্ঠা। সম্ভবত পৃথিবীতে বাংলাদেশ নিয়ে প্রথম একক কাব্যগ্রন্থ আটাত্তর পৃষ্ঠা বই সোনার বাংলা, ২০১৮ সালে বেরোয় Book Bengal Publisher থেকে। প্রথমের কয়েকটি বই উমা শংকর নামে বেরুলেও পরে উমাকিরণ শংকর নামে বইগুলি বেরুতে থাকে। আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে ও নতুন বইগুলি পরপর প্রকাশিত হচ্ছে। একবছর হল, বুক বেঙ্গল পাবলিশার থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে প্রকাশকের চাহিদা মত একটি উপন্যাস লিখছেন। সাধক-সাধিকাদের নিয়ে একটি দুরন্ত প্রেমের উপন্যাস, মর্মস্পর্শী প্রেম সহ জটিল জীবন বোধের উপন্যাস। উমাকিরণ শংকর সনেটে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন, সেই কাহিনী অনেক বড়। ইতালিতে সনেট এর আবিষ্কার হয়েছিল প্রায় আটশত বছর আগে। চৌদ্দ লাইনের চৌদ্দ মাত্রার পংক্তি মানে কিন্তু সনেট নয়। সনেটে চৌদ্দ পংক্তি অনিবার্য ঠিকই, এবং প্রতি পংক্তিতে সম মাত্রার অক্ষর থাকবে বা চাপ (Stress) থাকবে, কিন্তু সেটা সনেটে প্রাথমিক শর্ত। সনেটের মূল সত্য আরো অনেক নিয়মে ধরা। এটা অনেকে জানেন না। উমাকিরণ শংকরের সনেট বিশ্বের সেরা সনেটের দলে পড়ে বলে সমালোচকদের মতামত। আরো অনেক সনেট লিখেছেন। বুক বেঙ্গল পাবলিশার সহ কোনো-কোনো প্রকাশনী নতুন করে এই কবির সাথে চুক্তি করতে চাইছেন আগের প্রকাশিত বই ও নতুন লেখা বইগুলি নিয়ে। এবং, এই কবির সনেটগুচ্ছ ইতালিতে পেলে আজকে উনি ইতালির নাগরিক হতেন হয় তো। নানা রকম পরিস্থিতির বিপন্নতা তাঁর অনেক সফলতাকে পিছিয়ে দিয়েছে। আমেরিকায় লাইভ শো হয়েছিল একটি গান, সেতু বন্ধন লাইভ শো-তে, ২০২১ সালে। সেটি প্রশংসিত হয়। সুর ও কন্ঠ তন্ময় চ্যাটার্জি। আমরা বুঝতে পারছি, উমাকিরণ শংকরের সনেট সমগ্র বেরুচ্ছে, যেটি বিশ্বের গবেষণায় আসতে চলেছে। নানা চাপ ও অসহায় সৃষ্টিকারি লোকেরা তাঁকে এমন অবস্থায় বছর-বছর ফেলেছিল যে ২০২০ ও ২০২১ সালে প্রায় সময় রাস্তায় সরকারি ৫ টাকার ডিম ভাত খেতেন। বাংলাদেশ এর উপরে কবিতার বই সোনার বাংলা আনন্দ পাবলিশর্স প্রাইভেট লিমিটেড এর অনেক পত্রিকার মধ্যে একটি পত্রিকা বইয়ের দেশ পত্রিকাতে খুব প্রশংসিত হয়েছিল। যদিওবা সেই সমালোচনা কবিকে এত গভীরে রোমাঞ্চিত করে যে সেই বইকে তিনি ২য় মূদ্রনে পরিমার্জিত ও অনেক অদলবদল করে নতুন আকার দিচ্ছেন। যেটা আরো বহুগুণ চমৎপ্রদ হচ্ছে। এই লেখকের দিকে সরকারি দৃষ্টি প্রার্থণা করি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২২এপ্রিল মার্ট ঃ সোমবার, ৯ বৈশাখ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২২এপ্রিল ঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৯ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ ২২এপ্রিল মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৯ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি রবিবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। এমন জিনিস কেনার পক্ষে আদর্শ দিন যার দাম বাড়বে। পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি শান্তিপূর্ণ এবং নির্ঝঞ্ঝাট দিন উপভোগ করুন-যদি মানুষেরা সমস্যা নিয়ে ।

বৃষভ রাশিঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা

মিথুন রাশিঃযেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে-কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। আজকে আপনার কোনো কাছের লোকের সাথে ।

কর্কট রাশিঃআপনার স্বাস্থ্যের পুনরায় উন্নতির জন্য সেরা দিন। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেদিকে আপনার নজর রাখা

সিংহরাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। শুভদিন ।

কন্যারাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি।

তুলারাশিঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন।।

বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে

ধনু রাশিঃ আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে

মকর রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করবে।

কুম্ভ রাশিঃস্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা সবচেয়ে

মীন রাশিঃআজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে

রচনার ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ চুঁচুড়ায়, নির্বাচন কমিশনে যাচ্ছে তৃণমূল

চুঁচুড়া, ২১ এপ্রিল ঃ তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্লেক্স ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ তুলল তৃণমূল। অভিযোগ জানানো হয়েছে পুলিশের কাছে। চুঁচুড়া মনসাতলা বিদ্যাসাগর পার্ক লাগোয়া এলাকায় হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনার সমর্থনে বেশ কিছু পোস্টার দেওয়া হয়েছিল দেওয়ালে। শনিবার রাতে সেই সব পোস্টার, ফ্লেক্স ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। রবিবার সকালে খবর পেয়ে দলীয় কর্মীদের নিয়ে ওই এলাকায় যান চুঁচুড়ার প্রাক্তন পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।'' গৌরীকান্ত বলেন, ''আমরা পুলিশকে জানিয়েছি। এ সব বিজেপির কাজ এবং পুরোনো খেলা। আর এ সব এখন আর চলে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনেও জানিয়েছি। তারা তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক।''

দাবদাহের মধ্যেই রবিবাসরীয় প্রচারে বেলুড়ে জনসংযোগ সারেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, বেলুড়, ২১ এপ্রিলঃ রবিবার সকালে তীব্র দাবদাহের মধ্যেই রবিবাসরীয় প্রচারে জনসংযোগ সারেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বেলুড়ের বাঙাল কলোনিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ সারেন তৃণমূল কংগ্রেসের হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন বালির বিধায়ক ডা রাণা চ্যাটার্জী, প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্টু বণিক-সহ কলোনির মানুষজন। প্রার্থীকে পেয়ে ফুল ছড়িয়ে মালা পরিয়ে স্বাগত জানান বাসিন্দারা। কখনো পায়ে হেঁটে কখনো হুড খোলা জিপে প্রচার করেন প্রসূন। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তীব্র দাবদাহ চলছে। তার মধ্যেই প্রচারে চলছে। শরীর ফিট রাখতে খাবার খাচ্ছি খুবই কম পরিমাণে। এই গরমে প্রচুর পরিমাণে জলপান করতে হচ্ছে। প্রচারে বেরিয়ে দেখতে পাচ্ছি মানুষের উৎসাহ সর্বত্র। মানুষের ভালো সাড়া পাচ্ছি। আমাদের দল একটা পরিবারের মতো। মোদী যাই দাবি করুন আমার ধারণা বাংলা থেকে আমরা ৩৮টা সিট পাব। যে যাই বলুক ৪২টা আসনের মধ্যে ৩৮টা আসন আমারই পাব। এখন আমাদের একটাই স্লোগান 'বিজেপি গো ব্যাক'। আমরা বাংলাকে নষ্ট করতে দেবনা। এমন অবস্থাও হতে পারে ওনার (মোদীর) প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্নপূরণ হবেনা।

হাওড়ার ধূলাগোড়ে সিপিএম কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ

উত্তেজনা নামলো পুলিশ ওর‌্যাফ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ এপ্রিলঃ হাওড়ার ধূলাগোড়ে সিপিএম কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ, উত্তেজনা। নামলো পুলিশ ও র‌্যাফ। হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের সাঁকরাইল বিধানসভার ধূলাগোড়ে উত্তরপাড়ায় সিপিএম কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। রবিবার ওই এলাকায় প্রচার সেরে সিপিএম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় শিবপুরে যখন অন্য কর্মসূচিতে চলে এসেছিলেন সেই সময় ওই হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান সিপিএম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমাদের কর্মীদের উপর হামলা হলে আমরাও এর শেষ দেখে ছাড়ব। দলের কর্মীরা আমাদের সম্পদ। কেন আমরা গণতান্ত্রিকভাবে প্রচার করতে পারব না ? এই অঞ্চলের ১১টি বুথ অতি স্পর্শকাতর। এখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করাতে হবে। প্রয়োজনে আমরা হাইকোর্টে যাব। আমরা এখন নির্বাচন কমিশনের আওতায় আছি। যারা মেরেছেন জানা নেই। যারা মেরেছেন তাঁদের চিহ্নিত করা গেলে বা না গেলেও ঘটনা ঘটেছে। তৃণমূল কংগ্রেস যদি মনে করে এইভাবে তারা চালিয়ে যাবে তাহলে মনে রাখতে হবে আগামী দিনের নির্বাচন এখান থেকে তারা শূন্য হয়ে যাবে। তৃণমূলের সকলকে কথা বলতে দিতে হবে। এদিন যা ঘটনা ঘটল নির্বাচন কমিশন যদি এখানকার ১১টা বুথকে অতি স্পর্শকাতর বুথ হিসেবে ঘোষণা না করে তাহলে আমরা দরকার হলে আবার হাইকোর্টে যাব। এর পাশাপাশি এই ১১টি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখা এবং এলাকার মানুষের কনফিডেন্স বাড়ানোর প্রয়োজন। এখানে রাস্তায় ফেলে মারছে। আমার এখানে এসেছে কর্মসূচি শেষ করে শিবপুরে অন্য কর্মসূচিতে গিয়েছিলাম। এই শুনে এখানে চলে এসেছি। এখানে শান্তিপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১১ বছর ভোট দিতে পারেন নি এলাকার বাসিন্দারা। নির্বাচনের আগে বাজার গরম করা সিপিআইএমের কাজ নয়। যদি আমাদের একটি কর্মীর গায়ে একটা আঁচড় লাগে তাহলে ছেড়ে কথা বলব না।

আমরা কোনও প্ররোচনায় পা দেব না। আমাদের আমাদের কাজ প্রতিটি প্রচারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই কাজ সফলভাবে হচ্ছে বলে যারা ভীত তারা মারধরের পথ বেছে নিয়েছে। আমরা যত এগোব ওরা ততো ভীত হবে। এদিকে, উত্তেজনা থাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী ও র‌্যাফ মোতায়েন করা হয়েছে এলাকায়।

কলকাতায় বহুতল থেকে পড়ে ছাত্রীর রহস্য মৃত্যু

কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ পিকনিক গার্ডেনের একটি বহুতল থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল তামান্না হিরাওয়াত নামে এক ১৯ বছরের ছাত্রীর। রবিবার ভোরবেলা এই ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ঠিক কী কারণে মেয়েটি পড়ে গেল তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। শোনা যাচ্ছে, আত্মহত্যার কথাও। কেউ কেউ বলছেন পড়ে যায়নি তামান্না, ঝাঁপ দিয়েছে। এর পিছনে পারিবারিক, ব্যক্তিগত নাকি সম্পর্ক জনিত কোনও সমস্যা তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। যদিও এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা যায়নি। মেয়েকে হারিয়ে শোকের ছায়া গোটা পরিবারে।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে পার্স বিলির অভিযোগ বিজেপির, অস্বীকার শাসকদলের

হুগলি, ২১ এপ্রিলঃ হুগলিতে মহিলা ভোটারদের প্রভাবিত করতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে পার্স বিলির অভিযোগ আনলো বিজেপি। রবিবার বিকেলে হুগলি জেলার বিজেপি দফতরে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই অভিযোগ করেন হুগলি লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জি। তিনি অভিযোগ করেন যে, সিঙ্গুর এবং হরিপালে নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস টাকার খেলা শুরু করেছে। লকেট বলেন যে, তৃণমূল কংগ্রেস বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলা ভোটারদের মধ্যে পার্স বিলি করছে। পার্সে যেকোনো কিছুই থাকতে পারে। লকেট এও বলেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস মহিলা ভোটারদের প্রভাবিত করতে দেওয়াল লিখনে পর্যন্ত লক্ষ্মীর ভান্ডারে দেওয়া হাজার টাকার উল্লেখ করছে। এটি আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন হচ্ছে বলেও অভিযোগ লকেটের। এছাড়াও নির্বাচনী আবহে তৃণমূল কংগ্রেস মহিলাদের মধ্যে যে পার্স বিতরণ করছে তাও আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে বলে বক্তব্য তাঁর। তিনি বলেন, এর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগও জানিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। প্রয়োজনে তিনি বিষয়টি দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন বলেও জানান। যদিও এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে টিএমসির হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরিন্দম গুইন বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন।

আমি বিজেপিকে হারাতে আসিনি মানুষ যাকে চাইবেন তার পাশে থাকবেন ঃ রচনা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২১ এপ্রিল ঃ মানুষের মন জয়ে এসেছেন হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে হারাতে হারাতে আসেননি তিনি। রবিবার পাণ্ডুয়ায় প্রচারে বেরিয়ে এমনই বললেন তারকা প্রার্থী। এ দিন, রবিবাসরীয় প্রচারে বের হন হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। পান্ডুয়ার বিভিন্ন গ্রামে শোভাযাত্রা সহকারে ভোট প্রচার করেন। ধামসা মাদল আদিবাসী রমনীদের নাচ আর ব্যান্ড পার্টি ছিল রচনার প্রচারে। তীব্র দাবদাহে জামনা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে চলে প্রচার। তবে রাস্তায় মানুষের উপস্থিত ছিল উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। তৃণমূল প্রার্থীর যদিও উৎসাহে কোনও খামতি ছিল না। রচনা বলেন,গরমে গরম হবে। শীতকালে ঠান্ডা হবে। মেনে নিতে হবে। এই গরমে মানুষের দাঁড়িয়ে থাকাটা অভাবনীয়। প্রচারে ভাল সারা পাচ্ছি। অপরদিকে, বিজেপির জেতা আসন হুগলি বিজেপিকে হারাতে পারবেন? এ প্রশ্নে রচনা বলেন, ''আমি বিজেপিকে হারাতে আসিনি। মানুষ যাকে চাইবেন তার পাশে থাকবেন।

রামনবমী শোভাযাত্রায় নজরদারি ড্রোনে

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২১ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের মাঝেই রামনবমী উদযাপন ঘিরে আগেই বাড়তি সতর্কতা নিয়েছিল প্রশাসন। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় কোনরকম অস্ত্র নিয়ে মিছিল করা যাবে না। আর তাই এদিন সন্ধ্যা থেকেই বিশেষ পুলিশি নিরাপত্তা চোখে পড়ে কমিশনারেট এলাকার যে সমস্ত জায়গায় রামনবমীর মিছিল বের হওয়ার কথা রয়েছে সেই এলাকাগুলিতে। শুধু তাই নয় পুলিশের পাশাপাশি ড্রোনের মাধ্যমেও চালানো হয় কড়া নজরদারি। যাতে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে নির্বাচন পর্বের মাঝে তাই আরো বাড়তি সতর্ক প্রশাসন বলেই মনে করা হচ্ছে। বারাকপুরের প্রতিটি থানা এলাকায় সিসি ক্যামেরার পাশাপাশি শোভাযাত্রায় নজরদারিতে ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে মিছিল যাওয়ার কথা সেই জায়গাগুলিতেও অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে নজরদারিতে ব্যবহার করা হয় এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও। রবিবার সন্ধ্যায় যুগবেড়িয়া মুড়াগাছা রোড সামনে থেকে সাজিরহাট পর্যন্ত বের হওয়া হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ব্যারাকপুর খন্ডের রামনবমীর শোভাযাত্রায় ব্যপক সমাগম।ছিলেন দমদম কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী শীল ভদ্র দত্ত । মতুয়ার ডাঙ্কা কাশি সহ ঢাক ঢোলের মধ্যে শোভাযাত্রা ঘিরে ব্যপক পুলিশি নজরদারি। ছিলেন ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি, থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য সহ থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা। কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই এদিনের এই রামনবমীর মিছিল শেষ হয়। জেলার অন্যান্য প্রান্তেও শোভাযাত্রা ঘিরে বাড়তি নজরদারি চোখে পড়ছে।

যুবযোদ্ধার সূচনা করলেন অরূপ রায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা তুলে ধরতে লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে মধ্য হাওড়ায় দলের নতুন কর্মসূচি যুবযোদ্ধার সূচনা করলেন অরূপ রায়। মধ্য হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে বুথে বুথে যুবযোদ্ধা নামক এক বিশেষ কর্মসূচির সূচনা করা হয় রবিবার সকালে। নেতাজী সুভাষ রোডের মধ্য হাওড়া নির্বাচনী কার্যালয়ে এই কর্মসূচির সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা হাওড়া জেলা নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান অরূপ রায়। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডা. সুজয় চক্রবর্তী, শ্যামল মিত্র, সমর মুখোপাধ্যায়, সুশোভন চট্টোপাধ্যায়, কৈলাশ মিশ্র, সুধীন চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্না মুখোপাধ্যায়, অভিষেক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মধ্য হাওড়া থেকেই যুবযোদ্ধা কর্মসূচির সূচনা হয়। আগামী ২৪ দিন ধরে যুব কর্মীরা মধ্য হাওড়ায় প্রত্যেক মানুষের বাড়ি পৌঁছে দলের বার্তা তুলে ধরবেন। এই কর্মসূচি সম্পর্কে মধ্য হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক চট্টোপাধ্যায় বলেন,

কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনা, ১ এপ্রিল থেকে ১০৮টি নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি, মণিপুর, হাতরস, উন্নাও সহ ভারতের একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে মহিলাদের উপর নির্যাতন, বিজেপিশাসিত রাজ্যে একাধিক ডিটেনসন ক্যাম্প সহ বিভিন্ন বিষয় আমরা লিফলেটে তুলে ধরেছি। এই লিফলেটগুলো প্রতিটি বাড়িতে আমাদের যুব কর্মীরা পৌঁছে দেবেন। এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্মীভান্ডার সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন। স্বাস্থ্যসাথীতে বিনা পয়সায় চিকিৎসা হচ্ছে। রাজ্য সরকার সুলভ মূল্যে ওষুধের দোকান তৈরি করেছে। এছাড়াও একাধিক প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা রাজ্যবাসী পাচ্ছেন।

প্রতি বছর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ কি

দুরন্ত বার্তা, সাগর দ্বীপ, ২১ এপ্রিল ঃ গত কয়েক বছরের মতই এবছরও গ্রীষ্মের শুরু থেকেই রাজ্যে শুরু হয়ে গেছে তাপপ্রবাহ। প্রতিবছরই দেখা যাচ্ছে দৈনিক তাপমাত্রার নতুন নতুন রেকর্ড তৈরী হচ্ছে। কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি? কি বা এর প্রতিকার? শৈশব থেকেই আমরা শুনে আসছি যে, অরণ্য হ্রাস, বৃক্ষছেদন ইত্যাদিই পরিবেশের উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বৃষ্টিপাত হ্রাসের মূল কারণ। কিন্তু কিভাবে উদ্ভিদের দ্বারা পরিবেশের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়, তা বিস্তারিত ভাবে কোথাও সর্বসাধারণকে শেখানো হয় না বা মাধ্যমিকের পাঠক্রমে রাখাও হয় নি। আর এই মূল কারণ অজ্ঞাত থাকলে কিন্তু অরণ্য রক্ষা বা বৃক্ষরোপনের প্রতি মানুষের উৎসাহ বৃদ্ধি করা মুশকিল। তাই আসুন একটু জানতে চেষ্টা করি।শুরুতেই জানতে হবে, এই উত্তাপের উৎস কি? আমাদের প্রিয় বাসভূমি পৃথিবীর বায়ুমন্ডল ও ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিদিনের উত্তপ্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তাপের মূল উৎস কিন্তু সৌরতাপ। তবে সূর্য থেকে আগত তাপ-তরঙ্গের পুরোটাই কিন্তু বায়ুমন্ডলকে উত্তপ্ত করে না। পৃথিবীতে আগত সূর্যরশ্মির প্রায় ৩৪ মেঘপুঞ্জ, ধুলিকণা দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়। এই ফিরতি রশ্মি পৃথিবী ও তার বায়ুমণ্ডলকে সরাসরি উত্তপ্ত করে না। সূর্য থেকে পৃথিবীতে যে তাপশক্তি এসে পৌঁছায় তার শতকরা ১৯ ভাগ বায়ুমণ্ডল প্রত্যক্ষভাবে শোষণ করে নেয় এবং শতকরা ৪৭ ভাগ ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায় । অর্থাৎ সূর্য থেকে পৃথিবীতে আগত তাপশক্তির শতকরা মোট ৬৬ ভাগ তাপশক্তি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে তোলে । একে কার্যকরী সৌর বিকিরণ (Effective Solar Radiation) বলে। অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ শতকরা ৩৪ ভাগ তাপশক্তির ২৫ ভাগ মেঘপুঞ্জ থেকে, ৭ ভাগ বায়ুমণ্ডল থেকে এবং ২ ভাগ ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গরূপে আবার মহাশূন্যে ফিরে যায়। সেই কারণেই ঐ ৩৪ ভাগ সূর্যশক্তি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করতে পারে না। পৃথিবী থেকে সূর্যরশ্মির প্রত্যাবর্তনের এই প্রাকৃতিক ঘটনাকে অ্যালবেডো বলে। অর্থাৎ পৃথিবীর গড় অ্যালবেডো হল ৩৪ । এখন এই ৬৬ তাপ যা পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে তার মোকাবিলার একমাত্র উপায় হল জল। জলের বাস্পীভবনে ঐ তাপকে খরচ করতে পারলেই ঐ তাপ বাস্পের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে উর্ধ্বাকাশে পৌঁছাবে এবং সেখানে শীতল বাতাসের সংস্পর্শে পৌঁছে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত রূপে আবার মাটিতে নেমে আসবে। অর্থাৎ জলের অনুগুলিই এক্ষেত্রে তাপের বাহক হিসাবে ঐ তাপকে বহন করে উপরের শীতল স্তরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে। অভিকর্ষের বিরুদ্ধে বাস্পীয় কনাগুলির এই উর্ধ্বাগমনের জন্য অভিকর্ষের বিপক্ষে যে কার্য সম্পাদন করতে হয়, সেই কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিও ঐ তাপ শক্তি থেকে রূপান্তরিত শক্তির মাধ্যমে সরবরাহ হয়। এই ঘটনা চক্রাকারে চলতে থাকে যুগ যুগ ধরে এবং এ ধরাধামও জীবের বসবাসের উপযুক্ত থাকে।অতএব, স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে সৌরতাপকে প্রতিহত করতে হলে নিয়মিত হারে জলের বাস্পীভবনের প্রয়োজন। আবার জলকে সরাসরি সৌরতাপের দ্বারা বাস্পীভূত হতে হলে তা ভূ-পৃষ্ঠের উপরের স্তরে অবস্থান করা বাঞ্ছনীয়। কারণ ভূ-গর্ভের বা ভূ-অভ্যন্তরের জলের উপর সাধারনত এই তাপের তেমন প্রভাব পড়ে না। এবং এই কারণেই শীতকালে নলকূলের জল গরম ও গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা থাকে। এখন বৃষ্টির জল ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হওয়ার পর তার কিছু অংশ নদী, নালা, পুকুরে জমা হলেও অধিকাংশ অংশই মাটিতে শোষিত হতে হতে কালক্রমে ভূ-গর্ভে পৌঁছে যায়। সেই জল ভূ-ত্বকের উপরি স্তরে অবস্থান না করার ফলে সরাসরি সৌরতাপ বা ভূ-পৃষ্ঠ দ্বারা শোষিত তাপের দ্বারা বাস্পীভূত হতে পারে না। একমাত্র উদ্ভিদের উপস্থিতিই ঐ বৃষ্টিপাত ঘটিত জলকে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে উপর দিকে টেনে রেখে উপরের মাটিকে সিক্ত রাখতে সাহায্য করতে পারে। যার ফলে বৃষ্টির জলের পাতাল গমন রোধ হতে পারে।কিন্তু কিভাবে উদ্ভিদ এই কাজে সফল হয়? এই কাজে উদ্ভিদের প্রধান অস্ত্র হল বাস্পমোচন। উদ্ভিদ তার শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী পরিচালনার জন্য মূলরোমের মাধ্যমে দিবারাত্র মাটি থেকে জল শোষণ করে। আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল শরীর থেকে বাস্পাকারে বেরও করে দেয়। যা আর কোনো জীবের দ্বারা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, বাস্পমোচন হল উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাজম নিয়ন্ত্রিত এমন এক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উদ্ভিদ তার মূল দ্বারা শোষিত জলের অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত অংশ লেন্টিসেল, কিউটিকল, পত্ররন্ধ্র ইত্যাদি বায়বীয় অংশের মাধ্যমে দেহ থেকে বাস্পের আকারে বের করে দেয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, উদ্ভিদ এই অতিরিক্ত জল শোষণই বা করে কেন আবার বাস্পমোচনই বা করে কেন? এতে তার নিজের কি লাভ? উদ্ভিদ কিন্তু শুধু জলের প্রয়োজনেই জল শোষন করে এমন নয়। বায়বীয় উপাদান ছাড়া তার পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সে একমাত্র এই জলীয় দ্রবন থেকেই সংগ্রহ করে। উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় এই খনিজ লবন গুলি জলে খুবই অল্প পরিমানে থাকায়, নিজের প্রয়োজন মেটাতে প্রতিটি উদ্ভিদকেই (তার ইচ্ছা না থাকলেও) অনেক বেশি জল শোষণ করতে হয়। মূলরোম দ্বারা শোষিত জলের প্রায় ৯৭ থেকে ৯৯ ভাগই তার নিজের কাজে লাগে না। সেই জল থেকে শুধু প্রয়োজনীয় পুষ্টি-উপাদান টুকু সংগ্রহ করার পর সেই জলকে সে দেহ থেকে বের করে দেয়, নিজ শরীরকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে। ফলে দিবারাত্র এই বাস্পমোচনের জন্য পত্ররন্ধে আগত জলকনা পরিবেশ থেকে লীনতাপ সংগ্রহ করে বাস্পীভূত হয় এবং পরিবেশের তাপ খরচ হয়ে যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সাধারণ একটি পরিনত ফলযোগ্য আম গাছ, তার আকৃতি অনুযায়ী ৩৫০ লিটার থেকে ৭৫০ লিটার পর্যন্ত জল প্রতিদিন বাস্পীভুত করে।

গড়ে হিসাবে ধরে নেওয়া যায় যে, প্রতিটি আম গাছ প্রতিদিন এক ট্যাঙ্ক (৫০০ লিটার) জল বাস্পমোচন করে। আবার প্রতি গ্রাম জলকে বাস্পীভূত করতে ৫৩৭ ক্যালোরী তাপের প্রয়োজন হয়। ফলে

৫০০X১০০০X৫৩৭=২৬৮৫০০০০০ ক্যালোরী বা ২৬৮৫০০ কিলো ক্যালোরী তাপ পরিবেশ থেকে খরচ হয়ে যায় ঐ একটি আমগাছের বাস্পমোচনের ফলে। পরিবেশ ঐ পরিমান তাপের হাত থেকে নিস্কৃতি পায়। এই ভাবেই অরণ্যের হাজার হাজার গাছপালা সারা বছর ধরে কোটি কোটি গ্যালন জলকে বাস্পীভূত করে পরিবেশকে ঠান্ডা রাখে। আবার বাষ্পমোচনের ফলে উদ্ভিদের মেসোফিল কলায় যে ব্যাপন চাপ ঘাটতি (Diffusion pressure deficit) দেখা যায় তা জাইলেম বাহিকায় যে বিশেষ চোষণ চাপ (suction pressure) সৃষ্টি করে মূল থেকে খনিজ লবণ মিশ্রিত জলকে ঊর্ধ্বমুখে পরিবাহিত করে, তাকে বাষ্পমোচন টান বা প্রস্বেদন টান বলে। এই প্রস্বেদন টানের ফলে উদ্ভিদদেহে মূলরোম থেকে পত্ররন্ধ্র পর্যন্ত একটি জলবাহী চ্যানেল (পথ) তৈরী হয়। এই চ্যানেল বরাবর চোষণ টানের জন্য মূলরোম দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে (কিছুটা সাইফনের মত)

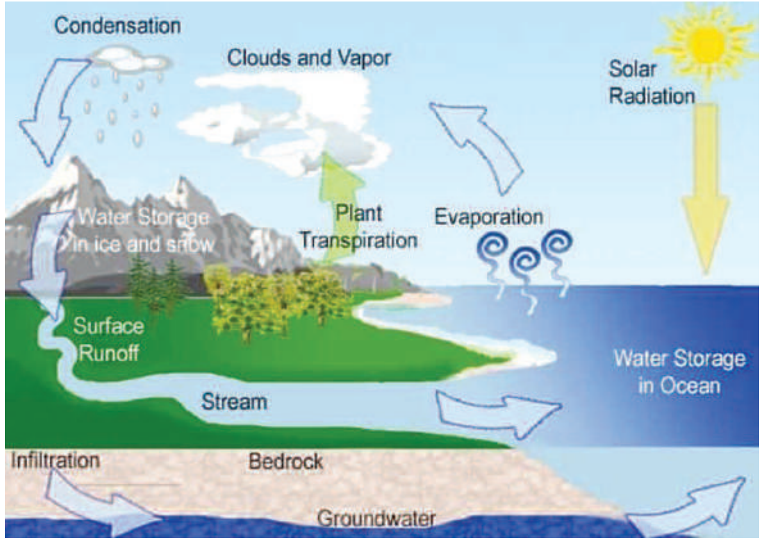

মাটির জল শোষিত হয়ে কলাকোষের মধ্যে দিয়ে কোষান্তর অভিস্রবন প্রক্রিয়ায় পত্ররন্ধ্রে পোঁছাতে থাকে বিরামহীন ভাবে। এই বিরামহীন টানের ফলে মাটির জল অভিকর্ষ বলের টানে পাতাল গামী হতে পারে না। ফলস্বরূপ ভূ-পৃষ্ঠের উপরিতল জলসিক্ত থাকার ফলে ভূ-পৃষ্ঠে শোষিত তাপ বা সরাসরি সৌরতাপের দ্বারা মাটির জল বাস্পীভুত হতে সুবিধা হয়। আবার এই প্রস্বেদন টানের ফলেই পরোক্ষে উদ্ভিদদেহের বাস্পমোচনের হার বৃদ্ধি পায়। এইভাবে নিয়মিত বাস্পমোচনের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের বিশাল জলরাশির বাস্পীভবনের মাধ্যমেই মেঘ তৈরী হয় হয় এবং নিয়মিত বৃষ্টিপাত ঘটে। তবে শুধু বাস্পমোচন বা প্রস্বেদন টানের মাধ্যমেই নয় উদ্ভিদ পরিবেশের উষ্ণতার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে অন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান নিয়ন্ত্রণ করে। প্রযুক্তির বলে বলীয়ান আমাদের যন্ত্রচালিত সভ্যতার আগ্রাসনে জীবাশ্ম-জ্বালানীর লাগামহীন ব্যবহারের ফলে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান। আর এই কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান বৃদ্ধিতে বেড়ে চলেছে গ্রীন হাউস এফেক্টের মাত্রা। যার ফলে পৃথিবী থেকে ফেরতগামী অপেক্ষাকৃত বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তাপ-তরঙ্গকে মহাশূন্যে ফেরত যেতে বাধা দিচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের তৈরী বলয় বা আবরণ। ফলে ৩৪ অ্যালবেডোতেও থাবা বসাচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের আবরণ। এই এই ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। তাই বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধিও পৃথিবীর বসবাস মন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির অন্যত্তম একটি কারণ। সূতরাং এর পরিমান নিয়ন্ত্রণও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের হাতে তার তেমন কোনো অস্ত্রই নেই। একমাত্র উদ্ভিদই তার নিজের খাদ্য তৈরীর জন্য সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং বিনিময়ে পরিবেশকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন দান করে। তাই কলকারখানা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে না পারলে কিন্তু সমাধানের তেমন কোনো পথই নেই।তবে ফী-বছর নিয়মিতভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বৃক্ষছেদন বা অরণ্যহ্রাস মূল কারণ হলেও এটি একমাত্র কারণ নয়। এর সঙ্গে রয়েছে আরও ভিন্ন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন, ভূ-গর্ভের জলরাশি উপরে তুলে আনার ফলে বৃষ্টিপাত জনিত জল পুনরায় দ্রুত পাতালগামী হওয়ার প্রবনতা তৈরী হয়েছে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের আর্দ্রতা বজায় থাকছে না। ভূ-গর্ভ থেকে কয়লা, পেট্রোলিয়াম বিভিন্ন সহ খনিজ সম্পদ উত্তোলনের ফলেও একই প্রবনতা তৈরী হচ্ছে। এমনকি ভূগর্ভের তাপও উপরিস্তরে উঠে আসছে। যন্ত্রচালিত সভ্যতায় যন্ত্রের থেকে নির্গত তাপও (যা অন্য শক্তি থেকে তাপে রূপান্তরিত হয়ে তৈরী হয়) পরিবেশের গড় উষ্ণতাকে বৃদ্ধি করে চলেছে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী রাতের বেলা পৃথিবী অন্ধাকার থাকার কথা। কিন্তু বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান সভ্যতায় আমারা আলোক প্রযুক্তির দাপটে রাতেও ক্রিকেট, ফুটবলের টুর্ণামেন্ট খেলছি। পৃথিবীর বসবাসময় স্থানগুলি এখন আর রাতে আলোকবিহীন থাকে না। ফলে আলোক শক্তি থেকে রূপান্তরিত তাপশক্তিও যোগ হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে। আবার সেই আলোর চালিকা শক্তি যোগান দিতে চালু থাকছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি। সেখান থেকেও তাপের উদ্ভব ঘটছে। একইভাবে প্রতিটি যন্ত্রপাতি চালনার সময় অন্য শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুমন্ডলে মিশছে। এরই সঙ্গে আছে ফ্রীজ, এসি ইত্যাদি হিমায়ক যন্ত্রের গ্যাসের ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট দূষণ যা ওজোনস্তরের ক্ষয় ঘটিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। ওজোনমন্ডলের এই ক্ষয়ের ফলে পৃথিবীতে ঢুকে পড়ছে ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি যা পরোক্ষভাবে পৃথিবীর আবহমন্ডলীয় তাপমাত্রার বৃদ্ধির অপর একটি কারণ।তবে একই তাপে সব (সমভরের) বস্তু সমান গরম হয় না। যেমন, শুকনো মাটি(০.২) থেকে টিনের চাল(.০৫৪) অনেক দ্রুত উত্তপ্ত হয়। কোন বস্তু কতটা উত্তপ্ত হবে তা নির্ভর করে বস্তুটির আপেক্ষিক তাপের মানের উপর। আপেক্ষিক তাপের মান কম হলে সেই বস্তুগুলি দ্রুত উত্তপ্ত হয়। তাই পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকা অপেক্ষাকৃত কম আপেক্ষিক তাপ বিশিষ্ট পদার্থগুলিকে (বিশেষত ধাতব পদার্থের ব্যবহার) ভূ-অভ্যন্তর থেকে তুলে এনে ভু-পৃষ্ঠের উপরে নানা ইমারত নির্মানে ব্যবহার করার ফলে সেগুলি সহজেই তাপ শোষণ করে উত্তপ্ত হওয়ার পর সেই তাপ বিকিরণ করে তার পরিমন্ডলকে উত্তপ্ত করে চলেছে। অর্থাৎ, আমাদের নানা কৃত্রিমতাই আমাদের বাসভূমির এই পুনঃপুনঃ উষ্ণতা বৃদ্ধি তথা তাপ প্রবাহের জন্য দায়ী।

অতএব, এই সংকটের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হলে রাষ্ট্রনায়কদের সকলের সহমত হয়ে ইতিবাচক ও সমষ্টিগত পদক্ষেপ গ্রহণ ভীষণ জরুরী। তবে ব্যক্তি হিসাবে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত বৃক্ষরোপন ও অরণ্য বিস্তারের কর্মসূচীর সফল রূপায়নের মাধ্যমে পরিস্থিতির যতটা মোকাবিলা সম্ভব, ততটার জন্যই সচেষ্ট হওয়া। আসলে, এই বিপদ কিন্তু একদিনে আসেনি তাই একদিনে সমাধানও সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যেই অনেক বিলম্ব ঘটে গেছে। তাই এখনই সচেতন না হলে কিন্তু দুর্বিষহ এবং পরিত্রাণ হীন, ভয়াল-ভয়ঙ্কর এক ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

সৌগত রায়ের সমর্থনে বাড়ি বাড়ি প্রচারে ব্যপক সাড়া লেনিনগড় গুরুচাঁদ মোড়ে

দুরন্ত বার্তা, ব্যারাকপুর, ২১ এপ্রিলঃ লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে বাড়ছে প্রচার জনসংযোগ কর্মসূচি।দমদম কেন্দ্রে তৃণমূল সিপিএম ও বিজেপি প্রার্থী ইতিমধ্যেই মাঠে নেমে পড়েছেন জনসংযোগে। কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে প্রচারে কোন দলই এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। রবিবাসরীয় সকালে দমদম কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অধ্যাপক সৌগত রায়ের সমর্থনে প্রখর দাবদাহ উপেক্ষা করে জমজমাট বাড়ি বাড়ি প্রচার জনসংযোগ করলেন ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী। রীতিমতো বিলকান্দা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান অঞ্জলি দেউরি সহ কমবেশি বারো জন পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যাদের সাথে নিয়ে খড়দহ বিধানসভার ২০৮ নং পার্টে বিলকান্দা গুরুচাঁদ মোড় হেমন্তনগর বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারে ঝড় তুললেন। ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি লড়াকু তৃণমূল নেতা প্রবীর রাজবংশী বলেন এটাই স্বাভাবিক প্রচার জোরদার হচ্ছে।শুধু ভোট আসলেই মানুষের কাছে যাই না। করোনা আমফান বুলবুল বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে একমাত্র তৃণমূল। অন্য কোন দলকে দেখা যায় নি। সারা বছর আমরাই মানুষের পাশে ছিলাম। জনপ্রতিনিধি হিসেবে দল একটা সন্মান দিয়েছে। দলকে রিটার্ন দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। এখনও নির্বাচনের প্রাক্কালে একটু সময় বেশি দিচ্ছি। ২০১১ সালের পর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নেবার পর যে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেই কথাই তুলে ধরছি। বিগত দশ বছর আগে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার যে কথা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে কথা মিথ্যা ছিল সেটা বলছি মানুষের দুয়ারে। নির্বাচন আসবে বিরোধীরা হেরে যাবে। ২০২৬ বিধানসভা তারপর ২৮ সালে পঞ্চায়েত। সেরা সাংসদ অধ্যাপক সৌগত রায় কে পুনরায় নির্বাচিত করতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাতকরজোড়ে ভোট প্রার্থনা করছি।বিজেপি কে একটা ভোটও নয়। নিজের ভোটটা নষ্ট করবেন না। কর্মী সমর্থক দের সাথে নিয়ে জমজমাট রবিবাসরীয় প্রচারে প্রখর গরমের সাড়া ফেলে দেয় এদিন ।

সিপিএম এক কর্মীর বাড়িতে খেলেন বাম প্রার্থী মনোদীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি , ২১ এপ্রিল ঃ বাইরে রোদের তেজ। তার মধ্যেই প্রচারে বেরতে হচ্ছে সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের। তবে রবিবার দিনটা যেন আলাদা হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী মনোদীপ ঘোষের। সিপিএম এক কর্মীর বাড়িতে খেতে বসে অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকলেন তিনি। দক্ষিণ মিলনগড়ের বাম কর্মী সুনীল হালদার। পেশায় প্রান্তিক চাষি তিনি। মুলি বাঁশের বেড়ার ঘরে বসবাস করেন। দিন আনে দিন খাওয়া পরিবার। তাঁদের বাড়িতেই দুপুরের আহার সারেন বাম প্রার্থী। পাটকাঠির ঘেরা রান্না ঘরে কাঠের উনুনে রান্না করেন সুনীলের স্ত্রী সরস্বতী হালদার। পরিপাটি করে খেতে দেন বাম প্রার্থীকে। ভাত, টক ডাল, আলু ভাজা, ডিমের কারি দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করেন তিনি। লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তার বাড়িতে খেলেন এই আনন্দে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেন সরস্বতী। বলেন,আমি খুশি উনি আমার বাড়িতে খেলেন। এই দিনটা কোনওদিন ভুলবো না। দরিদ্র পরিবারের আপ্যায়নে খুশি হন মনোদীপও। বাম প্রার্থী বলেন, এই প্রচন্ড গরমেও প্রচারে ভাল সারা মিলছে। যে বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করলাম সেই পরিবার একেবারেই প্রান্তিক। সব দিক থেকে বঞ্চিত। রান্নার গ্যাস নেই,আবাসের ঘর পায়নি,একশো দিনের কাজ বন্ধ তাই আর্থিক কষ্টে চলছে দিনকাল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৪২ সংখ্যা, সোমবার, ৯ বৈশাখ, ১৪৩১

বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ

বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ নিয়ে বহু বই লেখা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বহু লেখকেরা স্বাধীন বাংলাদেশ নিয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এখন বহু বাঙালি লেখকেরা মুক্তি যুদ্ধ নিয়ে রচনা করে চলেছেন। তবে অসমিয়া ভাষায় গবেষণামূলক বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ নিয়ে লেখা বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। অসমিয়া সাহিত্যিক রীতা চৌধুরী একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম হচ্ছে 'নেভারল্যান্ড -জিরো আওয়ার ট্রিলজি' প্রথম খণ্ড প্রকাশ হল বাংলাদেশের ঢাকার ছায়ানটে। এই প্রথম কোনও বিদেশি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অসমিয়া ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করা হল। লেখিকা রীতার বাবা এসএসবির বিস্ফোরক ও গেরিলা যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ বিরাজনন্দ চৌধুরী হাফলংয়ে বিশেষ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। সেই সূত্র ধরে লেখিকা রীতা চৌধুরী খুব কাছ থেকেই মুক্তি বাহিনীর অনেক কিছু দেখেছিলেন। তবে বিরাজ কাউকে তথ্য দেননি। সব তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। লেখিকা রীতা বলেছেন যে অনুপ্রবেশকারীদের আসাম থেকে বিতাড়িত করেছি। অসমের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছি। অসমের আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার পরেও সীমান্তের ওপারে থাকা মানুষের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। তাদের কষ্ট এবং লড়াইয়ের কথা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছি। সেই ভাবনাকে একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত করে তাকে প্রকাশ করেছি অসমিয়া অক্ষরে। বইটি প্রকাশ করেই লেখিকা গিয়েছিলেন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম মিউজিয়ামে এবং বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে। বইটি তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হবে। দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ পর্ব। তৃতীয় পর্ব হচ্ছে মুজিবুর হত্যা থেকে শুরু করে ২০২১ সাল পর্যন্ত। বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর আব্দুস সামাদ। তিনি বলেছেন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সময়ে চিন এবং আমেরিকা বিপরীত মেরুতে ছিল। চিনের রাইফেল দিয়ে বাংলাদেশের বহু মানুষকে হত্যা করেছে পশ্চিমী পাকিস্তানের সেনারা। এখন ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে তা বলতে সঙ্কোচ বোধ করছে। লেখিকা বাংলাদেশ দেখার আগেই এই রকম একটি উপন্যাস অসমিয়া ভাষায় লিখে ফেলেছেন তা অকল্পনীয়। এই উপন্যাসের সব ঘটনাই সত্য। কোনও কিছুই গোপন করে রাখা হয়নি। তবে নামগুলোকে বদলে দেওয়া হয়েছে যাতে কেউ না বুঝতে না পারে আসল লোকটা কে। হাফলংয়ের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধে ক্র্যাক বাহিনীর নেতা হাবিবুল আলম ১৭ জন তরুণদের একটি দল নিয়ে ১৯৭১ সালে দু মাসে ঢাকা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে আক্রমণ চালান। তিনিই এই বইটির কেন্দ্রীয় চরিত্র। প্রো ভাইস চ্যান্সেলর হাবিবুর বলেছেন যে এই প্রথম কোনও বিদেশি মুক্তি যুদ্ধ নিয়ে এমন গবেষণামূলক লেখা লিখলেন। এর আগে কাউকে এই রকম লেখা লিখতে দেখা যায়নি। তাও আবার লেখিকা স্বয়ং মুক্তি যুদ্ধের জাদুঘর এবং মুজিবের বাড়ি দেখেন আগে। না দেখে কল্পনার ওপরে নির্ভর করে সত্যকে প্রকাশ করা সম্ভব তা এই বইটি দেখিয়ে দিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা দ্বিধাভক্ত ছিল। রাশিয়া ভারত পাশাপাশি ছিল বলেই বাংলাদেশ তৈরি হতে পেরেছে। না হলে আবার পাকিস্তানের হাতেই বন্দি হয়ে থাকতে হতো বাংলাদেশকে। সেই সময়ে ভারত এবং রাশিয়া যদি এগিয়ে না আসতো তাহলে পাকিস্তান গোটা বাংলাদেশকে গ্রাস করে নিয়ে ভীষণ রকমের অত্যাচার করতে শুরু করে দিত।

রাষ্ট্রপুঞ্জে রাশিয়ার স্থান

রাশিয়াকে এবারে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি করা হল। নিরাপত্তা পরিষদে ১৫ টি দেশ রয়েছে। এক একটি দেশ এক মাসে একবার করে সভাপতিতে দায়িত্বভার গ্রহণ করে থাকে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া সভাপতি দায়িত্বে ছিল। তারপরেই রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে। এদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে একটি দেশ যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে আছে তাকে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি কীভাবে করানো সম্ভব হলো? বেলারুশকে সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করেছে। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। রাশিয়ার ওপরে বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা চাপ দিতে শুরু করে দিয়েছেন যুদ্ধ বিরতি করার জন্য। যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য ইউরোপ সহ আমেরিকার আর্থিক অবরোধ তৈরি করেছে। তার মধ্যে দিয়ে রাশিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি করা হল। ইউক্রেনের বিদেশ মন্ত্রী দিমিত্র কুলেবা টুইট করে লিখেছেন, ১ এপ্রিল রাশিয়ার রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি দায়িত্ব পাওয়াটা বাজে মশকরা। রাশিয়া অনৈতিকভাবে ওই পদ দখল করেছে। ইউক্রেনকে ধ্বংসে পরিণত করেছে। ইউক্রেন শিশুদের অপহরণ করেছে অপরাধী রাশিয়া। রাশিয়া সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে এখনও বিশ্বকে নিরাপত্তা দেবে না। এদিকে আমেরিকার প্রেস সচিব বলেছেন, আমেরিকার ধারনা রাশিয়া ওদের ক্ষমতা ব্যবহার করতে থাকবে। তবে রাশিয়ার ওপরে বিশ্বের চাপ রয়েছে। আমেরিকা কোনও রকম বিরোধিতা করেনি বা কোনও বিরুদ্ধ কথা উচ্চারণ করেনি। ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী বলেছেন যারা বিশ্বের নিরাপত্তাকে ধ্বংস করতে শুরু করে দিয়েছে তারাই এখন বিশ্বের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করছে। এর মতো বড় মজা আর হতে পারে না। রাশিয়ার পক্ষ থেকে আমেরিকার নাম করে বলা হয়েছে যে তারাই একটি সুসংহত বিশ্ব তৈরি করতে চায়। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্য রয়েছেন এদের মধ্যে হল রাশিয়া, চিন ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকা। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, তারা রাশিয়াকে ক্ষমা করতে পারে না। রাশিয়া এখন ইউক্রেন যুদ্ধ সমাপ্ত করতে শক্তিশালী অস্ত্র এবং বিশেষ বাহিনীর শক্তি প্রয়োগ করতে শুরু করেছে। তার ফলে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ইউক্রেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

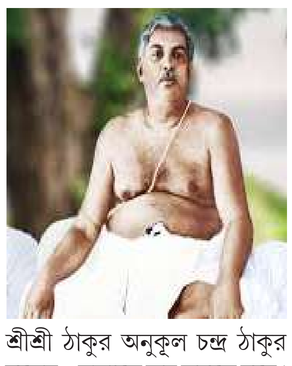

কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। মাথা তুলে শক্তভাবে দাঁড়াতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন রয়েছে সেটা হচ্ছে মাতৃশক্তি। মাতৃশক্তি সত্যের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে। মা যদি সত্যবাদী না হয় তাহলে তাঁর শক্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। অসৎ মা কোনও সময়ে তাঁর সন্তানদের শক্তি দিতে পারে না। সৎ পথে থাকা মায়েরা তাদের সন্তানদের শক্তি দিয়ে বড় করতে পারে। অর্থ শক্তির আধার নয়। জ্ঞানই হচ্ছে শক্তির সবচেয়ে বড় পরিচয়।

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন, সত্যকে জয় করতে হবে। সেটাকে জয় না করতে পারলে একবারে তলিয়ে যেতে হবে। আর

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

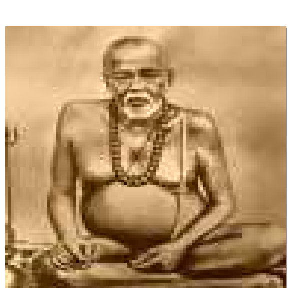

ছুটে গিয়েছেন জ্ঞান আহরণ করার জন্য। জ্ঞান দিলে জ্ঞান ফুরিয়ে যায় না। সেটা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাধনা করতে গেলে কোনও মন্ত্রের প্রয়োজন পড়ে না। মন্ত্র সাধনাকে বিঘ্নি করে। মন্ত্র দিয়ে সাধনা চলে না। ধ্যান দিয়ে সাধনা করতে হবে। জানতে হবে জীবন সত্যকে। বুঝতে হবে অন্তরের ভিতরে থাকা শক্তিকে। সেই ভিতর শক্তিকে শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। যিনি তা করতে পারবেন তিনি সত্য কারের শক্তি অর্জন করতে পারবেন। জ্ঞানই শক্তিকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়। মায়ের ধ্যান করতে থাকলে আপনিই ঐ শক্তি এসে মনের মধ্যে বাসা তৈরি করতে থাকবে। পরম ভক্ত হওয়ার একটি মাত্র পথ হচ্ছে সাধনা করা যা সবাই উপলব্ধি করতে পারে

বামাক্ষ্যাপা দর্শনকে বুঝতে হবে। সেটাকে অর্জন করতে হবে। যিনি জ্ঞানী তিনি কোনও সময়ে বলেন না যে তাঁর অনেক জ্ঞান রয়েছে। তিনি অজ্ঞান হয়েই থাকতে ভালোবাসেন। তিনি অজ্ঞান হয়েই জ্ঞানকে প্রতিনিয়ত গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি হচ্ছেন পরম জ্ঞানী। যেখানে জ্ঞান দেখেছেন সেখানেই

লোকসভার নির্বাচন বউবাজারের 'গুলেদানন্দ' এখন মহিলা ভোটারদের পক্ষ নিয়ে সাওয়ালে মশগুল

রবীন্দ্র কুমার শীল

বউবাজারের গুলেদানন্দ এবারে লোকসভার নির্বাচনে সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছেন। প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে তিনি যেভাবে ফুটন্ত গরম জলের মতো ফুটে উঠতে শুরু করেছেন তাতে পুরুষ সমাজ একেবারে বিহবল। পুরুষ সমাজের দিকে তিনি এখন দার্শনিক তত্ত্ব দিয়ে গোলা বর্ষন করতে শুরু করেছেন। তিনি বলে উঠলেন প্রয়োজন হলে ক্ষেপনাস্ত্র বর্ষন করবেন। আসলে পুরুষ সমাজ সব সময়ে নারীদের দমন করে রাখার পক্ষে। এটা সহ্য করতে পারেন না গুলেদানন্দ। তিনি পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে দিয়েছেন। ভারতে এখন একজনই মহিলা মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন। বহু মহিলারা এখন প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। ভারতের মহিলা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেও তিনি সাওয়াল করেছেন দেশে যখন ইন্দিরা গান্ধি মহিলা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি তাঁর সমর্থনে আওয়াজ তুলেছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময়ে। গুলেদানন্দ এখন হিসাব করে দেখেছেন যে মহিলারা ক্রমশ ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি এবং অর্থনীতিতে বিশেষ ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে। তিনি ভারতে 'আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস' পালন করার পক্ষে সায় দিয়েছেন। ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি এখন বলতে শুরু করেছে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরের সময়ে নারী শিক্ষা এবং স্বাধীনতা নিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেটাই ছিল মহিলার পক্ষে প্রথম আন্দোলন। এবার ২০২৪ সালে দ্বিতীয় মহিলা জাগরণ আন্দোলন শুরু করেছেন গুলেদানন্দ। মহিলারা এখন বেশি সক্রিয়। মহিলা ভোট পাওয়ার জন্য সব রাজনৈতিক দলের নেতারা মা- দিদি -বোন বলতে শুরু করে দিয়েছেন। অতীতে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল বাড়ির কর্তা যা বলছেন তাই কর্ত্রী শুনছেন। বাড়ি থেকে ভোট দিতে বুথে যাওয়ার আগেই পরিকল্পনা রচিত হয়ে যে বাড়ির মহিলারা কাকে ভোট দেবে। এবারে কিন্তু সেটা হচ্ছে না। মহিলারা এখন বাড়ির কর্তাদের মুখে ওপর বলতে শুরু করে দিয়েছে, কাকে ভোট দেবো সেটা আমাদের বলতে হবে না। আমাদের যাকে ভালো লাগে তাকে ভোট দেবো। তোমাদের কথাকে শুনতে রাজি নই। বিদ্যাসাগরের সময়ে মহিলারা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করবে এটা কেউই আশা করতে পারেনি। তখন কার সময়ে একটি মাত্র মহিলা সমাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নিজেকে ডাক্তার হিসাবে সবার মধ্যে পরিচিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার নাম কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি তো আবার নিজের ইচ্ছায় বিবাহ করেছিলেন। নিজেকে গড়ে তোলার জন্য মেডিকেল করেছে ভর্তি হয়েছিলেন। তখন মহিলাদের ছাত্রী হিসাবে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়াটা একেবারে অসম্ভব ছিল। কিন্তু কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যয় এক রোখা মহিলা ছিলেন। তিনি বেথুন স্কুল (হিন্দু ফিমেল স্কুল) থেকে পাশ করেই কলকাতার মেডিকেল কজে ভর্তি হওয়ার আবেদন করলেন। কিন্তু তাঁকে ভর্তি নেওয়া হবে না বলে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল। কারণ তিনি মহিলা। কিন্তু তাঁর স্বামী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় একরোখা মানুষ ছিলেন। তিনি তো চিঠি লিখে বসলেন ভারতের ভাইসরয়কে। ভাইসরয় সব কিছু দেখে এবং শিক্ষা দফতর সব বিবেচনা করে মত দিলেন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারবেন। তাও তাঁকে আবার মেডিকেল ডাক্তারি পাশের সার্টিফিটেক দিতে নারাজ। বিদেশে গিয়ে সেখান থেকে ডাক্তারি ডিগ্রি নিয়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। ঘোড়ায় চেপে তিনি তখন রোগীদের চিকিৎসা করতে বের হতেন। সবাই তাঁকে আবার আড়ালে আবডালে 'ঘোড়ার ডাক্তার' বলো ব্যঙ্গ করতো। এই ঘোড়ার ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানে মহিলা ডাক্তার হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। গুলেদানন্দের এই সব ইতিহাস মুখস্ত। জলের মতো বলে দিতে পারেন। তার সঙ্গে যুদ্ধ করে জেতা একেবারে অসম্ভব। মহিলাদের পক্ষে তিনি যখন বলতে শুরু করেন তখন

দেখতে পাওয়া যায় বেশ কয়েকজন মহিলা তাঁকে সমর্থন করে হাততালি দিতে শুরু করে দিয়েছে। মহিলাদের বিরুদ্ধে এখন কোনও কথা বলা অসম্ভব। যুগটা পড়ে গিয়েছে নারীবাদী যুগ। এখন পুরুষদের কোনও জোর নেই। তো ক্রমশ জোর বা শক্তি হারাতে শুরু করে দিয়েছে পুরুষরা। মেয়েরা এখন আর ঘরের বউ হয়ে থাকতে চায় না। তারা এখন সমাজের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সেই কারণে মহিলা শক্তি জাগরিত হতে শুরু করে দিয়েছে। মহিলা জাগরণকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছেন গুলেদানন্দ। তিনি যদিও গুল দিয়ে থাকেন প্রায় সময়ে। তবে মাঝে মধ্যে এমন সব দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ করেন যা গুলের উর্দ্ধে অবস্থান করতে থাকে। তখন তাঁকে গুলেদানন্দ বলাও যায় না। এখনকার ঘরের মহিলারা ঘরের কর্তাদের সঙ্গে কোনও সেটিং তত্ত্বে যেতে চায় না। পরিস্কার করে বলে দিয়েছে পুরুষদের তোমার তোমাদের পথ দেখো আর আমরা আমাদের পথ তৈরি করে নেবো। সেখানে তোমাদের মতো পুরুষদের দরকার নেই। সমাজের মধ্যে যত বেশি করে আর্থিক চাপ আসতে শুরু করেছে রাজনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে ততই পুরুষরা ক্রমশ মহিলাদের কাছে হার স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এর নানাবিধ কারণ রয়েছে। তার প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে পুরুষরা নারীদের ওপরে জোর জব্বরদোস্তি নিজেদের শক্তির প্রয়োগ করতে শুরু করে দিয়েছিল। যার ফলে পুরুষদের শক্তিকে পরাস্ত করতে নারীরা এখন ক্রমশ ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছে। একটি সময়ে মহিলাদের হেনস্থা করাটা সমাজের প্রধান অঙ্গ হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সতীদাহ প্রথা; বিধবা প্রচলন এবং বাল্য বিবাহ। সেই সব সমাজ কুসংস্কারগুলিকে ধীরে ধীরে মুক্ত করা গেছে। এখন মহিলা সমাজের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে শিখেছে। সমাজের মধ্যে এমনকী রাজনীতিতে মহিলারা দক্ষতার পরিচয় দিতে পারছে। এখন মহিলা শুধু সংসার পরিচালনা করে না তারা ঘর এবং বাহির উভয় দিকের সামাল দিয়ে থাকে। মহিলারা এখন মহাকাশে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। সেনা বাহিনীতে অংশ গ্রহণ করছে। ইজরায়েলের মহিলা সেনারা যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করতে শুরু করেছে। ইজরায়েলের মহিলা ব্রিগেডের ওপরে ভরসা করে সেখানকার প্রতিরক্ষা দফতর। দুর্বল নারীদের আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে বহু বিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে সরকার। সরকার এখন বলতে গেলে নারীদের পক্ষে। যেখানেই নারী নির্যাতন সেখানেই সরকার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। মহিলারা যখন শিক্ষিত হয়ে অফিস কাছারিতে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল তখন যৌন হেনস্থার শিকার হতে থাকে। এখন সরকার থেকে যৌন হেনস্থাকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। কড়া আইনী ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে নারীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য। লোকসভার নির্বাচন এবারে বহু রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে মহিলাদের প্রার্থী করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের মহিলা নেত্রী সংগ্রামী মনোভাব গ্রহণ করে লোকসভার নির্বাচনে বেশি আসন পাওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন। বিরোধী দলের বিশেষ করে বাম দলের পক্ষে মহিলা নেত্রী পিছিয়ে নেই। তিনিও সমান তালে নির্বাচনী প্রচার করতে শুরু করেছেন। লোকসভার আসন পাওয়ার ব্যাপারটা এখন বলতে গেলে নারী শক্তির ওপরে নির্ভর করছে। নারীরা এখন যাকে ভোট দেবে তারাই সরকার গঠন করতে পারবে বলে ভবিষ্যত বাণী করতে শুরু করে দিয়েছেন গুলেদানন্দ। বাড়ির কর্তা বলেন গিন্নিকে বলেন কার দিকে ইভিএম মেসিনের বোতাম টিপলে? সঙ্গে সঙ্গে কর্তার দিকে কড়া দৃষ্টি দিয়ে বলে উঠলেন, তোমার তা জেনে কি লাভ? নিজের কাজ করতো। নিজেদের কাজটা তো ভালো করে করতে পারো না। রোজ অফিসে গিয়ে বড় সাহেবের কাছ থেকে গাল খেয়ে বাড়ি ফেরো। আমরা তোমার সব খবর রাখি। জেনো না যে আমরা তোমার কোনও খবর রাখি না। কোথায় যাচ্ছো, কী খাচ্ছো, আমাদের নামে কতখানি বদনাম করতে শুরু করে দিয়েছে সব খবরই ঘরে বসে পাই। ঘরে বসে কী করে এত খবর সংগ্রহ করে মহিলারা একেবারে তাজ্জব পুরুষ সমাজ। ঘর থেকে যে মহিলা বের হয় না। মাঝে মধ্যে কদাচিত বাজার বা দোকান হাট করে, সেই মহিলা কি করে পুরুষদের এতো সংবাদ সংগ্রহ করে ঝুলিতে ভরে রাখে তা কারোর পক্ষে জানা একেবারে অসম্ভব। গুলেদানন্দ সেই কারণে এখন থেকে নারীদের পক্ষ নিয়ে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে নিয়েছেন। যত নারী মুক্তির বিকাশ লাভ করবে ততই সমাজ সমৃদ্ধ বলে বলে বিশ্বাস করেন গুলেদানন্দ। গুলেদানন্দ বলেন ভারতীয় গণতন্ত্রে এখন শক্তিশালী অস্ত্র হচ্ছে নারী। নারীদের দিয়ে বিরোধী দলকে একেবারে কুপোকাত করে দেওয়া সম্ভব। নারী শক্তির কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন মহিষাসুর। তিনি তো লড়াই করে পারেননি দূর্গাকে। পরাস্ত করতে পারেননি। আসলে দেবীদের কাছে পুরুষরা আগেই মাথা নত করে দিয়েছে। রাম বীর যোদ্ধা হলেও তিনি দেবী দুর্গার শক্তির সহায়তা নিয়ে রাবণকে বধ করতে পেরেছিলেন। সীতাকে হেনস্থতার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তারপর সীতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বনবাসে পাঠানোর ফলে রাম একেবারে রাজ্য ছাড়া হয়ে গেলেন। রাম রাজ্যের অবসান ঘটল। মহিলাদের হেনস্থা করলে তার কপালে অনেক দুঃখ লেখা রয়েছে। সুতরাং গুলেদানন্দ বলে থাকেন এখন তো একটি গান রয়েছে'ওঠো গো ভারত লক্ষ্মী'। উঠ আজি জগত-জন-পুজ্যা।' জন পুজ্যা মানেই হল গণতন্ত্রের পুজা। অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মঞ্চ হচ্ছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। সুতরাং এখন মহিলাদের আর অবজ্ঞা করা চলবে না। তারা এখন ঘরের পুতুল নয়। আগেকার দিনে ঘরের ছোট মেয়েরা পুতুল খেলায় মত্ত থাকতো। এখনকার মহিলারা পুতুল খেলায় মত্ত থাকে না। তারা এখন প্রযুক্তিতে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ভারতের ভাবা অ্যাটোমিক সেন্টারে, ইসরোতে বহু মহিলা বিজ্ঞানীরা কাজ করছে। তারা ভারতের চন্দ্রা ভিযানকে সফল করতে কম্পিউটার প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছে। তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এখন ঘরের কোনে বসে থাকার জন্য মহিলাদের জন্ম গ্রহণ হয়নি। তারা এখন ঘর বাহির দুই দিক সামাল দিতে শুরু করেছে। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে বলা হতো আইরন লেডি। তিনি খলিস্তানপন্থী থেকে শুরু করে পাকিস্তানের আইএসআইকে মেরে একেবারে ঠান্ডা করে দিয়েছিলেন। তিনি যদি সেই সময়ে শক্ত হাতে হাল না ধরতেন তাহলে ভারত কবেই আবার দুটো টুকরোতে পরিণত হয়ে যেত। তখন পাকিস্তান পর্যন্ত ভয় পেয়ে শুরু করে ছিল। সেই কারণে সেই নারী শক্তিকে গোপনে খতম করে দেওয়া হল। তারপর থেকে ভারত ক্রমশ আন্তর্জাতির বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করেছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কোনও কথা বলতে পারেনি। এমনকী আমেরিকার জাঁদরেল বিদেশ সচিব হেনরি কিসিঙ্কার পর্যন্ত ভয় পেয়ে চিনের হাত ধরতে শুরু করে ছিলেন। সেই সব কূটনৈতিক ইতিহাস এখন পুরানো হয়ে গিয়েছে। যেখানে নারীদের অপমানিত করা হয়েছে সেখানে পতন দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এখন শ্রদ্ধার সঙ্গে নারীদের জন্য স্থান তৈরি করে দিতে হবে। নাহলেই বিপদ রয়েছে। বিপদ যে কোন দিক থেকে এসে উপস্থিত হবে তা আগাম বলে দেওয়া যায় না বলে গুলেদানন্দ ব্যক্ত করলেন।

কালিম্পংয়ে ব্রাউন সাহেবের বাড়ির মতো ভূতুরে বাড়ি 'মরগ্যান হাউস'

বিশেষ প্রতিবেদক

বাঙালি আর সত্যজিৎ প্রেম নেই তা আবার সম্ভব নাকি? তা সত্যজিৎ রায়ের ব্রাউন সাহেবের বাড়ি পড়েছেন নিশ্চয়ই? সেই যে ব্যাঙ্গালোরের ফ্রেজার টাউনের এভারগ্রীন লজ! যা ব্রাউন সাহেব তৈরি করেছিলেন। যে বাড়ির ভেতরে ব্রাউন সাহেব ও তার পোষা বেড়াল সাইমনের আত্মা ঘুরে বেড়াতো! ইন্টারেস্টিং নয় কি? তা কেমন হয় যদি বেড়াতে গিয়ে এরকমই এক ভুতুড়ে বাংলোতে থাকার সুযোগ মেলে? তাও খোদ এই বাংলার বুকেই? ভ্রমন পিপাসুরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই আন্দাজ করে ফেলেছেন কোন জায়গার কথা বলছি। আর যাদের কাছে এখনও ব্যাপারটা রহস্য মনে হচ্ছে তারা আরেকটু অপেক্ষা করুন। সবই বুঝতে পারবেন। ব্রাউন সাহেবের বাংলোর মতোই আমাদের উত্তরবঙ্গে রয়েছে একটি ভুতুড়ে বাংলো। যার নাম মরগ্যান হাউস। রয়েছে কালিম্পং জেলায়। অবশ্য ব্রাউন সাহেবের বাড়ির মতো মরগ্যান হাউসে ভূতের দেখা পাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে এরকম ব্যক্তি পাওয়া মুশকিল। তবে অনেকেই এখানে থাকতে গিয়ে অনেক রকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন বলে দাবি করেন। আবার অনেকেই গোটা রাত এখানে কাটিয়ে কিছুই পাননি এ রকম ও হয়েছে। যাই হোক আজকে এই পোস্টে কালিম্পং এর মরগ্যান হাউস নিয়েই আলোচনা করা হবে। কালিম্পং শহর থেকে তিন কিমি দূরে দূর পীনদাড়া পাহাড়ের কোলে ষোল একর জায়গার ওপর রয়েছে এই মরগ্যান হাউস প্রপার্টি। আকারে বিশাল বড়ো এক ব্রিটিশ বাংলো। গেট ছাড়িয়ে যতো ভেতরের দিকে এগোবেন মনে হবে অষ্টাদশ শতকের কোনও ব্রিটিশ বাড়ির উঠোনে প্রবেশ করছেন। বাংলোর চারপাশে সবুজ ঘাসের গালিচা।

চারপাশে ছড়িয়ে বিভিন্ন নাম না জানা ফুলের গাছ। একটু এগোলেই মরগ্যান হাউস। বাড়ির গা ছুয়ে শিকড়-বাকড়, লতানো গুল্ম সারি। দিনের বেলাতেও গা ছমছম করে ওঠে। পাথুরে বাড়িটাকে যেন সবুজের সমারোহ আষ্ঠে পৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। বাইরে থেকে বাড়িটিকে দেখে পোড়ো বাড়ি পোড়ো বাড়ি মনে হলেও বাংলোর ভেতরে ঢুকলেই রাজকীয় আতিথেয়তার স্বাদ পাবেন। ব্রিটিশ কাঠামোয় গড়া বড় দোতালা বাড়ি, ঘরের ভেতরে রয়েছে ব্রিটিশ কায়দায় তৈরি ফায়ার প্লেস, উঁচু উঁচু দেওয়াল, কাঁচের জানিলাম, দেওয়ালে পুরোনো ছবি, সিঁড়িতে, দেওয়ালে বিভিন্ন জায়গায় কাঠের সুন্দর কারুকাজ। ঠিক যেন ব্রিটেনের কোনও কাউন্টির বাংলো। সব মিলিয়ে মনে হবে হলিউডের বিখ্যাত কোনও ভূতের সিনেমার শুটিং লোকেশন। রাত বিরেতে এখানে থাকতে গিয়ে যদি ঘুম ভাঙে, শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে যাবে। এই বাংলোর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় পাটের ব্যবসায়ী জর্জ মরগ্যান ১৯৩০ সালে এই বাংলো তৈরি করেছিলেন। তখন দেখতে গেলে কালিম্পং শহর পুরো ফাঁকা, লোকজন অনেক কম, প্রকৃতি চারপাশে যেন নিজের গালি বিছিয়ে রেখেছে। এরকম জায়গার প্রেমে কে না পড়বে? মরগ্যান সাহেবের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। নিজের স্ত্রীকে নিয়ে উঠে এলেন তিনি এই বাংলোতে। মরগ্যান দম্পতি নিঃসন্তান ছিলেন। এই বাংলাতেই তাদের শেষ জীবনের বেশিরভাগ সময়টা কেটেছিল। একসময় মরগ্যান সাহেব গত হলেন, তার প্রিয়তমা স্ত্রীও চোখ বুজলেন কিছুদিন পর। বাড়ির মালিক বলতে আর কেউই রইলো না। বেশ কিছুদিন বাড়িটি ঐ অবস্থায় পড়েছিল। স্বাধীনতার পর বাড়িটি পুরোপুরি ভারত সরকারের হাতেই চলে আসে। ১৯৬২ সালে যখন জওহরলাল নেহরু অসুস্থ হলেন, তখন এখানকার মনোরম আবহাওয়ার কথা ভেবে ঠিক করা হয় যে এই বাড়িটিতে সরকারি গেস্ট হাউস রূপে গড়ে তোলা হবে। এই আবহাওয়ায় কিছু দিন থাকলেই হয়তো প্রধানমন্ত্রী সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। তার আগেই নেহরুজি গত হন। তার কয়েক বছর পর ১৯৭৫ সালে ভারত সরকার এই বাংলোর মালিকানা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে হস্তান্তর করেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতর এই বাড়িটি দেখাশোনা তথা পরিচালনা করে।

আধুনিক জগতের সামনে দাঁড়িয়ে রাম রাজ্য কামনা করাটা অবান্তর ইচ্ছা

বিশেষ প্রতিবেদক

রাম সম্পর্কে একটা কথাই আমার মনে হয় আর সেটা হল, 'হি ইজ আ বান্ডল অফ কনট্রাডিকশনস'। তাঁর কাছে একটা জীবনেরই শুধু মূল্য আছে। আর সেই জীবনটি শুধু তাঁর নিজের। অন্য সময়ে তিনি যে ভাবে শুধু নিজের কথা ভবেছেন, নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছেন, সে সব কথা তো রামায়নেই লেখা আছে। তিনি সেই সব চরিত্রের মতো, দরকার হলেই যে ছলনা করে, কথার এদিক-ওদিক করে। 'আর্য' কথাটির মানে, 'যে সৎ পথে চলে'। রাম ততক্ষণই সৎ, যতক্ষণ তিনি সুবিধা পাচ্ছেন। বিপদ হলেই তাঁর ছলনার শুরু। অবশ্য একা তিনি কিছুই করেন নি। পাশে ব্রাহ্মণ ঋষিদের সমর্থনটা ছিল। শাস্ত্র তাঁরাই তৈরি করতেন। আর রাম তার প্রয়োগ ঘটাতেন। কয়েকটা উদাহরণ দিই। ভারতবর্ষ কোনও দিন মেয়েদের পূর্ণ মানুষ বলে মনে করেনি। ঊনমানুষ বলেই গণ্য করে এসেছে। সীতার প্রতি রামের ব্যবহারে সেটাই কি উঠে আসেনি? অন্তত রাজার স্ত্রী বা রাজপুত্রদের মা হিসাবে সীতার যে সম্মান প্রাপ্য, তিনি কি কোনও দিন তা পেয়েছেন। সারা জীবন ধরে এই নারী শুধু বঞ্চিত, অপমানিত, অসম্মানিত। রাম সীতাকে কোনও বিশেষ কারণে কোনও বিশেষ নারী বলে কখনও মনেই করেন নি। সীতার বদলে শূর্পনখা ভোগ্যা নারী হলেও, তার অন্য কোনও পরিণতি হত না বলেই মনে হয়। সীতাকে যে সব পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, সেগুলো ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। বিরাধ রাক্ষস যখন এসে সীতাকে ক্রোড়ে তুলে নেয়, তখনও সীতা বলতে থাকেন, আমাকে নিয়ে ওদের ছেড়ে দাও, রাম-লক্ষণ কিন্তু এক বারও সীতার কথা চিন্তা করলেন না। সীতা যে লাঞ্ছিত হতে পারেন, বা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে, এ সবের চেয়েও তাঁদের কাছে বেশি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এটাই যে,

সীতাকে পরপুরুষ স্পর্শ করেছে। যে সীতা রামের প্রেম, তাঁকে কি কয়েকটা সামাজিক রীতিনীতি দিয়ে বিচার করা উচিত? ভারতবর্ষ কখনও এটা ভেবেছে? সীতা বনবাসে কাটিয়েছেন। তাঁকে নিছক টেকেন ফর গ্র্যানটেড'-এর বেশি কিছু ভাবা হয়নি। রাম-লক্ষণ শিকার করেছেন ঠিকই, কিন্তু তিনটে লোককে খাওয়ানো, অতিথি- আপ্যায়নের দায়িত্ব, এ সবের কোনও ভূমিকা নেই। লঙ্কা জয়ের পর রাম সীতাকে তাঁর সামনে আনার সময় বলে দিলেন, যে রকম আছে তেমনই আনবে, কোনও সাজ- গোজ, অলঙ্কারের প্রয়োজন নেই। মানে, সীতাকে দেখে কোনও মোহ যাতে তৈরি না হয়। প্রেম থাকলে এটা সম্ভব? সীতাকে দেখার জন্য রামের আগ্রহে অধীর হয়ে ওঠারই কথা। সীতা কিন্তু অধীর ছিলেন রামের জন্য। সীতা শিবিকায় করে আসছিলেন, চার দিকে অসম্ভব ভিড়। রাম ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, সীতা পায়ে হেঁটে আসুন। তার পর সীতাকে পরিত্যাগকালে রাম অনায়াসে বলেছেন, 'লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুয়, সুগ্রীব, বিভীষণ, যাকে ইচ্ছে পতিত্বে বরণ কর'। তার পর, 'তুমি সচ্চরিত্রই হও আর অসচ্চরিত্রই হও, মৈথিলি, তোমাকে আমি ভোগ করতে পারিনে, তুমি যেন কুকুরে চাটা ঘি'। এ অপমান করবার অধিকার রাম কোথা থেকে গেলেন। সীতার জন্য যে বিলাপ, তা কি শোকোচ্ছ্বাস না পরিভোগ-বঞ্চিত কামুকের আর্তনাদ, এই প্রশ্নও তুলেছেন কেউ কেউ। মনে রাখতে হবে, রামের সঙ্গে বনে আসার কোনও দরকারই সীতার ছিল না। শুধু রামকে ছেড়ে থাকা দুঃসহ ছিল বলেই জোর করে সঙ্গে এসেছিলেন। এর পরই রাম সবচেয়ে বড়ো অন্যায়টি করলেন। অযোধ্যায় ফিরে আসার পর সীতা তখন সন্তান-সম্ভবা। গর্ভবতী সীতা বাল্মীকির আশ্রম দেখতে চাইলে রাম তাঁকে পাঠালেন ছলনা আশ্রয় করে। একা সীতাকে অনাথার মতো গঙ্গা পেরিয়ে বনের ধারে রেখে লক্ষ্মণ ফিরে যান। সীতা যে কোনও ভাবে আক্রান্ত হতে পারতেন। কত বড় অন্যায় করছেন, সেটা লক্ষ্মণও স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর কিছু করার ছিল না। সীতা যে রাতে দুই সন্তানের জন্ম দেন, শত্রুঘ্ন সে সময় বাল্মীকির আশ্রমেই উপস্থিত। রামের আদেশ না থাকায় সীতা ও তাঁর দুই সন্তানের সঙ্গে তিনি দেখা করতে পারেননি। এই কি রামরাজ্য? অন্যায়, তা সে যত বড়োই হোক, তার কোনও বিরোধিতা করা যাবে না? রাম নিজেই স্বীকার করেছেন, সীতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মূলত সম্ভোগের। সম্পর্কটা প্রধানত কামনার বলে মেনে নিলে সীতা তাঁর ভোগ্যবস্তু হয়ে ওঠেন। তাই প্রত্যাখ্যানের সময় রাম বলতে পারেন, তোমাকে আর পরিভোগ (সর্বপ্রকারে ভোগ) করতে পারব না। সীতার জন্যে রামকে কখনও কোনও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। হলে তাঁর প্রেমের পরীক্ষা হত। রাম যে সীতার জন্য নয়, কুলের মর্যাদা রক্ষা

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ নিয়ে মতুয়াদের আশঙ্কা রাজনৈতিক মহলে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২১ এপ্রিল ঃ ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ লোকসভা ভোটে কি মতুয়া অধ্যুষিত নদীয়ায় বিজেপির জন্য অশনি সংকেত হয়ে উঠতে পারে? ওই আইন ঘিরে মতুয়াদের হাবভাব দেখে তেমনই আশঙ্কা রাজনৈতিক মহলের। নিঃশর্ত নাগরিকত্বের পরিবর্তে শর্ত সাপেক্ষে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে মতুয়াদের একটি বড় অংশ প্রচারে নামছেন। সাধারণ নির্বাচনের আগে মতুয়া প্রধান দক্ষিণ নদীয়ার রানাঘাট লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের জন্যে যা মোটেই ভাল খবর নয়। মতুয়াদের বক্তব্য নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দূরে থাক সদ্য চালু হওয়া ওই আইনে একাধিক শর্ত সাপেক্ষে নিজেকে নাগরিক প্রমাণ করার যে প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে তাতে একই সঙ্গে তারা ক্ষুব্ধ এবং আতঙ্কিত। কেন্দ্র সরকারের তরফে এই প্রসঙ্গে যা বলা হচ্ছে তা বিভ্রান্তিকর। বহু প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছেন না তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে সর্ব ভারতীয় মতুয়া মহাসংঘের দক্ষিণ নদিয়া সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক বাবুল বিশ্বাস বলেন ২০০৩ সালে প্রথম যখন এই আইন আসে তাকে কালাকানুন বলে তার বিরুদ্ধে বড়মার নেতৃত্বে আমরা আন্দোলন করেছি। আমাদের মতুয়া মহাসংঘের ১০ দফা দাবী ছিল। যার মধ্যে প্রথমটি ছিল নিঃশর্ত নাগরিকত্ব। দু'দশক পড়েও আমাদের সেই দাবী পূরণ হল না। তাঁর বক্তব্য যে আইন আনা হয়েছে তার তিনটি পর্যায় রয়েছে। এক, নাগরিকত্বের জন্য জেলাশাসকের দফতরে যে আবেদন করতে হবে তাতে প্রথমেই ওই আবেদনকারী উদ্বাস্তু বা স্মরণার্থী বলে চিহ্নিত হয়ে যাবেন। তিনি বলেন এটা ভয়ঙ্কর বিষয়। এরপর তাকে প্রমাণ করতে হবে তিনি বাংলাদেশ বা অন্যত্র অত্যাচারিত হয়ে এদেশে এসেছেন। রাতের অন্ধকারে যারা প্রান হাতে করে পালিয়ে এসেছেন তাদের পক্ষে ওই প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব। বলা হয়েছে প্রমানে সন্তুষ্ট হলে তবে নাগরিকত্ব মিলবে। কিন্তু সন্তুষ্ট না হলে কি ঘটবে তাদের কপালে? তাদের কি ক্যাম্পে পাঠানো হবে? আমরা এমনটা চাইনি। আমরা মতুয়া সমাজের পক্ষ থেকে এই আইন মানব না। মতুয়া মহাসংঘের রানাঘাট এক নম্বর ব্লকের সভাপতি পরিমল বিশ্বাস বলেন আমাদের দাবী ছিল হিন্দু- বৌদ্ধ- শিখ- খ্রিষ্টান- পার্সি- জৈন - এই ছয় সম্প্রদায়ের মানুষ যারা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে ধর্মের কারণে বিতাড়িত হয়ে এসেছেন তাদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব। এদিকে আইন বলছে ২০১৪ সাল পর্যন্ত যারা এসেছেন নাগরিকত্বের আবেদন তাঁরা করতে পারবেন। তারপরে যারা এসেছেন বা আসছেন তাদের কি হবে? মতুয়াদের বক্তব্য সরকার বিভ্রান্তিকর কথা বলেছেন। একবার বলছেন কেউ বাদ যাবে না। আবার শর্ত দেওয়া হচ্ছে এদেশে ২০১৪ সালের আগে বসবাসের বিস্তারিত নথি দিয়ে হবে। তিনি বলেন আইনে বলা হয়েছে অন্যদেশ থেকে যারা এসেহেন তাদের সেখানকার পাসপোর্ট ভিসা, বা স্কুল সার্টিফিকেট বা লাইসেন্স বা ভাড়াটিয়া রসিদ ইত্যাদি নথি থাকতে হবে। সর্বস্ব খুইয়ে যারা পালিয়ে এলেন তাদের পক্ষে এসব দেওয়া সম্ভব? মানুষ সব বুজতে পারছে না। তাই আবেগে নাচানাচি করছে। নাগরিকত্ব নিয়ে ক্ষুব্ধ বিজেপির নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার এসসি মোর্চার সহ সভাপতি এবং মতুয়া মহাসংঘের নবদ্বীপ ব্লক সম্পাদক এবং জেলা কমিটির সদস্য রঞ্জিত মণ্ডল। তিনি বলেন নাগরিকত্বের নামে যে আইন আনা হয়েছে তাতে মতুয়াদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হল সেই সত্যিটা তুলে ধরব। অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারি বলেন, ২০০৩ সাল থেকে মতুয়া উদ্বাস্তুরা বিজেপিকে পাঁচবার ভোট দিয়েছে নিঃশর্ত নাগরিকত্ব পাওয়ার আশায়। কিন্তু এত শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যা এক কাপড়ে পালিয়ে আসা, গরীব মানুষের পক্ষে দাখিল করা সম্ভব নয়। উল্টে এই আইন নিয়ে জনমানসে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। তাঁরা মুখ ঘোরাচ্ছেন। যদিও এই প্রসঙ্গে রানাঘাটের সাংসদ বিজেপির জগন্নাথ সরকার পাল্টা বলেন ওদের নিঃশর্ত নাগরিকত্বই দেওয়া হচ্ছে। ন্যূনতম একটি শর্ত দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা আফগানিস্তান যেখান থেকেই আসুন তার নাম ঠিকানা সংক্রান্ত একটা নথি চাওয়া হয়েছে। এটা চাওয়া না হলে তো তালিবান, হিজবুল মুজাহিদিন বা লস্কর ই তৈবার জঙ্গিরা এসে বাংলার নাগরিকতা চাইবে। আমরা জানব কি করে? দেশের জন্য সেটা বিপজ্জনক হবে। সতর্কতা হিসাবে ওইটুকু চাওয়া। যদি তাও না থাকে অসুবিধা নেই। তিনি যে দীর্ঘদিন বসবাস করছেন সেটা জনপ্রতিনিধি বা বিশিষ্ট জনেরা সার্টিফাই করবেন। তাহলেই হল। কিছু গদ্দার তৃণমূলের দালালী করছে। সব বুঝেও রাজনীতির ঘোলাজলে মাছ ধরার চেষ্টায় নেমেছেন। তবে এতে সুবিধা হবে না।

তীব্র জল সংকটে ভুগছে তালা প্রতিমা রানী অঙ্গনারী কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২১ এপ্রিল ঃ বিকল দুইটি নলকূপ। তাই এই দাবদাহে ও অসস্থিকর গরমে চরম জলের সমস্যায় ভুগছে কালনার তলাগ্রামের তালা প্রতিমা রানী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খুদে পড়য়ারা। জলের সমস্যা তাই এই বিদ্যালয় থেকে মুখ ফিরিয়েছে বহু খুদে পড়ুয়ারা, মিড ডে মিলের রান্না করতে লোকের বাড়িতে গিয়ে জল আনতে হয় সহকর্মীদের। ক্যামেরার সামনে কোনো কথা না বললেও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চয়েতের প্রধান। ২০১৪ সালে স্থাপিত হয় কালনার তলাগ্রামের তালা প্রতিমা রানী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি। প্রথমে ভালো ছন্দে পড়াশোনা চলছিল এই কেন্দ্রটিতে। তালা, তোলা গ্রামের খুদেরা এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে হাজির হতো। ছন্দের তাল কাটে কয়েকমাস আগে, পর পর দুইটি নল বিকল হয়ে যাওয়ায়। পঞ্চায়েতকে বার বার জানানোর সত্ত্বেও কোনো লাভ পাননি এই কেন্দ্রের শিক্ষিকারা। এই দাবদাহে চরম জল সংকটে এই কেন্দ্রের কচিকাচারা। বাড়ি থেকে জল আনতে যদি ফুরিয়ে গেলেই স্কুলের আশেপাশের বাড়ি থেকে জল চাইতে যেতে হয়। এমনকি মিড ডে মিল রান্না করতেও জল আনতে লোকের বাড়িতে জল আনতে যেতে হয়। কালনার বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কয়েকবার জানিয়েও কোনো সুরাহা পাননি এই কেন্দ্রের শিক্ষিকারা। এই বিষয়ে পঞ্চায়েতে জানতে গেলে এই বিষয়ে কোনোভাবেই মুখ খুলতে চাননি তবে দ্রুত নলকূপ সারানোর আশ্বাস দেন প্রধান।

রান্না করতে গিয়ে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু গবাদি পশুর, আহত ১

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ এপ্রিল ঃ রান্না করতে গিয়ে ভয়াবহ আগুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদার মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর অঞ্চলের শীতলচন্ডি পাড়া এলাকায়। ঘটনায় একটি গবাদি পশু পুড়ে মৃত্যু হওয়ার সাথে এক মহিলাও আগুনে পুড়ে গুরুতর ভাবে আহত।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার দুপুরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকা জুড়ে। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নারায়ণ মন্ডলের বাড়িতে তাঁর স্ত্রী রেণুকা মন্ডল রান্নার কাজ করছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে রান্নাঘরে আগুন লাগে। দাউ দাউ করে আগুন গোটা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। ঘরের মধ্যেই বাধা ছিল একটি গবাদি পশু। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় গরুটির। ঘটনায় পুরে গুরুতরভাবে আহত হয় গৃহকর্তার স্ত্রী রেনুকা মন্ডল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারাই আগুন নেভাতে হাত লাগাই। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুনের নিয়ন্ত্রণে আসলেও গোটা বাড়ি আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। দিনমজুর পরিবারের বাড়ি আগুনে পুড়ে যাওয়ায় অসহায় হয়ে পড়েছে পরিবার। প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি বলে জানা যাচ্ছে। ঘটনাই সরকারিভাবে পরিবারটিকে সহযোগিতা করা হোক সেই দাবি রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের।

কালবৈশাখী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণ প্রদান করল বিধায়ক। গত ১৬ এপ্রিল রাতে কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল কুমারগ্রাম ব্লকের বিস্তর এলাকা। এদিন ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের হাতে ত্রিপল তুলে দেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ কুমার ওরাঁও। এই বিষয়ে বিধায়ক জানান ওই এমসিসি থাকায় ত্রাণ প্রদান করতে পারিনি তাই আজ ক্ষতিগ্রস্থদের হাতে ত্রিপল তুলে দিলাম।

রক্ত সংকট কালনা মহকুমা এন্ড সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২১ এপ্রিল ঃ তীব্র গরমে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ব্যাপক রক্ত সংকট। চরম অসুবিধায় হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগী ও রুগীর আত্মীয় পরিজনরা। রক্ত সংকট মেটাতে তড়িঘড়ি কালনার সমস্ত নার্সিংহোম ও ল্যাবের মালিকদের নিয়ে আলোচনায় বসেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বিগত সপ্তাহ ধরে ব্যাপক তাপপ্রবাহ শুরু হয়েছে বঙ্গে। হাসপাতালে রক্ত সংকট আরো দেখা দিয়েছে। প্রতিটি রক্তের গ্রুপেরই রক্তকার্য তো নেই বললেই চলে কালনা হাসপাতালে। কয়েকটা ক্যাম্প হল সেই ক্যাম্পে খুব কম সংখ্যক রক্ত কালেক্ট হয়েছে হাসপাতালে। তাই ব্যাক পরিমাণে রক্ত সংকট বিভিন্ন হাসপাতাল গুলির সাথে কালনা হাসপাতালেও। নদীয়া, হুগলি ও পূর্ব বর্ধমানের কালনার রোগী এই হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তাই এই হাসপাতালের গুরুত্ব অনেক বেশি। এই প্রসঙ্গে এদিন শনিবার কালনা মহকুমা হাসপাতাল সুপার চন্দ্র শেখর মাইতি তিনি জানান আমরা বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের সাথে কথা বলেছি কিছু ক্যাম্প হলেই এই রক্ত সংকট দূর হবে।

প্রায় ৪.৫ লাখ যাত্রী ব্লু লাইন থেকে গ্রীন লাইন ২ থেকে মার্চ শেষ পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন

কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ ১৫.০৩.২০২৪ থেকে গ্রীন লাইন ২ এর নদীর তলদেশে বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু হওয়ার পর থেকে ৩১.০৩.২০২৪ পর্যন্ত প্রায় ৪.৫ লক্ষ যাত্রী ব্লু লাইনের বিভিন্ন স্টেশন থেকে গ্রীন লাইন ২ এর বিভিন্ন স্টেশনে যাতায়াত করেছেন। এসপ্ল্যানেডের ইন্টারচেঞ্জিং স্টেশন ব্যবহার করে, কবি সুভাষ, কালীঘাট, দমদম এবং দক্ষিণেশ্বরের যাত্রীরা এখন হাওড়া, হাওড়া ময়দান এবং মহাকরণের মতো জায়গায় পৌঁছানোর জন্য গ্রীন লাইন ২ পরিষেবাগুলি সহজেই গ্রহণ করছে। ব্লু লাইন এবং গ্রীন লাইনের এই আন্তঃসংযোগ সময় বাঁচিয়েছে। এই যাত্রীদের মধ্যে এবং দক্ষিণ এবং উত্তর ২৪ পরগণা, হুগলি প্রভৃতির দূরবর্তী অঞ্চল থেকে আগত যাত্রীদের জন্য মসৃণ এবং হেঁচকি বিনামূল্যে পরিষেবা প্রদান করছে। এই ৪.৫ লক্ষ যাত্রীর মধ্যে ২.৩২ লক্ষ যাত্রী এসপ্ল্যানেড থেকে তাদের যাত্রা শেষ করেছেন। ব্লু লাইনের বিভিন্ন স্টেশন। আনুমানিক পরিসংখ্যান অনুসারে, প্রায় ২১৬০০ যাত্রী দমদম মেট্রো স্টেশন থেকে গ্রীন লাইন ২-এর বিভিন্ন স্টেশনে ভ্রমণ করেছেন এবং প্রায় ২০০০০ যাত্রী রবীন্দ্র সদন থেকে হাওড়া ময়দান, হাওড়া এবং মহাকরণের মতো জায়গায় ভ্রমণ করেছেন এসপ্ল্যানেডে। প্রায় ১৯,০০০ যাত্রী ভ্রমণ করেছেন কালীঘাট থেকে গ্রীন লাইন ২ এর বিভিন্ন স্টেশনে ওই সময়ের মধ্যে। প্রায় ১২,১০০ যাত্রী কবি সুভাষ থেকে গ্রীন লাইন ২ এর বিভিন্ন স্টেশনে ভ্রমণ করেছেন। প্রায় ৯,৬০০ যাত্রী দক্ষিণেশ্বর থেকে গ্রীন লাইনের এই প্রসারিত বিভিন্ন স্টেশনে ভ্রমণ করেছেন। এই ইন্টারচেঞ্জকে মসৃণ এবং আরও নমনীয় করার জন্য, ওল্ড এসপ্ল্যানেড স্টেশন (ব্লু লাইন) এবং নিউ এসপ্ল্যানেড স্টেশন (গ্রিন লাইন ২) এর মধ্যে যাত্রীদের বিরামহীন আদান-প্রদান নিশ্চিত করতে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে সারি ব্যবস্থাপক স্থাপন করা হয়েছে। এগুলো সব যাত্রীদের অবাধে চলাচল করতে দিচ্ছে। এই কিউ ম্যানেজারদের কৌশলগত ইনস্টলেশন গ্রীন লাইন ২ এবং ব্লু লাইন আবদ্ধ যাত্রীদের মিশ্রিত করার সম্ভাবনাও বাদ দিয়েছে। ইতিমধ্যেই লাগানো অসংখ্য ব্যানার এবং স্টিকার সহ এটি যাত্রীদের তাদের উপযুক্ত প্রবেশ / প্রস্থান পয়েন্ট, এস্কেলেটর এবং ট্রেনগুলিকে মসৃণভাবে খুঁজে পেতে ব্যাপকভাবে উপকৃত করেছে। মেট্রো স্টাফ এবং আরপিএফ কর্মীরা বিশেষত পিক আওয়ারে এসপ্ল্যানেডে যাত্রীদের অবাধ এবং দ্রুত বিনিময় নিশ্চিত করতে একযোগে কাজ করছে।

ভোটের আগেই হঠাৎই এলাকায় হাতির 'আবির্ভাব', চিন্তিত এলাকার মানুষজন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল ঃ জঙ্গলের মাঝে শিলিগুড়ি-ডুয়ার্সমুখী জাতীয় সড়কে দেখা গেল গজরাজকে! জাতীয় সড়ক থেকে মংপং জঙ্গলে চলে যায় হাতিটি। হাতিটি রাস্তায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। এদিকে হাতি দাঁড়িয়ে থাকায় সড়কের দুই ধারে বেশ কিছু গাড়ি আটকে পড়ে। হাতিটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার পরে ফের মংপংয়ের জঙ্গলের ভিতরে চলে যায়। এর পরই রাস্তায় গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক হয়। উল্লেখ্য, এই মংপং এলাকাতেই আগামি ২৬ এপ্রিল শুক্রবার লোকসভা ভোট। সেদিন লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা। তার আগে সেখানে এই ভাবে হাতি ঘোরাঘুরি করায় চিন্তিত এলাকার মানুষজন। এখন থেকেই তাই এই নিয়ে সতর্ক বন দফতর। জানা গেছে, ভোটের দিন মংপং ভোটকেন্দ্রের এই এলাকায় টহল দেবেন বনকর্মীরা। উত্তরবঙ্গের বহু জায়গায় হাতির আশঙ্কা আছে। এ কথা মাথায় রেখে এবারের নির্বাচনী ব্যবস্থার তালিকায় হাতি ঠেকোনার বিষয়টাও রাখা হয়েছে। যেসব বুথ- অঞ্চলে হাতির আনাগোনা বেশি, সেই সব বুথে বন দফতরের পক্ষ থেকে কর্মীরা মোতায়েন থাকবেন, এমনই ভাবা হয়েছে। এবং সেই মোতাবেক কাজও হয়েছে প্রথম দফার ভোটে। যেমন, হাতি ঠেকানোর ছবি দেখা গেল মালবাজার মহকুমার ক্রান্তি ব্লকের মেচ বস্তি এলাকায়। মেচ বস্তির যে প্রাথমিক স্কুলে ভোট হচ্ছিল, তার আশেপাশেই তারঘেরা জঙ্গল। এই জঙ্গল থেকে হামেশাই হাতির দল চলে আসে মেচ বস্তি এলাকায় এবং স্থানীয় স্কুলপ্রাঙ্গণ এলাকায়। ভোটাররা যাতে এই সব এলাকায় নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন সেজন্য বন দফতরের পক্ষ থেকে এই সব বুথের চারপাশে মোতায়েন করা হয়েছিল বনকর্মীদের। এর জেরে সেদিন সকাল থেকেই নিরুদ্বেগে ভোট দিয়েছেন মেচ বস্তির মানুষজন। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, ভোটের দিনে ভোর ছটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত এলাকায় পাহারা দেবেন বন দফতরের কর্মীরা। হাতির দল যাতে কোনওভাবেই ভোটকেন্দ্রে চলে আসতে না পারে, সেদিকে সারাদিন ধরে সতর্ক নজর রেখে চলবে বন দফতর। বন দফতরের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে ভোটাররা।

পূর্ব রেল দ্বারা তারকেশ্বর - বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্পের স্থান পরিদর্শন এবং স্থানীয়দের সাথে আলোচনা

কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেলওয়ে প্রকল্পের সমাপ্তির জন্য স্থান পরিদর্শন করলেন পূর্ব রেলওয়ের কনস্ট্রাকশন বিভাগের একটি প্রতিনিধিদল। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের নেতৃত্বে এবং চিফ আডমিনিসট্রেশন অফিসার (কনস্ট্রাকশন) এবং ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার সহ দলটি স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্বেগ দূর করতে এবং এই গঠনমূলক উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা কামনা করেন। পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ পরিদর্শনের সময়ে এই প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান, ভবদিঘির স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে মতবিনিময় করেন। গ্রামবাসীদের কাছে ভবদিঘি পুকুর এলাকার তাৎপর্য স্বীকার করে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত করেন যে, স্থানীয় জীবিকার উপর কোনো বিরূপ প্রভাব কমানোর জন্য তারা সক্রিয়। বিশেষ করে, তাদের মৎস্য চাষ ও জল সরবরাহের দিকে নজর রেখে ভবদিঘির প্রভাবিত জমির সমপরিমাণ এলাকায় দিঘি প্রসারন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। গোঘাট-কামারপুকুর অংশের বাসিন্দাদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে রেলওয়ের প্রকল্পের বিষয়ে তাদের আশঙ্কা এবং আকাঙ্ক্ষার মূল্যবোধের বিনিময় ঘটে। উন্মুক্ত কথোপকথন এবং স্বচ্ছ যোগাযোগের মাধ্যমে, পূর্ব রেলওয়ের লক্ষ্য সমস্ত অংশীদারের মধ্যে আস্থা ও সহযোগিতা গড়ে তোলা। কামারপুকুর, জয়রামবাটি, বড়গোপীনাথপুর, ময়নাপুর এবং গোকুলনগর - জয়পুরে প্রস্তাবিত স্টপেজগুলির সাথে হুগলি জেলার পূর্ব রেলওয়ে অংশের সাথে সংযোগ করার চাবিকাঠি এই রেল প্রকল্পটি। প্রয়াগরাজ, অযোধ্যা, কাটরা এবং খাজুরাহোর মতো দেশের অন্যান্য অংশ সাক্ষ্য বহন করে রেলের সম্প্রসারণ এলাকায় পর্যটন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনুঘটক রূপে কাজ করে এবং আনুষঙ্গিক ব্যবসাকে উৎসাহিত করে। বর্তমানে, বিষ্ণুপুর-জয়রামবাটি-কামারপুকুর- তারকেশ্বরের পর্যটন সড়ক পরিবহনের উপর নির্ভরশীল যা কেবল ভ্রমনে সময়ই ব্যয় করে না, সাথে বিপজ্জনক। বর্তমানে, হাওড়া - গোঘাট লোকাল ট্রেন ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট সময় নেয় এবং যদি বিষ্ণুপুর পর্যন্ত সংযোগ স্থাপন করা হয় তবে আরও ৩০ মিনিট সময় নেবে অথচ বিষ্ণুপুর পর্যন্ত একটি বাস ৫ ঘন্টার বেশি সময় লাগবে যেখানে একটি ইএমইউ ট্রেনে ৩ ঘন্টায় যাত্রা সম্ভব। ইএমইউ ট্রেনে হাওড়া থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত ভাড়া হবে প্রায় ৩০ টাকা যেখানে বাসে যাত্রার ভাড়া হবে প্রায় ১৫০ টাকা। তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্পটি এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করে। মসৃণ ভ্রমণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, রেলের এই উদ্যোগ এই অঞ্চলটিকে পর্যটন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। সকল অংশীদারীর সহযোগিতায় এবং একটি প্রাণবন্ত তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেল উপলব্ধ করার সময় এসেছে। ঐতিহাসিক এই পরিদর্শনের মাধ্যমে পূর্ব রেলে তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেলপথের উন্নত ভবিষ্যত ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে।

ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ এপ্রিল ঃ ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত। দিনহাটার পর এবার কোচবিহারে ডাউয়াগুড়ি এলাকায় বিজেপি অঞ্চল কনভেনারকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রাত ৯.১৫ মিনিট নাগাদ এলাকার লাইট বন্ধ করে দিয়ে বিজেপির অঞ্চল কনভেনার সুজিত কুমার দাস কে বেধড়ক মারধর করা হয়। তাকে অসংখ্য জনক অবস্থায় কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে।

ভোট শেষ, রাস্তায় পড়ে রয়েছে ফেস্টুন ব্যানার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল ঃ ভোট শেষ জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের। এখনও রাস্তা ঘাটে বিভিন্ন দলের নির্বাচনী প্রচারের ফেস্টুন- ব্যানার পড়ে রয়েছে। যদিও রবিবার দুপুর ১ টা নাগাদ জলপাইগুড়িতে দেখা গেল তৃণমূল নেতৃত্বরা দলীয় ফেস্টুন-ব্যানার খোলা শুরু করেছে। তৃণমূল নেতা দিলীপ বিশ্বাস জানান জলপাইগুড়ির দৃশ্য দূষণ রুখতে আমরা ব্যানার- ফেস্টুন খোলা শুরু করেছি। জলপাইগুড়ি বাসিন্দা উত্তম সাহা জানান, ভোট শেষ তাই প্রত্যেক টি দলের উচিত দ্রুত নির্বাচনী ব্যানার-ফেস্টুন দলীয় পতাকা খুলে ফেলা।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে ঢুকল লরি, আহত ৩

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২১ এপ্রিল ঃ নদীয়া জেলার শান্তিপুরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকে গেল একটি লরি। রবিবার সকালে শান্তিপুর থানার গোবিন্দপুর বাবলা বাইপাস ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে দুটি লরির সংঘর্ষে আহত হয়েছেন তিনজন। তাদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতদের শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার সকালে শান্তিপুর থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর বাবলা বাইপাস ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে দুটি লরির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় ৩ জন আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মামলা রুজু করে পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রায়ঢাক নদী থেকে শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল ঃ তুফানগঞ্জ রায়ঢাক নদীতে গত শুক্রবার রাতে মায়ের কোল থেকে ১.৫ বছরের শিশু সন্তান পরে যায়। পরবর্তীতে সন্ধান চালানো হয় ছোট্ট শিশুটির। তুফানগঞ্জ ব্লক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে নদীতে উদ্ধার কার্যে নামেন সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীরা, সারাদিন স্পিড বোর্ড দিয়ে উদ্ধার কার্য চালানোর পরও পাওয়ায়নি জিসান দাস নামের ওই শিশুর। শিশুটিকে অবশেষে রবিবার সকালে স্থানীয় লোকজন বাচ্চাটির মৃতদেহ রায়ঢাক নদীতে ভেসে উঠতে দেখে। খবর দেয় পুলিশ প্রশাসনকে, তুফানগঞ্জ পুলিশের তত্বাবধানে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

শাহনাওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে মিছিল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে ইংরেজবাজার শহরের বিভিন্ন এলাকায় মিছিল। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী ছাড়াও ইংলিশ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, তৃণমূল কংগ্রেসের শহর সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারি, জেলা যুব নেতা সৌমিত্র সরকার, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিত দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। মিছিলের মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানানো হয়।

ভোট প্রচার ছেড়ে রক্তের যোগান দিতে এগিয়ে এলো কর্মচারীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ এপ্রিল ঃ রবিবারে ভোটের প্রচার ছেড়ে রক্ত সংকটের মত সামাজিক সমস্যা নিরসনে এগিয়ে এলো মালদা জেলা রাজ্য সরকারি ফেডারেশন। ব্লাড ব্যাংকের শতাধিক রক্তের যোগান দিতে এগিয়ে এলো সমস্ত কর্মচারীরা।

রাজনৈতিক দলকে ভোট প্রচারেই ব্যস্ত সমস্ত রাজনৈতিক দল। এই মূহুর্তে ব্লাড ব্যাংকের ভাড়ার একেবারে শূন্য। এই পরিস্থিতিতে ভোটের প্রচারের মধ্যে আটকে না রেখে রবিবার মালদা মেডিকেল কলেজে একটি রক্তদান শিবিরর আয়োজন করে তৃণমূলের কর্মচারী ফেডারেশন সংগঠন মালদা জেলা রাজ্য সরকারি ফেডারেশন। এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি চিরঞ্জিত মিশ্র(বাবু) ও পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। ফেডারেশনের শতাধিক কর্মচারী এই রক্তদান শিবিরের রক্ত প্রদান করেন। পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী জানিয়েছেন , এই মুহূর্তে মালদা জেলায় চরম রক্ত সংকট রয়েছে আমরা সবসময় মানুষের জন্য কাজ করে যাই। ফেডারেশনের কর্মচারীরা এই মুহূর্তে রক্তদান শিবির করে মহান কাজ করেছে। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি চিরঞ্জিত মিশ্র(বাবু) জানিয়েছেন, রাজনীতির পাশাপাশি আমরা সারা বছর সামাজিক কাজে ব্যস্ত থাকি। এই মুহূর্তে ভোট ও প্রচন্ড গ্রীষ্মের দাবদাহ থাকায় রক্তদান শিবির কমে গেছে। তাই আমরা রক্ত সংকট মেটাতে একদিন ভোট প্রচারে না গিয়ে এই সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করেছি।

রবিবাসরীয় জমজমাট প্রচার, মমতাকে চায়ে পে চর্চায় আমন্ত্রণ সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২১ এপ্রিল ঃ আগামী ২৬ এপ্রিল বালুরঘাট লোকসভা আসনে ভোট, তার আগে বালুরঘাটে জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচার। বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের কেন্দ্রে প্রচারে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দুপুরে প্রচারে বেরিয়ে তৃণমূল নেত্রীকে তাঁর বাড়িতে চা খেয়ে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত। তিনি জানালেন, চা খেতে খেতে দক্ষিণ দিনাজপুরের উন্নয়ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। রবিবার সকালে প্রচারে বেরিয়ে সুকান্ত কটাক্ষের সুরেই বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রীর রকে বসে মানুষের সঙ্গে মেশা উচিত।'' তার পরেই মুখ্যমন্ত্রীকে চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে সুকান্ত বলেছেন, ''আসুন মুখ্যমন্ত্রী আমার বাড়িতে চা খেয়ে যাবেন। চা খেতে খেতে জেলার উন্নয়ন নিয়ে কথা বলা যাবে।''

হাইমাস্ট পথবাতি বসানো হল প্রশাসনের তরফে, খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল ঃ ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি এলাকায় হাইমাস্ট পথবাতি বসানো হল প্রশাসনের থেকে। ফালাকাটা

ব্লকের তাসাটি ফুটবল মাঠ এলাকায় পথবাতি না থাকার জন্য রাতে পুরো অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিলো এলাকা। সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা জানান, রাতে অন্ধকার ছড়িয়ে থাকত এলাকা। চলাচল করতে ভীষণ সমস্যা হত। পথবাতি লাগানোর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন মহলে দীর্ঘদিন ধরেই আবেদন করা হয়েছিল। রবিবার ওই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলো প্রশাসন। এদিন সংশ্লিষ্ট এলাকার উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন হাইমাস্ট লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

প্রবাসী বিজ্ঞানীকে সম্মান জানালো ভাষা সংসদ-অনুবাদ পত্রিকা

কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান বিষয়ক 'নেচার' পত্রিকার লেখিকা কানাডা প্রবাশী আনন্দী ভট্টাচার্য্যকে তার বহুমুখি কাজের জন্যে সম্মানীত করল কলকাতার ভাষা সংসদ- অনুবাদ পত্রিকা। কলকাতার ভবানীপুর এডুকেশান সোসাইটিতে এক অনুষ্ঠানে এই সংস্থার পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানে তার হাতে 'অনন্য সৃজন' পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতোকোত্তর করে স্কলারশীপ নিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্যে আমেরিকা যান আনন্দী। তারপর এইচ আই ভি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন কানাডার টরেন্টোতে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নানারকম পুঁতি সংগ্রহ করে মালা গেঁথে বন্ধুদের উপহার দেওয়া ছিল তাঁর নেশা ও ভালোবাসা। গান, নাচ এবং আঁকাতেও তিনি সমান পারদর্শী। কোভিডের ঠিক আগে স্বামী এবং শিশুপুত্রকে নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। স্বামী আই আই এম বেঙ্গালুরুতে অর্থনীতির অধ্যাপক। সেই সূত্রে বর্তমানে তিনি বেঙ্গালুরুতে থাকেন। আনন্দী জানান, তার কাজের জন্যে এই পুরস্কার পেয়ে তিনি খুবই খুশি। তিনি বলেন, কোভিডের পর দেশে ফিরে তার নেশাই হয়ে ওঠে তাঁর পেশা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ইদনানা ক্রিয়েশনস্' বিখ্যাত পত্রিকা সানন্দার বোধন ২০২৩ সংখ্যায় গহনার আলোকচিত্র সহ আলোচিত ও সমাদৃত। খুব শীঘ্রই আনন্দী-র ইদনানা ক্রিয়েশনস্ হীরের অলঙ্কার এর জগতে প্রবেশ করছে। এই পুরস্কার আনন্দীকে আরো নিত্যনতুন কাজে অনুপ্রেরনা যোগাবে বলে তিনি মনে করেন। আনন্দী ছাড়াও এদিন অনন্য সৃজন সম্মান তুলে দেওয়া হয় বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী সুব্রত ঘোষ, চলচিত্র নির্মাতা শঙ্খ ঘোষ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর দেবাঞ্জন পান এবং বিশিষ্ট নিউরো সার্জেন্ট ডক্টর অমিতাভ চন্দের হাতে। পুরস্কার তুলে দেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলী, চলচিত্র নির্দেশক ও পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশনের উপদেষ্টা সুদেষ্ণা রায়।

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম বালুরঘাট সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর
মিস সাকসেশন- ১৫ / ২০২৩

দরখাস্তকারী — **প্রতিপক্ষ**
রিঙ্কু শীল (মণ্ডল) দিং — **সন্ধ্যা মণ্ডল দিং**

এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীগণ অর্থাৎ ১) রিঙ্কু শীল (মণ্ডল), স্বামী - মৃত সুবল মণ্ডল, ২) আয়ুষ কুমার মণ্ডল, পিতা- মৃত সুবল মণ্ডল, উভয়ের সাকিন- বঙ্গী বৈদনাথপাড়া, পোঃ - খিদিরপুর, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর এর স্বামী সুবল মণ্ডল, পিতা- মৃত ফণিন্দ্রনাথ মণ্ডল, সাকিন- বঙ্গী বৈদনাথপাড়া, পোঃ - খিদিরপুর, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর এর নামে L.I.C. Balurghat branch, P.O. & P.S.- Balurghat, Dist- Dakshin Dinajpur এ 452180336 নং Policy তে কিছু টাকা গচ্ছিত রহিয়াছে। উক্ত টাকা পাইবার নিমিত্তে দরখাস্তকারীগণ উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত টাকার ব্যাপারে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে আগামী ইং. ২১।০৫।২০২৪ তারিখে আপনি বা আপনারা স্বয়ং নিদ্ধারিত দিবসে আদালতে হাজির হইয়া বা কোন উইলবাবু মারফৎ নিজ নিজ আপত্তি দাখিল করিবেন। নচেৎ আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।
এই বিজ্ঞপ্তি ইং......... তারিখে আদালতের সীলমোহর যুক্ত মতে দেওয়া হইল।

SCHEDULE (A) OF THE PROPERTY
Deceased Name- Subal Mondal
Policy No. -452180336
Amoumt - Rs. 30.000/- (Thirty Thousand Only) + interest if any Laying with LICI Balurghat branch, P.O. & P.S.- Balurghat, Dist- Dakshin Dinajpur

By Order
Sd/- Sujit Dhar Dey
Serstadar
Civil Judge (Junior Divn.)
Balurghat, D/Dinajpur
Date- 10.04.2024

4 th CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T No. WBMAD/ DKM/CP/e-NIT-292/2023 24, Bid Submission closing date (Online)- 30/04/2024 instated of 19/04/2024 and Bid Submission opening date (Online) 06/05/2024 instated of 23/05/2024. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

সিল্ক নিয়ে অনেক ফ্যাশন ডিজাইনার অনলাইন আর অফলাইনে কাজ করছেন

সিল্কের উৎপত্তি হয়েছিল সুদূর চীনে। প্রায় দুই হাজার বছর পর্যন্ত তারা সিল্ক উৎপাদনের পদ্ধতি গোপন রাখতে পেরেছিল। এরপর পদ্ধতিটা ফাঁস হয়ে যায়। সারা দুনিয়াতেই ধীরে ধীরে সিল্কের বিস্তার ঘটতে থাকে।

সিল্ক নিয়ে আমাদের ইতিহাসটাও কম গর্বের নয়। টাঙ্গাইলে হ্যান্ডলুমে আর রাজশাহীতে যন্ত্রের বুননে তৈরি হচ্ছে রেশমের কাপড়। গুণগত মানের দিক থেকে এগিয়ে রাজশাহীর সিল্ক। রাজশাহীর কাপড় খুব পাতলা হয়, পরতেও বেশ আরাম। পিওর সিল্ক, বলাকা সিল্ক, অ্যান্ডি সিল্ক, ক্রেপ সিল্ক, সাটিন সিল্ক, সিফন সিল্ক, তসর সিল্ক, সফট সিল্ক, ধুপিয়ান সিল্কএকই কাপড়ের নানা নাম, নানা ভেলকি। সিল্কের যত ধরনই থাক, প্রকাশ একটাইআভিজাত্য। আর শাড়িতে যেন তা পুরোপুরি ফুটে ওঠে!

রাজশাহীতে সপুরা সিল্ক মিলস শাড়ি উৎপাদনের জন্য সারা দেশেই জনপ্রিয়। নগরের বিসিক এলাকায় তাদের কারখানার সঙ্গেই রয়েছে বিশাল বিক্রয়কেন্দ্র। সেটির ব্যবস্থাপক আমিনুল হক জানান, তাঁদের ৩০ থেকে ৩৫ রকমের মসলিন সিল্ক শাড়ি রয়েছে। প্রতিদিনই যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন সংগ্রহ। পিওর টাঙ্গাইল সিল্ক শাড়ির দাম ৭ হাজার থেকে ২০ হাজার। এসব শাড়িতে আছে এমব্রয়ডারি, অ্যাপ্লিক, ডিজিটাল প্রিন্ট, স্ক্রিন প্রিন্ট, ভেজিটেবল ডাই, বাটিকের ছোঁয়া।

শাড়ির পাশাপাশি সিল্কের থান কাপড়ের জন্যও সপুরার পরিচিতি আছে। সিল্কের ওপরে ভেজিটেবল ডাইয়ের কাপড় কিনতে খরচ পড়বে গজপ্রতি ১ হাজার থেকে ১২০০ টাকা। মসলিনের ওপর জামদানি নকশার কাপড় বিক্রি হচ্ছে ১১৫০ টাকা গজ। অ্যান্ডি সিল্কের ওপর জামদানি কাজের কাপড় কিনতে গজপ্রতি গুনতে হবে ১৪৫০ টাকা। এদিকে মসলিনের ওপর ডিজিটাল প্রিন্টের কাপড়ের দাম ৯৫০ টাকা। স্ক্রিন প্রিন্ট হলে দাম খানিকটা কম, গজপ্রতি ৫৫০ টাকা। সব মিলিয়ে সিল্কভেদে প্রতি গজ ৫০০ থেকে ১৫০০ টাকা। তাই আপনার যদি নির্ভরযোগ্য দরজি থাকে, তাহলে 'দামে কম মানে ভালো' সিল্ক সংগ্রহ করে পছন্দমতো নকশায় বানিয়ে নিতে পারেন ঈদের পোশাক। তাতে দাম কম পড়ার পাশাপাশি আরেকটা যে সুবিধা পাবেন, সেটা হলো আপনার পোশাকটি হবে এক পিস!

সপুরা সিল্ক মূলত সিল্ক কাপড়ের উৎপাদক। এখান থেকে সিল্ক নিয়ে অনেক ফ্যাশন ডিজাইনার অনলাইন আর অফলাইনে কাজ করছেন। একরঙা কাপড় নিয়ে বৈচিত্র্যময় নকশা করছেন। ফলে সিল্কের জনপ্রিয়তা এখন যেকোনো সময়ের চেয়ে তুঙ্গে। শাড়ির পাশাপাশি পাঞ্জাবি, শার্ট, ওড়না, স্কার্ফ, শ্রাগ, কেপ, কোটি, জ্যাকেটও তৈরি হচ্ছে সিল্কে। সুতা থেকে সিল্ক তৈরির প্রথম যে ধাপ, মানের সিল্ক, সেটা দিয়েও আজকাল তৈরি হচ্ছে চমৎকার নকশার শাড়ি। অনেক প্রতিষ্ঠান এটাকে মসলিন বলে বিক্রি করে, তবে এটা সিল্কের একটা পর্যায়। এ ছাড়া বেনারসি ও জামদানির সঙ্গে অনেকে টুকরা সিল্কের নকশায় ফিউশন ঘটাচ্ছেন। তাতে শাড়ির জমকালো ভাবটা হচ্ছে অন্য রকম। মসলিন শাড়ি পরলে ফুলে থাকে, এমন অভিযোগ অনেকের। এ সমস্যার সমাধানে সিল্ক ও মসলিন সুতার মিশ্রণে একটু নরম কাপড় তৈরি করছে আড়ং। সিল্ক আর সুতিরও মিশ্রণ হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই একরঙা একটি শাড়ির পাড়ে চিকন লেস লাগিয়েই খেল খতম। আবার আঁচল, পাড়ে থাকে এমব্রয়ডারি আর চুমকির কাজ। টাঙ্গাইল শাড়ী কুটিরের স্বত্বাধিকারী মুনিরা এমদাদও ঈদ উপলক্ষে এনেছেন সিল্ক শাড়ির নতুন সংগ্রহ। এই ফ্যাশন উদ্যোক্তা জানান, সিল্কের ওপর এখন নানা ধরনের প্রিন্ট-শিবরি, টাই-ডাই, ব্লক প্রিন্টের কাজ হলেও একরঙা সিল্কের আবেদন ও জৌলুশ কমেনি। মুনিরা এমদাদ বলেন, সিল্কের শাড়ি ফেলে রাখলে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, তাই মাঝেমধ্যে ভাঁজ ভেঙে পরতে হয়। দেশের জনপ্রিয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড আড়ংয়ে মেলে বিভিন্ন দামের পোশাক। আড়ংয়ের সাবব্র্যান্ড 'হার স্টোরি' লাক্সারি আর এক্সক্লুসিভ সংগ্রহ তৈরি করে। কেবল ঢাকার গুলশান, বনানী আর উত্তরা (সম্প্রতি খোলা হয়েছে) আউটলেটে মিলবে 'হার স্টোরি'র কর্নার। আর আছে চট্টগ্রামের ষোলশহরে। হার স্টোরির সব সংগ্রহই তৈরি হয় সিল্ক কাপড়ে। এখানে আছে শাড়ি, টপ, কেপ, শ্রাগ, জ্যাকেট, স্কার্ফ ইত্যাদি। একেকটি নকশার মাত্র পাঁচ থেকে ছয়টি সংগ্রহ থাকে। যেখানে একটি স্কার্ফের দাম পাঁচ হাজার থেকে শুরু। সব মিলিয়ে এই সংগ্রহগুলোর দাম একটু বেশি, তবে আভিজাত্য আছে ষোলো আনা। সিল্কে তৈরি টপ, কোটি, ওয়ান পিসগুলোর দাম ১০ হাজারের মতো। কিছু জ্যাকেট আছে দাম ৩০ হাজার টাকা।

সিল্কের কামিজ, শার্ট, পাঞ্জাবির সংগ্রহেও ভেজিটেবল ডাইয়ের নকশা করে ফ্যাশন হাউস অরণ্য। সেখানে শাড়ির বাইরে আরও মিলবে নানা রকম সিল্কের স্কার্ফ।

ফ্রেন্ডশিপ কালারস অব চরসের প্রধান ডিজাইনার হাসান ইমাম ঈদ উপলক্ষে বাজারে এনেছেন সিল্কের বেনারসি। সঙ্গে রয়েছে বেশ কিছু টপ আর ওয়ান পিস। সিল্কের বেনারসি শাড়িগুলোর দাম ৩৬ হাজার থেকে ৪৫ হাজার টাকা। অ্যান্ডি সিল্কের পাঞ্জাবি আর কুর্তির দাম ৪ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকার মধ্যে।

সিল্কের এত এত ভোলবদলের ভেতর ভালো সিল্ক চেনার উপায় কী? ২৭ বছর ধরে রেশম উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত আছেন দোয়েল সিল্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জি এম আলমগীর। এই অভিজ্ঞ সিল্ক ব্যবসায়ী জানালেন, সিল্কের ওজন যত বেশি, মানে তত ভালো। তবে আজকাল পলিয়েস্টার মিশিয়ে ওজন বাড়ানো হচ্ছে। তাই সিল্ক কেনার আগে যাচাই করে নেওয়া উচিত, এটা আসল কি না। যাঁরা গজ কাপড় কিনবেন, তাঁরা কাপড়ের কোনার একটু অংশ আগুনে পুড়িয়ে দেখুন। ছাই হয়ে গেলে বুঝবেন, রেশমের সুতায় তৈরি সিল্ক। পৃথিবীর ৩৬টি দেশে একই পদ্ধতিতে রেশম উৎপাদন করা হয়। সব জায়গায় এই পদ্ধতিতেই সিল্ক চেনা হয়। পোড়ানোর পর গন্ধ বের হবে এবং পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

জমকালো যেকোনো আয়োজনে নিজেকে মিনিমালিস্টিক ও অভিজাত লুকে উপস্থাপন করতে সিল্ক শাড়ির তুলনা হয় না। সিল্কের শাড়ির সঙ্গে মুক্তার গয়নার জুটি রীতিমতো ক্ল্যাসিক। অ্যান্টিক ধাঁচের বা রুপার গয়নাও ভালো মানাবে। তবে সিল্ক কাপড়ের আবেদনই যেহেতু জৌলুশময়, তাই গয়নায় বাড়াবাড়ি না থাকাই সমীচীন। আর মেকআপও যেটুকু না করলেই নয়, ততটুকু। এককথায়, সিল্কের পোশাকের সঙ্গে আর সবকিছুই সাদামাটা রাখা ভালো। তাতে আপনার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে আর সিল্কের জৌলুশও হারাবে না।

দেশি ডিজাইনাররা এখন নিয়মিত বিয়ের সংগ্রহ আনছেন। চাইলে ফরমাশ দিয়েও বানিয়ে নিতে পারেন। বাজেটটা হয়তো তৈরি পোশাকের চেয়ে একটু বেশি হবে, তবে দেশের টাকা দেশেই থাকবে।

সড়ক দুর্ঘটনার শিকার পঙ্কজ ত্রিপাঠীর বোন ও শ্যালক

ধানবাদ, ২১ এপ্রিলঃ বলিউড অভিনেতা পঙ্কজ ত্রিপাঠীর বোন ও শ্যালক ধানবাদের নিসারায় সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। পঙ্কজ ত্রিপাঠির শ্যালক রাজেশ এই দুর্ঘটনায় মারা গেছেন এবং তার বোন সবিতা তিওয়ারির অবস্থা গুরুতর। সবিতা তিওয়ারিকে ধানবাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যেখানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। বলা হচ্ছে, পঙ্কজ ত্রিপাঠির বোনের জামাই তার সুইফট গাড়িতে বিহারের গোপালগঞ্জ থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। বিকেল ৩টা থেকে সাড়ে ৩টার মধ্যে ঝাড়খণ্ডের ধানবাদের নিসারায় ১৯-এ তার গাড়ি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা খায়। সংঘর্ষ এতটাই মারাত্মক ছিল যে গাড়িটি সামনের দিক থেকে দুভাগ হয়ে যায়। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন দুজনকে গাড়ি থেকে বের করে। কিন্তু ততক্ষণে রাজেশ তিওয়ারি মারা গেছেন। অন্যদিকে পঙ্কজ ত্রিপাঠীর বোন সবিতা তিওয়ারি মাথায় আঘাতের কারণে গুরুতর আহত হয়েছেন। যাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় ধানবাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখানকার চিকিৎসক দল প্রতিনিয়ত তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। তথ্য অনুযায়ী, রাজেশ তিওয়ারি নিজেই গাড়িটি চালাচ্ছিলেন।

আবগারি দুর্নীতি মামলায় এবার প্রাক্তন আমলাকে হেফাজতে নিলো ইডি

রায়পুর, ২১ এপ্রিলঃ লোকসভা ভোটের মুখে আবারও নড়েচড়ে বসলো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। জানা গিয়েছে, আবগারি কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত আর্থিক তছরুপ মামলায় প্রাক্তন আইএএস অফিসার অনিল তুতেজাকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইডির ছত্তিশগড় আঞ্চলিক অফিস অনিল তুতেজাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে বলে জানা গেছে। মদ ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যোগসাজশ করে প্রাক্তন আইএএস অনিল তুতেজা এই কেলেঙ্কারি চালিয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। উল্লেখ্য, ২০০৩ ব্যাচের ওই আমলা গত বছর সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর নিয়েছেন। জানা গিয়েছে, দু'হাজার কোটি টাকারও বেশি এই মদ কেলেঙ্কারিতে গত ৮ এপ্রিল চার্জশিট দাখিল করেছিল ইডি, কিন্তু প্রসিড অফ ক্রাইম প্রমাণিত না হওয়ায় মামলা বাতিল করে দেয় আদালত।

এরপরই অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার অনিল তুতেজা ও অন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নতুন করে অভিযোগ দায়ের করে হেফাজতে নেয় ইডি। সূত্রের খবর, ওই আইএএস অফিসারকে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ)-এর আওতায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

ফের সাফল্য, ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে এনকাউন্টারে নিহত এক নকশাল

রায়পুর, ২১ এপ্রিল ঃ ছত্তিশগড়ে নকশাল বিরোধী অভিযানে ফের উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। রবিবার ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হয়েছে এক নকশাল। পুলিশ জানিয়েছে, বিজাপুর জেলার ভৈরামগড়ের কেশকুতুল এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে এক নকশাল নিহত হয়েছে। উচ্চপদস্থ এক পুলিশ কর্তা বলেছেন, রবিবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ বিজাপুর জেলার ভৈরামগড়ের কেশকুতুল এলাকায় বনাঞ্চলে সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে নকশালদের গুলির লড়াই শুরু হয়। সেই গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে এক নকশাল। নিহত নকশালের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলছে।

গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন

হলদিয়া,২১ এপ্রিলঃ দোকানের গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন লাগল হলদিয়া চৈতন্যপুরে। চা ও ফলের জুসের দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। রবিবার বেলা ১১ টা ৪৫ মিনিট নাগাদ আগুন লাগে। আপাতত দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে ঘটনাস্থলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন আপাতত নিয়ন্ত্রণে। প্রচণ্ড গরমের কারণেই গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ওই দুর্ঘটনা বলছেন স্থানীয়রা।

সন্দেশখালির ঘটনা গোটা মানবতাকে লজ্জিত করেছে বিশ্বেঃ রাজনাথ

কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং। রবিবার পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রচারে রাজনাথ সিং বলেছেন, সন্দেশখালির ঘটনা গোটা মানবতাকে লজ্জিত করেছে বিশ্বে। রাজনাথ বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সাংস্কৃতিক নবজাগরণের প্রধান কেন্দ্র। বাংলার গৌরবময় অতীত রয়েছে। চৈতন্য মহাপ্রভু, রাজা রাম মোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সমাজ সংস্কারক এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির মতো জাতীয়তাবাদী বীররাও এই ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সাথে সাথেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতার পরিবেশ, গুন্ডা ও দুষ্কৃতীদের সাহস বেশি এবং এখানকার ভালো মানুষরা ভয় পাচ্ছে। মহান সংস্কৃতির এই পণ্ডিতদের ভূমি এখন মমতার শাসনে দেশে অপরাধ ও সাম্প্রদায়িকতার জন্য পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সন্দেশখালির মতো ঘটনা ঘটে। এবার জনতা যদি পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির পতাকা ছড়িয়ে দেন তাহলে সন্দেশখালির মতো ঘটনা ঘটানোর সাহস কেউ পাবে না। পশ্চিমবঙ্গকে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত করার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে রাজনাথ সিং বলেছেন, এমনকি ইডি এবং সিবিআই পশ্চিমবঙ্গে গুন্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, যেখানে আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। যে কোনও রাজ্যের উন্নতির প্রথম শর্ত হল ভাল আইন-শৃঙ্খলা থাকতে হবে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শুধু গুন্ডা ও দুষ্কৃতীরাই শক্তিশালী। সন্দেশখালির ঘটনায় গোটা মানবতাকে লজ্জিত করেছে বিশ্বে। পশ্চিমবঙ্গে খাদির আড়ালে লুটপাট চলছে। নিয়োগের জন্য অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটছে। মাঝে মাঝে মনে হয় তৃণমূল কংগ্রেসই একমাত্র কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রীর নামে মমতা থাকলেও তিনি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখেন না। শ্রী সিং বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্রদের কল্যাণে অনেক প্রকল্প শুরু করেছেন। গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার আওতায় দেশের ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল সরকারের কারণে বাংলার মানুষ এই সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গেও জল-জীবন মিশন সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। মানুষকে স্থায়ী বাড়ি দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা শুরু হয়েছিল, যার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবর্তন করে বাংলা আবাস যোজনা করেছিলেন। গরিবদের যে বাড়ি দেওয়া উচিত তা তাদের দেওয়া হচ্ছে না, তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের দেওয়া হচ্ছে। ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যের স্বাস্থ্য বীমা সহ আয়ুস্মান ভারত প্রকল্পও পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োগ করা হয়নি। কিষাণ সম্মান নিধির অধীনে সারাদেশের কৃষকদের অর্থ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের এই সুবিধা নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

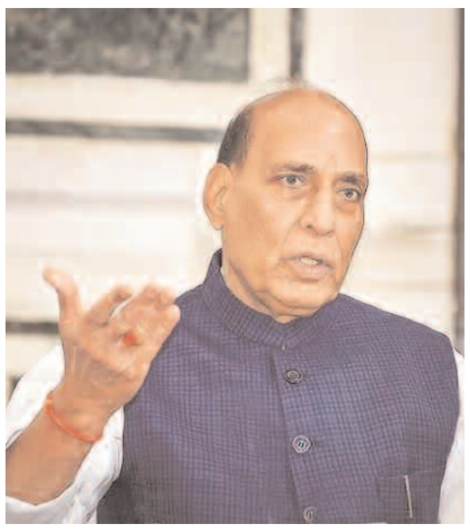

বিগত কয়েকদিনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনীর হাতে ১৬ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক উদ্ধার

মালিগাঁও, ২১ এপ্রিলঃ ১৩ থেকে ১৯ এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন ট্রেন ও রেলওয়ে স্টেশনে নিয়মিত তল্লাশি অভিযানের সময় ১৬ জন অপ্রাপ্তবয়স্ককে সফলভাবে উদ্ধার করে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী গর্ভমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) এবং চাইল্ডলাইনএনজিও-এর সহযোগিতায় ২০২৩-২৪-এর সময় ৬৫৪ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক (৪০৯ জন ছেলে ও ২৪৫ জন মেয়ে) এবং ৬৯ জন মহিলাকে উদ্ধার করে। পরে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়ার জন্য উদ্ধারকৃত শিশুমহিলাদের সংশ্লিষ্ট চাইল্ড লাইনএনজিও ও জিআরপি-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, এই একই সময়সীমার মধ্যে ১২ জন মানব পাচারকারী গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের কবল থেকে ৩২ জন ব্যক্তিকে (২৫ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে, ৪ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে, ২ জন পুরুষ এবং ০১ জন মহিলা) উদ্ধার করা হয়। ১৮ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় কাটিহারের আরপিএফ টিম কাটিহার রেলওয়ে স্টেশন থেকে তিনজন অসহায় অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে উদ্ধার করে।

পরে উপযুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ১৬ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে চাপরমুখের আরপিএফ টিম চাপরমুখ রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং. ১৫৬২৫ (দেওঘর-আগরতলা এক্সপ্রেস)-এ তল্লাশি চালানোর সময় একজন পলাতক নাবালিকাকে উদ্ধার করে।

পরে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটি, নগাঁও, অসমের হাতে উদ্ধারকৃত নাবালিকাকে তুলে দেওয়া হয়। ট্রেন ও রেলওয়ে চত্বরে যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন হওয়া শিশুদের পাওয়া গেলে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রতিরোধীমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। আরপিএফ যাত্রীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে লড়াই চালিয়ে যাওয়া, মানব পাচারের সাথে জড়িত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের উপর কড়া নজরদারি রাখার পাশাপাশি উপযুক্ত অভিভাবক ছাড়া শিশুর সন্দেহজনক চলাচল, একা ভ্রমণ করা ইত্যাদি বিষয়ে উপরেও সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

দুদিনের সফরে ঢাকা আসছেন কাতারের আমির, সই হবে ১১টি দলিল

ঢাকা, ২১ এপ্রিল ঃ কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি দুই দিনের সফরে সোমবার (২২ এপ্রিল) ঢাকা আসছেন। আমিরের ঢাকা সফরের সময়ে ১১টি দলিল সই হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। সফর উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, ১১টি দলিলের মধ্যে ছয়টি চুক্তি ও পাঁচটি সমঝোতা স্মারক। চুক্তিগুলো হচ্ছে দ্বৈতকর পরিহার, আইনগত বিষয়ে সহযোগিতা, সাগরপথে পরিবহন, বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সুরক্ষা, দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বদলি, ও যৌথ ব্যবসা পরিষদ গঠন সংক্রান্ত চুক্তি। সমঝোতা স্মারকের মধ্যে রয়েছে শ্রমশক্তি বিষয়ে সমঝোতা স্মারক, বন্দর পরিচালনা, উচ্চ শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা, যুব ও ক্রীড়া সহযোগিতা এবং কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ সহযোগিতা। সফরের তাৎপর্য বিষয়ে বিদেশমন্ত্রী বলেন, কাতারে বাংলাদেশের প্রায় চার লাখ বাংলাদেশি কর্মরত আছেন। এছাড়া বিপুল পরিমাণ সার্বভৌম তহবিল রয়েছে কাতারের এবং বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনাময় বিনিয়োগের উৎস হতে পারে ওই তহবিল। একইসঙ্গে বাংলাদেশের জন্য জ্বালানি আমদানির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস কাতার। কাতারের আমিরের নামে ঢাকায় একটি সড়কের নামকরণ হবে বলে জানান মন্ত্রী। ঢাকা উত্তরের মিরপুরের কালসি এলাকায় বালুর মাঠের নির্মিতব্য পার্ক এবং মিরপুর ইসিবি চত্বর থেকে কালসি উড়াল সেতু পর্যন্ত সড়কটি আমিরের নামে করা হবে।

দিল্লিতে দুই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার, রেললাইন থেকে মিলল বাবার দেহ

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল ঃ দিল্লির পাণ্ডব নগর এলাকায় একটি ঘর থেকে দুই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে এমনিতেই রহস্য তৈরি হয়েছিল। শনিবার পাণ্ডব নগর এলাকার শশী গার্ডেনে একটি ঘর থেকে দুই শিশুর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই ঘরেই মেঝেতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়েছিলেন ওই দুই শিশুর মা। পরে আনন্দ বিহার রেলস্টেশন থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ওই দুই শিশুর বাবাকে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ওই দুই শিশুর বাবা ৪২ বছর বয়সী শ্যাম গত শুক্রবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। শুক্রবার থেকে ঘরও বন্ধ ছিল। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

Name Change

I ASRAFUL MONDAL, S/O FAJLUKARIM MONDAL, R/O SARAPPUR, PO DEULI, PS CHAKDAH, NADIA, PIN-741222, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ASRAFUL MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/04/2024, THAT ASRAFUL MONDAL AND MD ASRAFUL MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ASHIM MANDAL, S/O-LATE MAKHANLAL MANDAL, R/O RC-59/9, RAGHUNATHPUR, PO- DESHBANDHUNAGAR, PS- BAGUIATI, NORTH 24 PARGANAS, KOLKATA-700059, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASIM MANDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT ON 03/04/2024, THAT ASHIM MANDAL AND ASIM MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ASRAP KHAN AND ASRAPH KHAN, SON OF DANISH KHAN, RESIDING AT VILL & PO-JERTHAN, PS-EGRA, EAST MEDINIPUR -721420, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASRAF ALI KHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/04/2024.THAT ASRAP KHAN AND ASRAPH KHAN ALSO ASRAF ALI KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) USHA JAJOO W/o- DWARIKA PRASAD JAJOO, Residing at 72 ukilabad road Mohorkunja flat No-4 B, Post- Berhampore, Ps - Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from USHA JAJOO To USHA MALU (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) USHA MALU in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, USHA MALU and USHA JAJOO both are Same and one identical person.

Name Change

I MOFIJUR R MONDAL, S/O RAHIM BOX MONDAL, R/O SARAPPUR, PO DEULI, PS CHAKDAH, NADIA, PIN-741222, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAFIZUR RAHAMAN MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/04/2024, THAT MOFIJUR R MONDAL AND MAFIZUR RAHAMAN MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, (Old Name) HAFIZUL SEIKH S/o- BADAR SEIKH, Residing at Vill- Srikanthapur, Post- Natungram, Ps - Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742140, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from HAFIZUL SEIKH To HAPIJUL SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) HAPIJUL SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, HAPIJUL SK and HAFIZUL SEIKH both are Same and one identical person.

Name Change

I JAHANGIR ALAM, S/O- AMIRULLA, R/O- 1 S. M ROAD, CHAMPDANI, PO- BAIDYABATI, PS- BHADRESWAR, HOOGHLY -712222, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD JAHANGIR ALAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024.THAT JAHANGIR ALAM AND MOHAMMAD JAHANGIR ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, (Old Name) ABUKALAM SK S/o- NAIMUDDIN SK, Residing at Vill- Muktinagar, Post- Cossimbazar, Ps - Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ABUKALAM SK To ABUL KALAM SEIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABUL KALAM SEIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, ABUL KALAM SEIKH and ABUKALAM SK both are Same and one identical person.

Name Change

I DEB SHANKAR ROY, SON OF GOURI SANKAR ROY RESIDING AT KUMAR PARA, N V F GATE, BAG STATION ROAD, BIZPUR, HALISAHAR, NORTH 24 PARGANAS-743145, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEB SANKAR ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 19/04/2024. THAT DEB SHANKAR ROY AND DEB SANKAR ROY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) SAIFUDDIN AHMMED S/o- ABUL HOSSAIN, Residing at Vill- Mirchak Battali, Post- Malda, Ps - Englishnazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SAIFUDDIN AHMMED To SAIFUDDIN AHMED (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAIFUDDIN AHMED in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad, SAIFUDDIN AHMED and SAIFUDDIN AHMMED both are Same and one identical person.

Name Change

I ZABUN NISHA AND ZAIBUN NISA, WIFE OF MD AYUB, RESIDING AT 52 RABINDRA SARANI, PO CHITTARANJAN AVENUE, KOLKATA-700073, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ZAIBUN NISHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/04/2024.THAT ZABUN NISHA AND ZAIBUN NISA ALSO ZAIBUN NISHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) SUJAYA KUNDU W/o- SREEJEEB SARKAR , Residing at Vill- Imambari Lane, Post- Malda, Ps - Englishnazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUJAYA KUNDU To SUJAYA KUNDU SARKAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SUJAYA KUNDU SARKAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad, SUJAYA KUNDU SARKAR and SUJAYA KUNDU both are Same and one identical person.

Name Change

I SHANKER SINGH, SON OF LATE BAL KISSAN SINGH, RESIDING AT A.49 GHARANA APPARTMENT, V.I.P PARK KESTOPUR, PRAFULLA KANAN, NORTH 24 PARGANAS-70010, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAI SHANKAR SINGH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024, THAT SHANKER SINGH AND JAI SHANKAR SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, (Old Name) KHAIRUL BASAR S/o- MASEM SK , Residing at Vill- Indrani, Post- Khargram, Ps - Khargram, Dist- Murshidabad, Pin- 742157, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from KHAIRUL BASAR To KHAIRUL BASAR SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) KHAIRUL BASAR SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, KHAIRUL BASAR SK and KHAIRUL BASAR both are Same and one identical person.

মুখ্যমন্ত্রী পদে হবে বদল, বসবেন নিকট আত্মীয় ঃ অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২১ এপ্রিল ঃ এবার বদল হবে মুখ্যমন্ত্রী। পদে বসানো হবে তাঁর নিকট আত্মীয়কে। এমনই ভবিষ্যতবাণী করলেন তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, দুর্নীতির অভিযোগ যেভাবে ঘিরে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে, তাতে আর বেশি দিন মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন না তিনি। তিনি আরও বলেন, 'এবার বিজেপি অন্তত ২৫ টি আসন বাংলা থেকে পাবে।' রবিবার সকালে তমলুকের সভায় দাঁড়িয়ে প্রাক্তন বিচারপতি বলেন, বিজেপির আসন সংখ্যা ২৫টি। এই খবর শুধু আমরা নয়, মমতার কানেও নিশ্চয় পৌঁছেছে। নিশ্চয় পদত্যাগের তোড়জোড় করছেন। আর সম্ভব নয় এই রাজ্য চালানো। তাই মুখ্যমন্ত্রী বদল করতেই হবে। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরে গিয়ে তাঁরই এক নিকট আত্মীয়কে মুখ্যমন্ত্রীর পদ দেবেন। হাইকোর্টের বিচারপতি পদে ইস্তফা দেওয়ার পর বিজেপির প্রার্থী হন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের প্রতিপক্ষ হিসেবে এবার ভোটে লড়ছেন তিনি। সেখানেই জোরকদমে চলছে প্রচার। রবিবার বিজেপি প্রার্থীর এই মন্তব্যের পর তৃণমূল মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেন, গ্রীষ্মের দাবদাহে মাথার ঠিক নেই। তাই দিবাস্বপ্ন দেখছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে ভগবানের কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। আর আজ দুর্নীতিতে ডুবে থাকা বিজেপির কাছে গিয়েই আত্মসমর্পণ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে শান্তনু বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যগগণের সূর্য। তাঁকে সরানো সহজ নয়।'

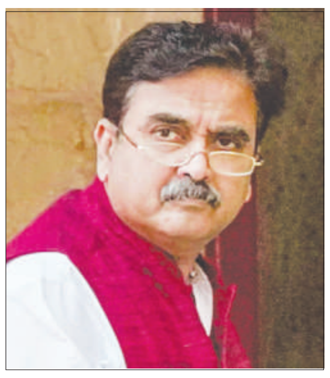

প্রচন্ড দাবদাহে প্রচারে প্রার্থীরা কেউ খাচ্ছেন ডাব, কেউ ও আর এস

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২১ এপ্রিল ঃ প্রচন্ড দাবদাহে রবিবাসরীয় প্রচারে প্রার্থীরা কেউ খাচ্ছেন ডাব, কেউ আবার ও আর এস। রবিবার প্রখর রৌদ্র তাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। রবিবাসরীয় প্রচারে ছুটির দিন হিসেবে মানুষজন সাধারণত ঘরে থাকেন। কিন্তু এবছর গরমের মাত্রা এতো বেশি যে মানুষের ঘরের বাইরে থাকার কথা নয়। তবুও তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের মতো মানুষের প্রচারে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এই দহনকে উপেক্ষা করেই মুরারই ২ নং ব্লকে কুশমোড় ১ নং অঞ্চলের মানুষের উপচে পড়া রাস্তার দুই ধারে নামে মানুষের ঢল। ধানগড়া মোড়, বাগিস পুর, কুশমোড় বাসস্ট্যাণ্ড, নলহাটি বিধানসভার অন্তর্গত সুহৃদীঘি মোড়, রুদ্রনগর পঞ্চায়েত সহ বিস্তীর্ণ হাঁসন কেন্দ্রে হুডখোলা গাড়িতে নিজেই গাড়ি চালিয়ে প্রচার করেন তিনি। কোথাও স্টিট কর্নার করেন। কোথাও মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। দাবদাহের মধ্যে ডাব খান শতাব্দী রায়। অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী দেবাশীষ ধরকে বোতলে ও আর এস খেতে দেখা যায়।

সিউড়িতে একাধিক তৃণমূল নেতা-কর্মীর নামে অভিযোগ দায়ের বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২১ এপ্রিল ঃ ভোটের আগে বীরভূমে জোর চাঞ্চল্য। একসঙ্গে প্রায় চল্লিশ জন তৃণমূল নেতা-কর্মীর নামে সিউড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করল বিজেপি। জোর রাজনৈতিক তরজা শুরু তৃণমূল-বিজেপি-র অন্দরে। ঘটনাস্থল বীরভূমের সিউড়ি দু'নম্বর ব্লকের। বিজেপির অভিযোগ, লোকসভা নির্বাচনের আগে একাধিক গ্রামে সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। আর এই সন্ত্রাস চালাচ্ছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ পেয়ে তা গ্রহণ করেছে সিউড়ি থানা। এরপর এদিন সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কার্যালয়ে ব্লক সভাপতি নুরুল ইসলাম সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, এই অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা। লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলকে চাপে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। পাল্টা বিজেপির বীরভূম জেলা সহ-সভাপতি দীপক দাসের দাবি, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্যি। সিউড়ি দু'নম্বর ব্লক টাকে তৃণমূল পৈত্রিক সম্পত্তি ভাবছে সেটা নয়। তিনি বলেন, সিউড়ির ২ নম্বর ব্লক স্পর্শকাতর ঘোষণা করা হোক। আমরা যা যা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে চলেছি। ছ'টা বুথে আমরা প্রার্থী দিতে চলেছি। গোটা ব্লক অফিস ঘিরে রেখেছিল। প্রার্থী দিতে দেয়নি। নরুল ইসলাম ভেবেছিলেন এটা ওনার পৈত্রিক সম্পত্তি।

রেলওয়ে প্রশাসন নাগপুর-গোরখপুর-নাগপুর গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালাবে

গোরখপুর ২১ এপ্রিল ঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, রেলওয়ে প্রশাসন ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে ২১ এপ্রিল, ২০২৪ রবিবার নাগপুর থেকে ০১২০৭/০১২০৮ নাগপুর- গোরখপুর- নাগপুর গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালাবে এবং গোরখপুর থেকে সোমবার, ২২ এপ্রিল, ২০২৪, নিম্নলিখিত স্টেশনগুলির সংশোধিত সময়সূচী হল। ফলস্বরূপ, ০১২০৭ নাগপুর- গোরখপুর গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেনটি ২১ এপ্রিল, ২০২৪, রবিবার নাগপুর থেকে ০৭.৩০ ঘটিকায়, আমলা থেকে ১০.১৫ ঘটিকায়, বেতুল থেকে ১০.৩৫ ঘটিকায়, ঘোড়াডংরি থেকে ১১.০৩, ০৩.৫ টায়, ঘোড়াডংরি থেকে ছাড়বে। ভোপাল থেকে ১৪.৪৫ টায়, ললিতপুর থেকে ১৭.০০ টায় বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই থেকে ১৮.২৫ টায়, ওরাই থেকে ১৯.৪০ টায়, পোখরায়ন থেকে ২০.৩০ টায়, কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ২২.৫৫ এ, ২টা ২ টায়। ঘন্টা দ্বিতীয় দিন, বাদশানগর থেকে ০০.৪৭ টায়, বারাবাঙ্কি থেকে ০১.২৫ টায়, গোন্ডা থেকে ০৩.০০ টায়, মানকাপুর থেকে এটি ০৩.২৭ টায়, বস্তী থেকে ০৪.৪৫ টায় এবং খলিলাবাদ থেকে ০৫.১৫ টায় এবং খলিলাবাদ থেকে ০৫.১৫ ঘটিকায়. এবং ৫.১৫ টায় গোঁড়াপুরে পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০১২০৮ গোরখপুর- নাগপুর সামার স্পেশাল ট্রেনটি ২২ এপ্রিল, ২০২৪, সোমবার গোরখপুর থেকে ০৯.১৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং খলিলাবাদ থেকে ১০.২০ মিনিটে, বাস্তি ১০.৫৫ মিনিটে, মানকাপুর থেকে ১১.৫২ ঘন্টা, ১১.৫২ ঘন্টায়, ১১.৫২ ঘটিকায়। ১৩.৫৫ টায়, বাদশানগর থেকে ১৪.৫২ টায়, আইশবাগ থেকে ১৫.৩০ টায়, উন্নাও থেকে ১৬.৫০ টায়, কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ১৭.২০ টায়, পোখরায়ন থেকে ১৯.৪৫ টায়, ওরাই থেকে ২০.২০ মিনিটে। ললিতপুর থেকে ২৩.৩০ টায়, ভোপাল থেকে দ্বিতীয় দিন ০২.১৫ টায়, ইটারসি থেকে ০৩.৫০ টায় ঘোড়াডংরি থেকে ছাড়বে ০৪.৪৩ টায়, বেতুল থেকে ০৫.৪০ টায়, আমলা ০৬.০০ টায় এবং নাগপুর ৩০৯ টায় পৌঁছাবে। এই ট্রেনে ০১ টি জেনারেটর কাম লাগেজ ভ্যান, L.S.L.R.D. দ্বিতীয় শ্রেণীর ০১টি, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ০৪টি, স্লিপার শ্রেণীর ০১ টি এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রিত তৃতীয় ইকোনমি ক্লাসের ১২টি কোচ সহ মোট ১৯ টি কোচ বসানো হবে।

থান্নামান্ডিতে জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস

রাজৌরি, ২১ এপ্রিলঃ নিরাপত্তা বাহিনী জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার থান্নামান্ডি এলাকায় একটি জঙ্গিদের ঘাঁটিকে ধ্বংস করেছে। জঙ্গিরা ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি ঘাঁটি তৈরি করেছিল। রবিবার পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর একটি যৌথ দল অভিযান চালিয়ে রাজৌরি জেলার থান্নামান্ডির আজমাতাবাদ এলাকায় জঙ্গিদের একটি ঠিকানার সন্ধান পায়। সেই জায়গা থেকে বাহিনী আটটি আইইডি, দুটি ওয়্যারলেস সেট, একে-৪৭ এর তিনটি ম্যাগাজিন, ১০২টি গুলি, চার্জার ও অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। যৌথ দল আশপাশের এলাকাতেও তল্লাশি চালায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে থানায় একটি মামলা দায়ের করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা শুরু হয়েছে। এর আগে রবিবারই নিরাপত্তা বাহিনী পুঞ্চ থেকে একজন শিক্ষককে গ্রেফতার করেছিল। সেই ব্যক্তি জঙ্গিদের জন্য কাজ করছিল।

প্রেমিক যুগলের মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২১ এপ্রিল ঃ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই যুগলের আত্মহত্যা। মৃতার বাবা দুলাল রবিদাস জানান, তাদের মেয়ের আচরণ স্বাভাবিক ছিল। বাড়ির কেউ বুঝতে পারেন নি মেয়ের বিবাহ বহির্ভূত কোনো সম্পর্ক আদৌ ছিল কিনা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতার নাম ডলি রবিদাস (১৯)। বাড়ি মুরারই থানার অন্তর্গত রতনপুর সাবাইপুরে। ছেলেটির নাম শুভজিত রবিদাস (২৪)। বাড়ি পাইকর থানার নন্দীগ্রামে। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, মৃতা ডলি রবিদাসের বিয়ে হয় জঙ্গীপুরে। তার একটি তিন মাসের কন্যা সন্তান আছে। মৃত যুবক শুভজিত রবিদাসের বাড়ি একইগ্রামে না হলেও, মৃতার বাড়ি থেকে প্রায় বারো কিমি দূরে পাইকর থানার নন্দীগ্রামে। পাঁচদিন আগে বাসন্তী পূজা উপলক্ষ্যে বাপের বাড়ি আসে ডলি। এই মেলা উপলক্ষ্যে সাবাইপুর গ্রামে মেলা বসে। মেলা দেখতে গিয়ে ডলি আর বাড়ি না ফেরায় বাড়ির লোকজন শেষ পর্যন্ত মুরারই থানার দ্বারস্থ হন। এদিকে শনিবার রাতে বীরভূমের নলহাটিতে এক বেসরকারি হোটেল থেকে ওই পলাতক প্রেমিক যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে নলহাটি থানার পুলিশ। পরিবার সূত্রে খবর, গত ১৮ এপ্রিল থেকে তাঁরা নিখোঁজ ছিলেন। এদিকে জোড়া দেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য দানা বাঁধতে থাকে নলহাটিতে। খুন নাকি আত্মহত্যা, খতিয়ে দেখে পুলিশ। নলহাটি ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের নলহাটি বাসস্ট্যান্ডে একটি বেসরকারি হোটেলে গতকাল রাত এগারোটা নাগাদ হোটেলের রুমের দরজা ভেঙে এক যুবক এবং যুবতীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে নলহাটি থানার পুলিশ। রবিবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়.রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। হোটেলের মালিক জানান, স্বামী, স্ত্রী- র পরিচয়ে হোটেলে উঠেছিলেন তাঁরা। গতকাল সন্ধ্যের পর থেকে যুগলের কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। এর পরই তাঁদের সন্দেহ হয়। খবর দেওয়া হয় নলহাটি থানায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত যুগলের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। তবে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের।

অস্বাস্থ্যকর খাবার সরবরাহের দায়ে গ্রেফতার ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২১ এপ্রিল ঃ ভোট প্রশিক্ষণ শিবিরে অস্বাস্থ্যকর খাবার সরবরাহের দায়ে পুলিশ খাবার সরবরাহকারীকে গ্রেফতার করেছে। রবিবার খাতড়া থানার পুলিশ অভিযুক্ত কোয়ালিটি সুইটসের মালিক শান্তনু মল্লিককে গ্রেফতার করেছে। শনিবার খাতড়ার কংসাবতী শিশু বিদ্যালয় ও খাতড়া গার্লস হাইস্কুলে ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। সেখানে ভোটকর্মীদের জন্য খাবার সরবরাহের দায়িত্ব পায় কোয়ালিটি সুইটস। খাবার প্যাকেট খুলতেই একটা বাজে গন্ধ বেরোয় বলে ভোটকর্মীদের অভিযোগ। তারপরই প্যাকেটের মধ্যে থাকা প্যাটিস থেকে পচা গন্ধ পাওয়া যায়। এমনকি পোকাও নাকি মেলে। এরপরই ভোটকর্মীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। খাতড়া প্রশাসনের নির্দেশে ফুড সেফটি অফিসার খাবারের নমুনা সংগ্রহ করে। সরবরাহকারী সংস্থার বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ৫, আহত ৩

আগ্রা, ২১ এপ্রিল ঃ আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩ জন আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে উত্তরপ্রদেশের আগ্রা জেলার কুবেরপুট কাটের কাছে এক্সপ্রেসওয়েতে একটি গাড়ির টায়ার ফেটে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গেয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের আগ্রা জেলার কুবেরপুট কাটের কাছে এক্সপ্রেসওয়েতে একটি গাড়ির টায়ার ফেটে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। গাড়িটি বরযাত্রী নিয়ে শনিবার গ্রেটার নয়ডা থেকে দেওরিয়া যাচ্ছিল। রাস্তায় গাড়িটির টায়ার ফেটে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতরা হলেন, চন্দন কুমার (৩২), গৌতম কুমার (২৫), সুদেশ কুমার (২৮), সঞ্জীব শর্মা (৩০) এবং প্রবীণ (৩০)। আহতরা হলেন, কুলদীপ যাদব, রাহুল যাদব এবং অজয় কুমার।

একদিকে মুকুট মনি, আর এক দিকে বিষাক্ত ফণি- কাকে আপনি ভোট দেবেন? নদীয়ার সভা থেকে কটাক্ষ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২১ এপ্রিল ঃ রবিবার নদীয়ার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের দত্তপুলিয়া গার্লস হাইস্কুলে, দলীয় প্রার্থী ডা. মুকুট মনি অধিকারীর সমর্থনে জনসভায় এসে বিজেপি ও বিদায়ী সাংসদ জগন্নাথ সরকারকে তীর্যক ভাষায় আক্রমণ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১৩ মে নদীয়ার কৃষ্ণনগর এবং রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ। যতদিন এগিয়ে আসছে ততই বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। বিভিন্ন রাজনৈতিক গুলো দিনরাত প্রচার করছেন। এবার রানাঘাট কেন্দ্রের লোকসভা ভোটে প্রার্থী হয়েছেন জগন্নাথ সরকার। তিনি গত ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্র থেকে সব থেকে বেশি ব্যবধানে জয়লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে এবারের তৃণমূল প্রার্থী সদ্য বিজেপি থেকে আসা বিধায়ক মুকুটমনি অধিকারী। বিজেপি এবং তৃণমূলের দুটি প্রার্থী মতুয়া সম্প্রদায়ের। আর রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বেশ কিছু শতাংশ মতুয়ারা রয়েছে। সেই কারণে এবারের ফলাফল অনেকটা মতুয়া ভোটের উপর নির্ভর করবে। সেই কথা মাথায় রেখে দিন জনসভাতে এসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এনআরসি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বক্তব্য রাখেন। সেখানেই তিনি বলেন সিএএ অ্যাপ্লাই করার আগে আপনাকে বলতে হবে আমি বাংলাদেশী, আমি পাকিস্তানি অথবা আফগানিস্তানি। এরপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে। এনআরসি করে আপনাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে। ঠিক যেমনটা আসামে হয়েছে। আর আমরা থাকতে এটা হতে দেব না। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন বিজেপি একটা জুমলা পার্টি। এরা মানুষকে ভাওতা দিয়ে ক্ষমতায় থাকতে চায়। এনআরসির নাম করে এরা আপনাকে বাংলাদেশী কিংবা পাকিস্তানি প্রমাণ করবে। এরপরই আপনাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি বিজেপির নেতারা আগে সিএএ অ্যাপ্লাই করে দেখান। অন্যদিকে জগন্নাথ সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি জগন্নাথ সরকার কোথাও গত পাঁচ বছরে উন্নয়নমূলক আলোচনা করেননি। শুধু তাই নয় রানাঘাটবাসীর জন্য লোকসভায় তিনি কোন প্রশ্ন করেননি। শুধুমাত্র দিল্লির তাবেদারি করে গেছেন। দিল্লি থেকে যা অর্ডার করা হয়েছে তিনি তাই শুনেছেন। আর এসি ঘরে বসে মানুষের মজা দেখেছেন। অন্যদিকে শান্তিপুর এবং ফুলিয়ার তাঁত শিল্পীদের নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি জগন্নাথ সরকারের নাম না করে বলেন একদিকে মুকুট মনি, আর এক দিকে বিষাক্ত ফণি- কাকে আপনি ভোট দেবেন? এছাড়াও এদিনের সভা থেকে বিজেপিকে তাঁত শিল্পীদের জন্য কোন কাজ করেনি বলেও কটাক্ষ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি তাঁত শিল্পীদের প্রসঙ্গে বলেন আমরা কথা দিয়েছিলাম তাঁতিদের সমবায়ের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আনবো। আমরা সেই কাজ সম্পূর্ণ করেছি। আগামী দিনে এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁতিরা আরো সাহায্য পাবে। তিনি বলেন আমরা লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি সাধারণ মানুষকে সাহায্য করছি। আর বিজেপির কাজ হল প্যান কার্ড - আধার কার্ড লিংক করার নাম করে হাজার হাজার টাকা মানুষের কাছ থেকে তোলাবাজি করা। আমরা যত দিচ্ছি আর ওরা তত কেড়ে নিচ্ছে। আগামী নির্বাচনে রানাঘাট লোকসভার সাধারণ মানুষদের তিনি প্রার্থী মুকুটমনি অধিকারী কে জয়ী করার জন্য অনুরোধ করেন। যদিও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সভা মঞ্চে প্রবেশ করতেই বিজেপির এক আবারো বড়সড় ভাঙ্গন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নিলেন রানাঘাট ৩৩ নম্বর জেডপির বিজেপি নেত্রী পূর্ণিমা দত্ত। তিনি বলেন, গত পাঁচটা বছর বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার তাদের সাথে বেইমানি করেছেন, তাই বিজেপির প্রতি আস্থা হারিয়ে এবার তৃণমূলে যোগদান করলেন তিনি। যদিও জগন্নাথ সরকারকে কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না সদ্য তৃণমূলে যোগদানকারী পূর্ণিমা দত্ত।

প্রসূতি মাকে রক্ত দিয়ে মানবিকতার নজির সৃষ্টি করলেন কান্দির আইসি

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২১ এপ্রিল ঃ ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের সংকট! রক্তের প্রয়োজনে দিশেহারা পরিবার। পরিবারের অসহায় অবস্থা জানতে পেরে প্রসূতি রোগীকে রক্ত দিয়ে মানবিকতার নজির গড়লেন কান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারীক মৃণাল সিনহা। বর্তমানে তীব্র দাবদাহের জেরে রক্তের সংকট বিভিন্ন হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে। মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমা হাসপাতালে এক প্রসূতির রক্তের প্রয়োজন মেটাতে এলেন মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার আইসি মৃণাল সিনহা। পুলিশের ডিউটির মধ্যেই শক্তিপুর থেকে সোজা কান্দি মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে এসে রক্ত দিলেন কান্দি থানার আইসি মৃণাল সিনহা। জানা গেছে, মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার অন্তর্গত দেবগ্রামের বাসিন্দা ফুলমালী বর্তমানে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগে ভর্তি রয়েছেন। ফুলমালীর রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কম ছিল। সন্তান প্রসবের জন্য ও পজেটিভ রক্তের খুব দরকার পড়ে। হাসপাতাল থেকে রক্তের জন্য বলা হয় পরিবারকে। কিন্তু বর্তমানে রক্তের সংকট তৈরি হওয়ার কারণেই মাথায় হাত পড়ে পরিবারের। আর তখনই এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয় কান্দি থানার আইসি মৃণাল সিনহাকে। আইসি শক্তিপুরে ডিউটি শেষ করেই কর্মরত অবস্থার মধ্যেই ছুটে এসে মধ্যে রাতে রক্ত দিয়ে প্রাণে বাঁচালেন মুমূর্ষ রোগীকে। ফুলমালী পরিজন বলেন, ''আজকে ভাবতেই খুব অবাক লাগছে এবং খুব আনন্দ লাগছে এইভাবে বিপদের সময় স্যার আমাদের পাশে থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবেন। স্যারের জন্যই মা ও গর্ভস্থ শিশুর প্রাণ প্রাণ ফিরে পেলাম'' কান্দি থানার আইসি মৃণাল সিনহা বলেন, ''ডিউটি করছিলাম। হঠাৎ খবর পেলাম এক জন প্রসূতির আমার গ্রুপের রক্তের প্রয়োজন। তাই ব্যস্ত থাকলেও ছুটে এসেছি।'' পুলিশ আধিকারিকের কাছে রক্ত পেয়ে খুশি রোগীর পরিবার। কান্দি থানার আইসি মৃনাল সিনহা এই মানবিকতাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কান্দিবাসী।

তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে ৪৩ ডিগ্রি, বন্যপ্রাণদের দেওয়া হচ্ছে ওআরএস, ভল্লুক খাচ্ছে তরমুজ

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২১ এপ্রিল ঃ তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে ৪৩ ডিগ্রি। পুরুলিয়া শহরের উপকন্ঠে কংসাবতী উত্তর বন বিভাগের সুরুলিয়া মিনি চিড়িয়াখানার বন্যপ্রাণদের সবল ও সুস্থ রাখতে একাধিক পদক্ষেপ নিল বন দফতর। প্রাণীদের সুস্থ রাখতে বদল করা হয়েছে ডায়েট চার্ট। প্রাণীরা সাধারণভাবে যে খাবার খায় তার থেকে ৫০-৭০ শতাংশ কম খাবার দেওয়া হচ্ছে। সেইসঙ্গে খাবার জলে থাকছে ওআরএস ও গ্লুকোজ। হরিণকে বেশি করে খাওয়ানো হচ্ছে শসা, কচি পাতা। ভল্লুককে দেওয়া হচ্ছে লাল তরমুজ। খাবারের তালিকায় রাখা হয়েছে এমনসব খাবার যেখানে জলের পরিমাণ বেশি রয়েছে। বন্যপ্রাণদের জলকেলির জন্য তৈরি করা হচ্ছে ওয়ালপুল। মাথার উপরে রাখা হয়েছে সবুজ আচ্ছাদন, রং বাহারি ছাতা। সম্বর, চিতল, হরিণের জন্য তৈরি করা হয়েছে ওয়ালপুল। হরিণ যাতে খাঁচার মধ্যে এই প্রবল তাপেও বিচরণ করতে পারে তার জন্য মাথার উপরে দেওয়া হচ্ছে অ্যাগ্রো নেট। একইভাবে ফিশিং ক্যাট, হায়নার মতো বন্যপ্রাণীরা যাতে খাঁচার মধ্যে এই রোদেও ঘোরাফেরা করতে পারে তাই আমব্রেলা শেডে শীতল রাখা হয়েছে । এছাড়া আগে থেকেই সম্বর ও চিতল হরিণের জন্য মাথার উপর খড়ের আচ্ছাদন তৈরি করা হয়েছে। সঙ্গে আছে একটি স্থায়ী আচ্ছাদন এবং সবুজ রঙের অ্যাডবেস্টার্স। চৌবাচ্চায় সব সময় ঠান্ডা জল রাখা হচ্ছে যাতে হরিণের দল তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে। বাঁদর ও পাখিদের মত প্রাণীকে স্প্রিংক্লারে স্নান করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বন বিভাগের পক্ষ থেকে ।

আগুনে পুড়ল বিজেপির কার্যালয়, অভিযোগের আঙুল তৃণমূলের দিকে

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২১ এপ্রিল ঃ তাপপ্রবাহে উত্তপ্ত পরিবেশ। তারমধ্যে রাজনৈতিক উত্তাপে উত্তপ্ত শিল্পশহর। ভোটের আগে বিজেপির পার্টি অফিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রবিবার ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরের বিধাননগরের পাম্প হাউস মোড়ে। আগুনে ভষ্মীভূত হয়ে যায় বিজেপির পার্টি অফিস। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে আসে নিউটাউনশিপ থানার পুলিশও। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে দুর্গাপুরে রাজনৈতিক পারদ চাতে শুরু করেছে। কখনও দেওয়াল লিখন, আবার কখনও ব্যানার ছেঁড়াকে ঘিরে তৃণমূল ও বিজেপির দোষারোপে উত্তপ্ত শিল্পশহরের রাজনৈতিক ময়দান। তারমধ্যে বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে আগুন লাগে। জানা গেছে, দুর্গাপুর ২৭ নং ওয়ার্ড বিধাননগর পাম্প হাউস মোড়ে ছিল বিজেপির একটি দলীয় কার্যালয়। রবিবার দুপুরে আচমকা সেটিতে আগুন দেখতে পায় আশপাশের বাসিন্দারা। তীব্র গরমে আগুনের শিখা মুহূর্তে গ্রাস করে গোটা পার্টি অফিস। নিমেষে ভষ্মীভুত হয়ে যায় পার্টি অফিস। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে দমকলবাহিনী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিজেপিকর্মীরা। উত্তেজিত বিজেপি কর্মীরা এরপর তৃণমূল আর পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ শুরু করে দেয়। ঘটনাটিকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

মালদায় জাল নোট উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ এপ্রিল ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে উদ্ধার ৪৮ লক্ষ টাকার জাল নোট। মালদার সাসনীর গ্রামে বিএসএফ ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে এই জাল নোট উদ্ধার করেছে। বিএসএফ সূত্রে জানা যাচ্ছে, শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই গ্রামের একটি বাড়ির তিনতলায় পুরনো বস্তার নীচ থেকে জালনোট উদ্ধার করা হয়েছে। বাড়ির মালিক হবিবুর রহমান পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

বিজেপিকে সমর্থন করবে হিন্দু মহাসভা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২১ এপ্রিল ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা বিজেপিকে পূর্ণ সমর্থন করবে। রবিবার সকালে বাঁকুড়া জেলা হিন্দু মহাসভার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান বাঁকুড়া জেলা হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত নন্দী। তিনি বলেন, নীতিগতভাবে বিজেপির সঙ্গে হিন্দু মহাসভার মতাদর্শগত পার্থক্য থাকলেও হিন্দু মহাসভা যা চায় বর্তমানে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার সেই নীতিগুলি রুপায়ন করছে এবং বাকি নীতিগুলি রুপায়নের প্রচেষ্টা হচ্ছে বলেও তিনি জানান। যেমন জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার অবসান ঘটানো, মুসলিম মহিলাদের তিন তালাক তুলে দেওয়া, রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি দেশব্যাপী হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদী মানসিকতার প্রসার ঘটানোর কারণেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার এই সিদ্ধান্ত। তাছাড়াও হিন্দু ভোট বিভাজন না করে সামগ্রিকভাবে বিজেপি প্রার্থীদের জয়যুক্ত করাই শ্রেয় বর্তমান পরিস্থিতিতে। এছাড়াও রাজ্যে শাসকদলের মদতে হিন্দু মহাসভার নাম ভাঙ্গিয়ে কিছু কিছু জায়গায় প্রার্থী খাড়া করার প্রচেষ্টা চলছে।

২৩ এপ্রিল শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকায় সভা অভিষেকের, শুরু প্রস্তুতি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল ঃ আগামী ২৩ এপ্রিল শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকায় সভা করবেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে তার প্রস্তুতি শুরু করেছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বরা। সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানালেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল সমতলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় ভোটদান হবে দার্জিলিংয়ে। ২৬ এপ্রিল রয়েছে নির্বাচন। তার আগে ২৩ এপ্রিল শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত নকশালবাড়ি ব্লকের উত্তরাতে একটি জনসভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী গোপাল লামার সমর্থনে এই সভা করবেন তিনি। রবিবার শিলিগুড়িতে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন সরকারি জায়গায় বিজেপির পক্ষ থেকে ব্যানার পোস্টার লাগানো হচ্ছে । এই বিষয় নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হলেও সঠিকভাবে তারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী সহ সুপ্রিমো ও তৃণমূল নেতৃত্বদের ছবি বিকৃত করা হচ্ছে। আসলে বিজেপি বুঝতে পেরেছে যে তারা জিততে পারবে না সেই কারণেই এইধরনের কাজ করছে।

খেলতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু শিশুর, এলাকায় শোকের ছায়া

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল ঃ ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বড় গিলা গ্রামের বাসিন্দা শহীদ ইসলামের শিশু পুত্র বয়স আনুমানিক সাড়ে তিন বছর, মৃত শিশুর নাম শাহাজ ইসলাম। শনিবার বিকেল নাগাদ বাড়ির পাশে একটি ছাগলের সঙ্গে খেলতে খেলতে বাড়ির পাশে একটি অস্থায়ী কুয়োর মধ্যে পা পিছলে পড়ে যায়, বাড়ির পরিবারে সদস্যদের নজর এড়িয়ে। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ বাদে পরিবারের লোকজন বাচ্চাটিকে না দেখতে পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে, অনেক খোঁজাখুঁজির পর পরিবারের সদস্যরা দেখতে পান ওই অস্থায়ী কুয়োর মধ্যে বাচ্চাটি পড়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় এলাকার লোকজন ও পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি বাচ্চাটাকে উদ্ধার করে নিয়ে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা কৌশল্যা রায় আমাদের জানান এই ঘটনাটি একটি দুঃখজনক ঘটনা, নিজের এই গ্রামের এই ঘটনায় তিনি শোকাহত। তিনি মৃত শিশুর পরিবারকে সমবেদনা জানান। মৃত শিশুর জ্যাঠামশাই বলেন তার ভাইপোর এইভাবে মৃত্যু হবে তা কখনোই ভাবতে পারেনি, আমাদের আদরের ফুটফুটে শাহাজ আমাদেরকে ছেড়ে এভাবে চলে যাবে কখনোই কল্পনা করতে পারিনি। পরে মৃত শিশুটিকে কবরস্থ করা হয় গ্রামের কবরস্থানে।

হাওড়ার সদর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জির সমর্থনে সাঁকরাইল বিধানসভার আন্দুল রাজমাঠে জনসভা করলেন দেব (দীপক অধিকারী)। এদিনের সভায় প্রসূন ব্যানার্জি ছাড়াও হাওড়া সদরের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, বিধায়ক প্রিয়া পাল, হাওড়া সদর যুব তৃণমূলের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র, হাওড়া গ্রামীণ আইএনটিটিইউসির সভাপতি অরূপেশ ভট্টাচার্য্য, হাওড়া জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য্য সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

জাল জাতিগত শংসাপত্র, বাতিল সাংসদ নবকুমার শরণিয়ার মনোনয়ন

অসম, ২১ এপ্রিল ঃ ১ নম্বর কোকরাঝাড় সংসদীয় আসনের দু-বারের তথা বর্তমান সাংসদ নবকুমার শরণিয়ার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে গেছে। কোকরাঝাড়ের রিটার্নিং অফিসার প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী এ খবর দিয়ে জানান, মনোনয়নপত্র পরীক্ষায় তথ্যে গরমিল ধরা পরায় নির্দলীয় প্রার্থী (সাংসদ) নবকুমার শরণিযার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। বাকি ১৫ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে, জানান তিনি। জানান, আগামীকাল ২২ এপ্রিল বিকাল ৩-টা পর্যন্ত প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। আজ ছিল মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অন্তিম দিন। সাংসদ তথা নির্দলীয় প্রার্থী নবকুমার শরণিয়ার মনোনয়নপত্র বাতিলের কারণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসার দ্বিবেদী বলেন, তাঁর তফশিলি জনজাতির (এসটি) শংসাপত্র জাল বলে ধরা পড়ায় এই পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। তাঁর এসটি শংসপত্র সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দিয়েছিল রাজ্য কমিটি। ইতিপূর্বে এসটি সম্পর্কিত তাঁর আবেদন গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে একাধিকবার খারিজ হয়েছে। উল্লেখ্য, ১ নম্বর কোকরাঝাড় সংসদীয় কেন্দ্রে মোট ১৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেছিলেন। নব শরণিয়া ছাড়া বাকি ১৫ জনের মনোনয়ন বৈধ বলে গৃহীত হয়েছে।

প্যারিস অলিম্পিক্সের ছাড়পত্র অর্জন ভিনেশের
চার মিনিটেই প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিলেন 'বিদ্রোহী কন্যা'

২১ এপ্রিল ঃ সর্বভারতীয় কুস্তি সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন তিনি। যে কারণে দীর্ঘদিন প্রস্তুতি নিতে পারেননি ভিনেশ ফোগাট। যদিও প্যারিস অলিম্পিক্সের ছাড়পত্র অর্জন করলেন এই 'শনিবার কিরগিজস্তানে এশীয় অলিম্পিক্স যোগ্যতা অর্জন পর্বে তিনি হারিয়েছেন লরা কানিগাজিকে। ম্যাচের ফলাফল ভিনেশের পক্ষে ১০-০। মাত্র সোয়া চার মিনিটের মধ্যে জিতে প্যারিস অলিম্পিক্সের ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন ভিনেশ। ২৯ বছর বয়সি কুস্তিগির প্যারিসে ল।বেন ৫০ কেজি ফ্রিস্টাইল বিভাগে।এর আগে দেশের ৫০ কেজি ট্রায়াল বিভাগের ট্রায়ালে ১১-৬ ব্যবধানে হারিয়েছিলেন শিবানীকে। এর পর সেমিফাইনালে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন নির্মলা দেবীকে ১০-০ পয়েন্টেট হারান ভিনেশ। তবে ভিনেশের ট্রায়ালে নামার পিছনেও রয়েছে বিতর্ক। প্যারিস অলিম্পিকের জন্য ৫০ কেজি বিভাগে শর্তসাপেক্ষে ট্রায়ালে নেমেছিলেন এই কুস্তিগির।

পথচলা শুরু নতুন স্পোর্টস অ্যাকাডেমির, খেলা শেখাবেন ম্যান ইউর প্রাক্তনী

২১ এপ্রিল ঃ তরুণ খেলোয়াড়দের উন্নতির জন্য কলকাতায় আত্মপ্রকাশ ঘটল একটি নতুন স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। জনপ্রিয় কোচ পল নিয়েরির সহযোগিতায় চালু হতে চলেছে এই অ্যাকাডেমি। নিয়েরি আগে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শনিবার কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন অ্যাকাডেমির পথচলা শুরু হয়। ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার গৌতম সরকারও। এই অ্যাকাডেমির মূল লক্ষ্য নতুন প্রতিভাদের গড়ে-পিঠে তোলা এবং ক্রীড়া প্রশিক্ষণের পদ্ধতিতে যুগান্তকারী বদল ঘটানো। প্রাথমিক ভাবে ৫ বছর বা তার বেশি বয়সি শিশুদের খেলাধুলোয় সামগ্রিক বিকাশের জন্য বড় মঞ্চ তৈরি করতে চায়। পল নিয়েরির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তরুণ ক্রী।।বিদদের উন্নতির পথ সহজ করে তোলা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
তবে শুধু শারীরিক ক্ষমতা নয়, একই সঙ্গে জোর দেওয়া হবে মানসিক শক্তি বা।ানোর ক্ষেত্রেও। এ বিষয়ে নিয়েরি জেতার মানসিকতা তৈরির ক্ষেত্রে জোর দিচ্ছেন। ব্যর্থতার ভয় কাটিয়ে নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার উপর জোর দিয়েছেন তিনি। তাঁর অভিনব ট্রেনিং পদ্ধতি সারা বিশ্বেই সম্মান পেয়ে এসেছে। নিয়েরির হাত ধরে অনেক নতুন প্রতিভা উঠে এসেছে। এই অ্যাকাডেমিতেও সেই পদ্ধতিতেই খেলোয়াড় তৈরি করবেন তিনি।

আইপিএলে বেগুনি টুপির জোর লড়াই, বুমরা শীর্ষস্থানে

কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ আইপিএলের বেগনি টুপির লড়াই জমে উঠেছে। প্রতিদিনই তালিকার পরিবর্তন হচ্ছে। তালিকায় এখন পর্যন্ত শীর্ষে রয়েছেন যশপ্রীত বুমরা। বেগনি টুপির তালিকায় প্রথম ১০ বোলারের মধ্যে ন'জন পেসার ও এক জন স্পিনার আছেন। যশপ্রীত বুমরা ঃ ৭টি ম্যাচে ১৩টি উইকেট নিয়েছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের এই পেসার। তাঁর সেরা বোলিং ২১ রান দিয়ে ৫ উইকেট। যুজবেন্দ্র চহালঃ রাজস্থানের এই স্পিনার ৭টি ম্যাচে ১২টি উইকেট নিয়েছেন। তাঁর সেরা বোলিং ১১ রান দিয়ে ৩ উইকেট। জেরাল্ট কোয়েজিঃ মুম্বইয়ের বুমরার সতীর্থ এখন তিন নম্বরে। ৭টি ম্যাচে ১২টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। ৩৪ রানে ৪ উইকেট তাঁর সেরা বোলিং। মুস্তাফিজুর রহমান ঃ ৬টি ম্যাচে ১১টি উইকেট নিয়েছেন বাংলাদেশের এই বোলার। চেন্নাই সুপার কিংসের এই পেসারের সেরা বোলিং ২৯ রান দিয়ে ৪ উইকেট। খলিল আহমেদ ঃ দিল্লি ক্যাপিটালসের এই পেসার রয়েছেন পাঁচ নম্বরে। ৭টি ম্যাচে ১০টি উইকেট পেয়েছেন তিনি। সেরা বোলিং ২১ রান দিয়ে ২ উইকেট। কাগিসো রাবাডা ঃ পঞ্জাব কিংসের পেসার এই তালিকায় ৬ নম্বরে। ৭টি ম্যাচে ১০টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। সেরা বোলিং ১৮ রান দিয়ে ২ উইকেট। স্যাম কারেন ঃ পঞ্জাবের আরও এক পেসার রয়েছেন তালিকায় সাত নম্বরে। ৭টি ম্যাচে ১০টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। বাঁ হাতি পেসারের সেরা বোলিং ২৮ রান দিয়ে ৩ উইকেট। হর্ষল পটেলঃ পঞ্জাবের এই পেসার ৭টি ম্যাচ খেলে ১০টি উইকেট নিয়েছেন। তাঁর সেরা বোলিং ৩১ রান দিয়ে ৩ উইকেট। মাথিশা পাথিরানাঃ চেন্নাইয়ের এই পেসার মাত্র ৪টি ম্যাচ খেলে ৯টি উইকেট নিয়েছেন। তাঁর সেরা বোলিং ২৮ রান দিয়ে ৪ উইকেট। প্যাট কামিন্সঃ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অধিনায়ক তালিকায় ১০ নম্বরে রয়েছেন। ৬টি ম্যাচে ৯টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। তাঁর সেরা বোলিং ৪২ রান দিয়ে ৩ উইকেট।

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম বদলের ভাবনাচিন্তা বিসিসিআইয়ের

২১ এপ্রিল ঃ গত বছর আইপিএল থেকে চালু হয়েছে 'আমি প্লেয়ার' খেলানোর নিয়ম। প্রতিটি দলই জেতার জন্য নিজেদের সুবিধা মতো 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' খেলায়। কিন্তু খোদ ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা এই নিয়মের ভক্ত নন। সরাসরি আপত্তি জানিয়েছিলেন এই নিয়ম নিয়ে। তাঁর মন্তব্য নিয়ে এবার নড়েচড়ে বসল বিসিসিআই কর্তাও। এমনকী বদল আসতে পারে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়মেও। কদিন আগেই রোহিত একটি পডকাস্টে বলেছিলেন, আমি ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মের একেবারেই ভক্ত নই। এই নিয়মে অলরাউন্ডারদের উন্নতি বাধা পাচ্ছে। কারণ ক্রিকেটটা এগারো জনের খেলা, বারো জনের নয়। আমি জানি না এই নিয়ে কী করা যায়, তবে আমি একেবারেই এর ভক্ত নই। এই প্রসঙ্গে হিটম্যান তুলে আনেন শিবম দুবে, ওয়াশিংটন সুন্দরের মতো অলরাউন্ডারের কথা। যাঁরা দারুণ খেলোয়া। হলেও ব্যাটে-বলে সমান ভাবে কার্যকরী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না।

ইডেনে বিধ্বংসী ইনিংস
সল্ট-রাসেল দাদাগিরিতে রুদ্ধশ্বাস জয় পেল কেকেআর

২১ এপ্রিল ঃ টসে জিতে পরে ব্যাট করুন। রান তাড়া করে ম্যাচ জিতে নিন। চলতি আইপিএলে ইডেনে এই নীতিই মেনে এসেছে দলগুলো। প্রথম ম্যাচে মাত্র চার রানের জন্য হেরেছিল হায়দরাবাদ। তার পরের ম্যাচগুলো পরের ব্যাট করা দলই জিতে নেয়। রবিবারের ইডেনে সেটা সম্ভব হল না। ১ রানে হেরে গেল বেঙ্গালুরু। প্রচন্ড গরমেও সম্পূর্ণ ভর্তি ইডেন গার্ডেন্স। বিরাট বনাম গম্ভীরের উত্তাপের কাছে কোথায় লাগে ভরা বৈশাখের গরম? যতই দুজনের সন্ধি হয়ে যাক না কেন, যতই ম্যাচের আগে গাছ উপহার দিয়ে তিক্ততার স্মৃতি ভুলে যাওয়া হোক না কেন? 'গো গ্রিন' পরিকল্পনার জন্য সবুজ জার্সি পরে নেমেছিলেন বিরাটরা। কিন্তু মাঠের মধ্যে দুই আগ্রাসী মেজাজের প্রতিপক্ষের লড়াইয়ে তো ক্রিকেটের উত্তাপ ছড়াবেই। যার প্রথম ইনিংসে দেখা গেল কলকাতার ব্যাটারদের দাপট। এদিন টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন বেঙ্গালুরু অধিনায়ক ফ্যাফ ডু প্লেসিস। প্রথম ওভার থেকেই চেনা ছঃেদ ব্যাটিং করা শুরু করেন কলকাতার ফিল সল্ট। মহম্মদ সিরাজের প্রথম ওভারেই উঠল বারো রান। যদিও উলটো দিকে খুব একটা স্বচ্ছন্দ ছিলেন না আগের ম্যাচের শতরানকারী সুনীল নারিন (১০)। যশ দয়ালের বল সোজা পায়ে এসে পড়তে তাঁর ছন্দটাও কেমন হারিয়ে গেল। কিন্তু সল্টের ব্যাট যতক্ষণ চলে, ততক্ষণ নাইটদের কাছে চিন্তার কিছু থাকে না। পঞ্চম ওভারে শুরু হল তাঁর তাণ্ডব। প্রাক্তন নাইট পেসার লোকি ফার্গুসনের ওভারে নিলেন ২৮ রান। চার-ছয়ের বন্যায় ভেসে গেল রবিবাসরীয় ইডেন। একটা সময় মনে হচ্ছিল আইপিএলে সবচেয়ে কম বলে পঞ্চাশের রেকর্ড হয়তো ভেঙে যাবে। কিন্তু ১৪ বলে ৪৮ রান করে থেমে গেল সল্টের ইনিংস। তিনি যখন ফিরে যাচ্ছেন তখন কেকেআরের রান ৫ ওভারে ৬৩। তার পর যে গতিতে রান ওঠা উচিত ছিল, সেটা করতে পারলেন না অঙ্গকৃষ (০), নারিনরা। যশ দয়ালের বলে একই ওভারে ফিরে গেলেন দুজনে। দুরন্ত ক্যাচ ধরে অঙ্গকৃষকে প্যাভিলিয়নের রাস্তা দেখালেন ক্যামেরন গ্রিন। শুরুটা ভালো করেও তাড়াতাড়ি আউট হলেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার (১৬)। এদিন রিঙ্কু সিংকে অনেকটা উপর দিকে নামানো হয়েছিল। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করছিলেন নাইটদের বিধ্বংসী ব্যাটার। কিন্তু ফিরে গেলেন ১৬ বলে ২৪ রান করে। শ্রেয়স আইয়ার অর্ধশতরান করলেও নিয়ে নিলেন ৩৬টা বল। অধিনায়কের আদর্শ ইনিংস এখনও তাঁর ব্যাট থেকে দেখা যায়নি। প্রথম বলে আউট হয়েও নো বলের জন্য বেঁচে যান আন্দ্রে রাসেল (২৭)। ডেথওভারে বড় রান তুলতে তাঁর উপরেই ভরসা করে নাইট সমর্থকরা। তিনি আগুনে মেজাজ দেখানো শুরু করলেন একটু দেরি করে। কালবৈশাখী আসতে দেরি হলেও আপাতত রাসেল ঝড়েই শান্তি পাবেন নাইট সমর্থকরা। শেষের দিকে তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করেন রমনপ্রীত সিং (২০)। ডেথওভারে বড় রান তুলে নাইটদের ২০০ পার করে দিলেন রাসেল-রমনপ্রীত জুটি। কালবৈশাখী আসতে দেরি হলেও আপাতত রাসেল ঝ।েই শান্তি পাবেন নাইট সমর্থকরা। শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেট হারিয়ে নাইটদের ইনিংস থামল ২২২ রানে। জবাবে ভালোই শুরু করেছিল বেঙ্গালুরু। বিরাট কোহলি যে ছন্দে ব্যাট করছিলেন, তাতে ব। লক্ষ্যও কম বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু হর্ষিত রানার ফুলটস বলে আচমকাই ক্যাচ তুলে বসেন বেঙ্গালুরু তারকা। যা নিয়ে বিতর্কও হয়। মাঠেই মেজাজ হারান বিরাট। যদিও তার পরে রানের গতি থামেনি। বেঙ্গালুরুকে জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় রজত পাতিদার আর উইল জ্যাকসের জুটি। দুজনের দাপটে একটা সময় বেশ কিছুটা ব্যাক ফুটেই ছিল নাইটরা। সেখান থেকে পরিস্থিতি বদলে দিল রাসেলের একটি ওভার। বারো তম ওভারে তিনি ফেরালেন দুই ব্যাটারকে। বেঙ্গালুরুর স্কোরবোর্ড থেমে গেল ২২১ রানে।
১ রানে জিতল কলকাতা।

মেসির জোড়া গোলে ইন্টার মায়ামির জয়

২১ এপ্রিল ঃ লিওনেল মেসির জোড়া গোলে নাশভিলের বিপক্ষে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ইন্টার মায়ামি। বিশ্বকাপজয়ী তারকা মেসির জোড়া গোলে ৩-১ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়েছে দলটি। রোববার (২১ এপ্রিল) ভোরে এমএলএসের ম্যাচে মাঠে নামে ইন্টার মায়ামি ও নাশভিল। মায়ামির ৩-১ গোলে জয়ের এই ম্যাচে মেসি ছাড়া দলের পক্ষে অন্য গোলটি করেন সার্জিও বুসকেটস। ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটে আতঙ্কঘাতী গোলে দলকে পিছিয়ে দেন ফ্রাঙ্কো নেগরি। ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে সমতায় ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে মায়ামি। যার ফল পেতেও খুব বেশি সময় লাগেনি। ম্যাচের ১১তম মিনিটে বাঁ প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে যান মেসি। ডি বক্সের মধ্যে ঢুকে প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে বল জালে জড়ানোর চেষ্টা করেন আর্জেন্টাইন তারকা। প্রথম প্রচেষ্টায় গোলরক্ষকের হাতে লেগে প্রতিহত হলেও দ্বিতীয় চেষ্টায় আর ভুল করেননি মেসি। সরাসরি জালে বল জ।িয়ে দলকে এগিয়ে নেন। সমতায় ফেরার পরও থেমে থাকেনি মায়ামি। আক্রমণের ধার বাড়িয়ে আদায় করে নেয় দ্বিতীয় গোল। ম্যাচের ৩৯তম মিনিটে মেসির করা কর্ণার কিক থেকে দারুণ হেডে দলকে এগিয়ে নেন স্প্যানিশ তারকা সার্জিও বুসকেটস। এই গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ক্লাবটি। প্রথমার্ধের ধারাবাহিকতা অবশ্য দ্বিতীয়ার্ধে ধরে রাখতে পারেনি ক্লাবটি। আরও বেশ কিছু আক্রমণে করলেও ব্যবধান বাড়াতে পারেনি তারা। শেষমেশ ম্যাচের ৮১তম মিনিটে পেনাল্টির সুবাদে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোল পূরণ করেন বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা। এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান মজবুত করল টাটা মার্টিনোর দল।

টি২০ বিশ্বকাপের দামামা
১৬ মে যুক্তরাষ্ট্র যাবে টাইগাররা

২১ এপ্রিল ঃ দরজায় বাজছে টি২০ বিশ্বকাপের দামামা। জুনের ২ তারিখ থেকে শুরু হবে বৈশ্বিক আসরটি। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে বসতে যাওয়া এই আয়োজনের জন্য প্রস্তুত ২০টি দেশ। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশও আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি নিচ্ছে। ডিপিএলের শেষ রাউন্ডের মধ্যেই বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল) থেকে নবনিযুক্ত স্ট্রেইন্থ' অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ নাথান ক্যালির অধীনে ক্রিকেটারদের নিয়ে শুরু হওয়ার কথা ফিটনেস টেস্ট। তবে মিরপুরে নয়, সেটি হতে পারে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকে। যেসব ক্রিকেটার প্রথম দিনে ফিটনেস টেস্টে অংশ নিতে পারবেন না, তারা পরদিন দেবেন এই টেস্ট। পর্যায়ক্রমে মার্কিন মুলুকে ভিসা করা সব ক্রিকেটারদেরই দিতে হবে ফিটনেস পরীক্ষা। ২১ এপ্রিল ঢাকায় পা রাখবেন প্রধান কোচ চান্ডিকা হাথুরুসিংহে। তার সঙ্গে আলোচনা করেই নির্বাচকরা চূড়ান্ত করবেন জিম্বাবুয়ে সিরিজে টাইগার স্কোয়াড। আর সেই দলটাই হতে যাচ্ছে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সম্ভাব্য দল। হাথুরুর গ্রিন সিগন্যালের ওপর নির্ভর করবে ডিপিএলের সুপার লিগের কতটি ম্যাচ খেলবেন টাইগার ক্রিকেটারার। জিম্বাবুয়ে সিরিজকে সামনে রেখে চট্টগ্রামে ২৩ মে থেকে শুরু হতে পারে টাইগারদের কন্ডিশনিং ক্যাম্প। ৩ মে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ শুরু হয়ে শেষ হবে ১২ মে। এর তিন দিন বাদে অর্থা ১৬ মে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ ও টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে মার্কিন মুলুকে উড়াল দেবে বাংলাদেশ দল। সেখানে থাকবে তিন দিনের একটি বিশেষ ক্যাম্প। ২১ থেকে ২৫ মে হিউস্টনে স্বাগতিক দলের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ খেলেই টাইগাররা চলে যাবেন লডারহিলে, যেখানে খেলবে আইসিসির দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ। এরপর ফ্লোরিডা থেকে বাংলাদেশ চলে আসবে ডালাসে। যেখানে ৭ জুন নাজমুল হোসেন শান্তরা খেলবেন বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ, যেখানে প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকবে শ্রীলংকা। যুক্তরাষ্ট্র পর্ব শেষেই বাংলাদেশের শুরু হবে ক্যারিবীয় দ্বীপেপুঞ্জে ছোটাছুটি।

কঠিন এক সপ্তাহ শেষে' আর্সেনালের ' জয়

২১ এপ্রিল ঃ গত ১৪ এপ্রিল, রোববার-প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের মাঠে অ্যাস্টন ভিলার কাছে ২-০ গোলে হেরে শিরোপা দৌড়ে একটু যেন পিছিয়ে প।ে আর্সেনাল। ১৭ এপ্রিল, বুধবার-চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে ১-০ গোলের হার। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে ছিটকে গেছে মিকেল আরতেতার দল। কঠিন এই সপ্তাহ শেষে গতকাল আবার হাসি ফিরেছে আর্সেনালে। উলভসকে ২-০ গোলে হারিয়ে আবার প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ফিরেছে তারা। ৩৩ ম্যাচে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। এক ম্যাচ কম খেলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৭৩ আর ৩২ ম্যাচে ৭১ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে লিভারপুল। উলভসের বিপক্ষে গতকাল আর্সেনালের ২-০ ব্যবধানের জয়ে গোল দুটি করেছেন লিয়ানদ্রো ত্রোসার্দ ও অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড। ৪৫ মিনিটে ত্রোসার্দ এগিয়ে দেওয়ার পর আর্সেনালের পক্ষে ওডেগার্ড স্কোরলাইন ২-০ করেন যোগ করা সময়ের ৫ মিনিটে। ২-০ গোলের এই জয়কেই আখ্যা দিয়েছেন ' বলে। ম্যাচ শেষে ওডেগার্ড বলেছেন, ' জন্য এটা বিশাল এক জয়। আমাদের জন্য সপ্তাহটা খুব কঠিন ছিল। কঠিন কিছু ফল গেছে এবং আবেগের দিক থেকে এটা সত্যি খুব কঠিন ছিল। কিন্তু আমাদের নিজেদের কাজটা করে যেতে হতো। আজ (গতকাল) ছিল ঘুরে দাঁ।িয়ে জেতার দিন। এখনো অনেক পথ বাকি, এখনো শিরোপা ল।ইটা আঁটসাঁট।' দলের এভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর কৃতিত্বের পুরোটাই কোচ মিকেল আরতেতা দিয়েছেন খেলোয়া।দের, ' সম্পূর্ণই তাদের ব্যাপার। তারা জিততে চায়, তারা নিজেদের সেরাটা দিয়ে ল।তে চায় এবং তাদের প্রচেষ্টা প্রশ্নাতীত। আমি ওদের মানসিকতা নিয়ে সত্যিই খুব আনন্দিত।'

ব্রেন্ডনের অনবদ্য গোলে আইএসএল সেমিফাইনালে মার্কেজের দল

এফসি গোয়া ২ (নোয়া, ব্রেন্ডন)
চেন্নাইয়িন এফসি ১ (সিরকোভিচ)

২১ এপ্রিল ঃ আইএসএলের অন্যতম দুই ধুরন্ধর মস্তিষ্কের লড়াই। একদিকে মানোলো মার্কেজের এফসি গোয়া। যারা একসময় লিগ শিল্ডের লড়াইয়ে একসময় প্রবল দাবিদার ছিল। অন্যদিকে ওয়েন কয়েলের চেন্নাইয়িন এফসি প্লে অফে উঠেছে প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে। আইএসএলের সেমিফাইনালের ওঠার ল।ইয়ে শেষ পর্যন্ত জয় হল এফসি গোয়ার। শনিবার গোয়ার ফাতোরদা স্টেডিয়ামে ২-১ গোলে জয়ী হলেন ব্রেন্ডন ফার্নান্ডেজরা। গোয়ার হয়ে গোল করেন নোয়া আর ব্রেন্ডন। চেন্নাইয়িনের হয়ে একটি গোল শোধ করেন সিরকোভিচ। ম্যাচের সব গোলই হয় প্রথমার্ধে। এদিন প্রথম থেকে দাপট ছিল নোয়াদের। বলের দখল থেকে গোলমুখী শট, সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে ছিলেন তারা। বার বার গোলমুখে হানা দিলেও স্কোরলাইনে কোনও বদল আসছিল না। চেন্নাইয়িন বিচ্ছিন্ন ভাবে কয়েকটি চেষ্টা করলেও গোয়ার গোলকিপার ধীরাজ সিংকে পরাস্ত করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত গোয়ার হয়ে গোলের মুখ খুললেন নোয়া সাদাউ। চেন্নাই ডিফেন্স থেকে ক্লিয়ার না করতে পারা একটি বল বক্সের মধ্যে তাঁর পায়ে চলে আসে। বাঁ পায়ের বাঁকানো শটে গোলপোস্টের কোনা দিয়ে বল জালে জ।িয়ে যায়। দেবজিত সঠিক দিকে ঝাঁপিয়েও বল ঠেকাতে পারেনি। দ্বিতীয় গোলটিকে চলতি আইএসএলের অন্যতম সেরা গোল বলা যেতে পারে। মাঝমাঠ থেকে অনেকটা অরক্ষিত জমি পেয়েছিলেন ব্রেন্ডন ফার্নান্ডেজ। ভারতীয় মিডফিল্ডার চেন্নাই ডিফেন্সের ফাঁক বুঝে দূরপাল্লার শটে দ্বিতীয় গোল এনে দেন গোয়াকে। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুল করে বসেন গোয়া গোলকিপার ধীরাজ। কর্নার থেকে আসা একটি নির্বিষ বল এসে প।ছিল তাঁর হাতে। কিন্তু আচমকাই হাত ফসকে বল চলে যায় চেন্নাইয়ের সিরকোভিচের পায়ে। গোল চিনতে ভুল করেননি তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে আর কোনও গোল হয়নি। ২-১ গোলেই জয়ী হল এফসি গোয়া। আইএসএলের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তাঁদের ল।ই মুম্বই সিটি এফসির সঙ্গে।

'বিশ্বকাপে খেলতে চাই'

২১ এপ্রিল ঃ চলতি আইপিএলে দুরন্ত ফর্মে আছেন দীনেশ কার্তিক। তাঁর দল বেঙ্গালুরু লিগ তালিকায় সবার শেষে থাকলেও নিচের সারিতে ভরসা জোগাচ্ছেন ডিকে। আজ রবিবার ইডেনে তাঁর লড়াই পুরনো দল নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে। তার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানালেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে চান। আগামী জুন মাসে আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হতে চলেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইপিএলের খেতাবি যুদ্ধের মধ্যেই অনেকে বেছে নিচ্ছেন ভারতীয় দলের প্রথম একাদশ কীরকম হবে? উইকেটের পিছনে দস্তানা হাতেই-বা দায়িত্ব সামলাবেন কে? দীনেশ কার্তিকের সাম্প্রতিক ফর্ম দেখে অনেকেই ফের জাতীয় দলের জার্সিতে দেখতে চান তাঁকে। এবার নিজের মনের কথা জানালেন প্রাক্তন নাইট অধিনায়কও। এদিন তিনি বলেন, এই মুহূর্তে জীবনের যে পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারা আমার কাছে সবচেয়ে আনন্দের অনুভূতি হবে। আমি একশো শতাংশ তৈরি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে থাকার জন্য আমার পক্ষে যা যা সম্ভব, তার সবটাই করব।

চেলসিকে হারিয়ে এফএ কাপ ফাইনালে ম্যানসিটি

২১ এপ্রিল ঃ ট্রেবল জয়ের সম্ভাবনা আগেই হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। সেই সম্ভাবনার সীমানা এখন 'ডাবলস' এ সীমাবদ্ধ হয়েছে। পেপ গার্দিওলার প্রশিক্ষণাধীন দলটি এখন সে পথে ভালোভাবে টিকে রয়েছে। শনিবার (২০ এপ্রিল) রাতে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে চেলসিকে ১-০ গোলে হারিয়ে এফএ কাপের ফাইনালে পোঁছেছে ম্যানচেস্টার সিটি। ৮৪ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেন বার্নাডো সিলভা। আগামী ২৫ মে এফএ কাপের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। সে ম্যাচের প্রতিপক্ষ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। রোববার (২১ এপ্রিল) অন্য সেমিফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও দ্বিতীয় সারির দল কভেন্ট্রি সিটি। এ ম্যাচের জয়ী দলের বিপক্ষে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানসিটি শিরোপা লড়াইয়ের যুদ্ধে মাঠে নামবে। চেলসির বিপক্ষে এ জয় পেপ গার্দিওলার জন্য কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে। কয়েকদিন আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হেরে ম্যানসিটির ট্রেবল জয়ের স্বপ্ন ভেঙেছে। ওই ম্যাচে টাইব্রেকারে রিয়ালের কাছে হেরে যায় ম্যানসিটি। এই জয় বার্নাডো সিলভার জন্যও কিছুটা স্বস্তি এনে দিয়েছে। রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে টাইব্রেকারে হারের জন্য সিলভা নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারবেন না। টাইব্রেকারে তিনি গোল করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ ম্যাচের গোল তাকে সেই অস্বস্তি থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দেবে। চেলসির আসলে সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না। যদিও এ ম্যাচের দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গ।ে তুলেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঙ্খিত লক্ষ্যে তারা পোঁছাতে পারেনি। আর ম্যানসিটির সামনে প।লেও তারা যেন পথ হারিয়ে বসে। এফএ কাপে গত আট আসরের মধ্যে ছয় আসরে ম্যানসিটির কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে। গত মৌসুমে তাদেরকে তৃতীয় রাউন্ডে বিদায় করেছিল ম্যানসিটি। ওয়েম্বলিতে সর্বশেষ সফরেও চেলসিকে হতাশ হতে হয়েছিল। দুই মাসে আগে অনুষ্ঠিত লিগ কাপের ফাইনালে তারা অতিরিক্ত সময়ের খেলায় লিভারপুলের কাছে হেরে যায়। এ ম্যাচে অবশ্য গোলের বেশ কিছু সুযোগ তারা তৈরি করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোল করতে পারেনি। কিন্তু ম্যাচের শেষ সময়ে কাজের কাজটি ঠিকই করে নেয় ম্যানসিটি। কেভিন ডি ব্রৌইনের একটি শট চেলসি গোলরক্ষক পেট্রোভিচ নিয়ন্ত্রণে নিতে ব্যর্থ হলে ফিরতি শটে সিলভা লক্ষ্যভেদ করেন।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com